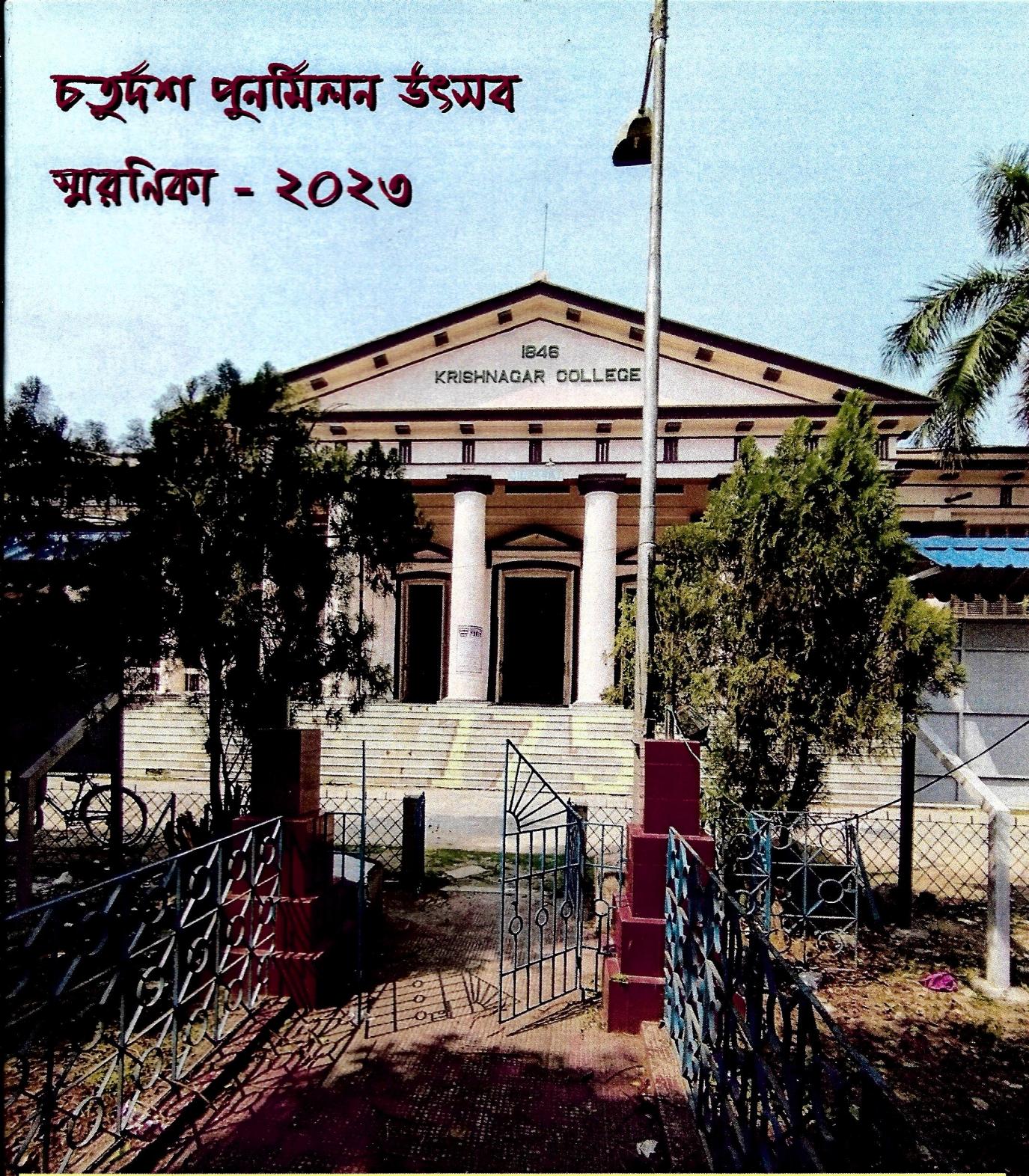
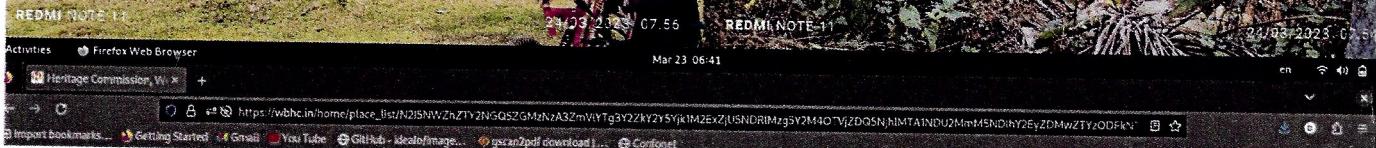


ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁନର୍ମିଳାନ ଉତ୍ସବ

ଆରାନ୍ତିକା - ୨୦୨୭



କୃଷ୍ଣନଗର ଗର୍ଜନମେଟ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାତ୍ମାଇ ଅଧ୍ୟାମୋଦିଯୋଶନ



SCREEN READER ACCESS TEXT SIZE - A +



West Bengal Heritage Commission Government of West Bengal

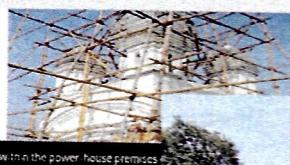
HOME ABOUT ACT DOCUMENTS HERITAGE PLACES HERITAGE PROJECTS PROGRAMMES GALLERY CONTACTS LINKS FEEDBACK



Krishnanagar Brahma Samaj Bhawan



Grace Cottage located within the power-house premises of WBSEDCL



Pancharatna Siva Temple



Krishnanagar Government College



শোক প্রস্তাৱ

ଏଯୋଦଶ ପୁନର୍ମିଳନ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ମହାର ପର ଥେକେ
ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେ ସକଳ ପ୍ରାକ୍ତନୀ ଆମାଦେର ଛେଡେ ଚିରତରେ
ଇହଜଗତେ ଥେକେ ବିଦାୟ ନିଯେଛେ, ତାଙ୍କର ସୃତିର ପ୍ରତି
ଆମରା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରାଛି।

এছাড়া, মানব কল্যাণ কর্মে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত
দেশ-বিদেশের যে সমস্ত বিশিষ্ট জন উক্ত সময়কালে
প্রয়াত হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতিও রহিল আমাদের
সশ্রদ্ধ প্রণাম।

২ এপ্রিল ২০২৩ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ এ্যালামাই এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ

সূচীপত্র

- | | |
|---|--------------------------|
| ১) আমার প্রথম কলেজ : স্মৃতির ব্যাক গিয়ারে
সাড়ে ছয় দশক | - চন্দন সেন |
| ২) কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ | - দীপাঞ্জন দে |
| ৩) ১৯৬০ সালের আগে-পরের কৃষ্ণনগর শহর | - প্রশান্ত মল্লিক |
| ৪) স্মৃতির সরণি বেয়ে : আমার কলেজ | - অলোক কান্তি ভৌমিক |
| ৫) কোভিড - ১৯ অতিমারী | - গোকুল চন্দ্র দাস |
| ৬) স্মৃতির সরণি ধরে | - রমাপ্রসাদ পাল |
| ৭) রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা | - প্রবীর কুমার বসু |
| ৮) কিংবদন্তী গায়িকা রেবা মুহূরি | - আলপনা বসু |
| ৯) অস্তর্লোকের সামান্য দুচার কথা | - মার্জনা ঘোষ গুহ |
| ১০। সাথী হারা | - স্বপন কুমার দত্ত |
| ১১) জয়ী জুটি (অনুগল্প) | - আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায় |
| ১২) নীল পদ্মের ওপর (গল্প) | - অচিন্ত্য সাহা |

কবিতা :

- | | |
|---|------------------------|
| ১৩) উদাসীন মন | - শঙ্খশুভ্র সরকার |
| ১৫) এই শুশানে | - তুষার চট্টোপাধ্যায় |
| ১৩) সামর্থ্য-অসামর্থ্য | - পবিত্র কুমার সরকার |
| ১৪) একুশ রয়েছে প্রাণে | - অসীম সিংহ |
| ১৬) শব্দরা ঝ'রে যায় | - কিশোর বিশ্বাস |
| ১৭) অভিশপ্ত কোহিনুর মুকুট | - পরেশ চন্দ্র রায় |
| ১৮) স্বপ্ন-বাস্তব স্বপ্ন | - দীপক্ষের দাস |
| ২০) অতীতের পৃষ্ঠা থেকে (পুনরাবৃত্তি) | - অবনী মোহন জোয়ার্দার |
| ২১) ক্লান্সী বিশ্ববিদ্যালয় এবং হরিচাঁদ ও রচাঁদ
(তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য) | - |
| ২২) মৌলিক কর্তব্য (ভারতীয় সংবিধান) | - |
| ২৩) W.B. Public Land (Eviction of
unauthorised occupants) Act, 1962 | - |
| ২৪) List of Member's of K.G.C.A.A | - |

॥ স্মরণিকা কথা ॥

আজ, ২ৱা এপ্রিল, ২০২৩, কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সঙ্গের চতুর্দশতম মিলন সভায় আমরা আমাদের চতুর্দশতম বার্ষিক স্মারকগৃহ প্রকাশ করছি সব প্রাক্তনী সদস্যের আন্তরিক ভালোবাসাকে পাঠেয় ক'রে।

এই স্মরণিকা প্রকাশের সম্পাদনের দায়িত্ব যে গভীর মননশীল মানুষটির হাতে এতদিন ছিল, তিনি আমার স্কুলবেলার প্রিয় শিক্ষক ডাঃ বাসুদেব সাহা। তিনি বয়সজনিত কারণে এখন শারীরিকভাবে ততটা সুস্থ নন, তাই আজ সম্পাদকের দায়িত্ব আমার মত এক অনভ্যস্ত হাতে এসে পড়েছে, যদিও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন আমাদের প্রাক্তনী সঙ্গের সম্পাদক খণ্ডে কুমার দত্ত।

আমাদের মহাবিদ্যালয় আজ এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। আমরা চাই এর বিশ্ববিদ্যালয়ে
উত্তরণ।

তারিখ : ০২/০৪/২০২৩

দীপক্ষের দাস,
স্মরণিকা উপসমিতির পক্ষে,
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

From:

Dr. Sobhan Niyogi

Associate Professor

& Officer in Charge

Krishnagar Government College

Krishnagar Nadia

It gives me immense pleasure to note that the Alumni Association of this 178 years old Krishnagar Government College is going to organize a grand Reunion of ex students of this Heritage institution along with present day teachers and students. The Alumni association is functioning for nearly last 15 years and for the cause of the College. My heartiest welcome to all the ex students of this great institution in the reunion meeting.

The NAAC (National Assessment and Accreditation Council, an autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India.) has evaluated the performance of this College twice in past and College was assigned "**A**" Grade by NAAC where I believe that the Alumni Association have played a very good role in obtaining such high grade in evaluation.

Presently the scenario in Higher Education in our state and as a whole in our country is in a very rapid mode of change. In 2018 the CBCS (Choice Based Credit System) was introduced in general education and from the next academic year or so the whole country along with our state has to adopt NEP 2020 (National Education Policy 2020) where the main change would be that the undergraduate degree will be for four years for a Honours student and various degree, certificate, diploma etc will be determined by duration of study.

It is being observed that the availability of more and more technical Institutions, Private unitary Universities in the country as well as in our state is shifting the good students towards those institutions and appeal for general education is decreasing. The huge changes in general education which are going to come will be after adoption of NEP 2020, this I personally think will boost up the very good Colleges like Krishnagar Government College to perform better as more and more good students willing to study in general courses will always favour this College. In this context it's a big challenge before this College to maintain and perform better to attract best students of the locality and surrounding areas. But for this, new infrastructures, research facility have to be created to cater the need of the best students along with enhancement of all types of manpower. In this context I appeal and hope that this College will get all types of help from all stake holders to adopt to the changes which are going to come.

Governing Body of KGC Alumni Association (2022-24)

In accordance with the unanimous decision adopted by the members present in the

- A. 1. held on 13.11.2022 at Krishnagar Govt. College Hall under the
Chairmanship of Sankareswar Datta, President, KGCAA.

1. Patron donor :

- i) The Nadiaraj Shri Saresh Chandra Roy,
ii) Maharani of Kossimbazar

2. Patron-in-Charge:

**Dr. Sobhan Niyogi, Officer-in-Charge,
Krishnagar Govt. College (90983290019)**

3. President :

Sankareswar Datta (9339757442)

4. Vice President :

- i) Sibnath Chowdhury (6296902636/ 9434191207),
ii) Kanailal Biswas (9434451802 /7797652632),
iii) Sudhakar Biswas (9123669787);

5. Secretary :

Khagendra Kumar Datta (9434451786/ 9563777999)

6. Asst. Secretaries:

- i) Bisweswar Datta (7797107847),
ii) Dipanjan Dey (9734067466)

7. Treasurer :

Dipankar Das (9434552005)

8. Assistant Treasurer :

Asitmenanda Majumder (7908284949/ 9434742091).

9. Members:

- i) Dr. Pijush Kumar Tarafder, M.Sc., Ph.D
(9874476671/ 9474479472),
ii) Tushar Chattopadhyay (9933891704),
iii) Pranab Kumar Kar (9434709556),
iv) Prasanta Mallick (985104310),
v) Ujjwal Modak (9434056783),
vi) Sukumar Mukherjee (9666783064/ 03472256200)
vii) Prasanta Saha (9434553279),
viii) Dipak Sanyal (8918352746/ 7407076667),
ix) Chandopal Mondal (9733609846),
x) Swapan Kumar Bagchi (7908727303/ 9434450489)

Sub-Committees (2022-24) (No changes, except some eventual elimination from the earlier Sub-committees due to demise or loss of contact address)

Publicity and Communication Sub-Committee

Sampad Narayan Dhar (Convener) (7872306084), Kanailal Biswas (9434451802), Sibanath Chowdhury (6296902636/ 9434191207), Ananta Bandyopadhyay (9434322823), Partha Mukherjee (9434552555), Asimananda Majumder (9434742091).

Reception Sub-Committee

Dilip Kumar Guha (Convener) (9932742957), Sankareswar Datta (9339757442), Asoke Kumar Bhaduri (9475204060), Archana Ghosh Sarkar (9800251314), Sirajul Islam (9474788478), Dr. Basudev Saha (9832276558), Nirmal Sanyal (9732735470), Dr. Pijush Kumar Tarafder (9474479472), Sudhakar Biswas (9830852325), Devasis Mondal (8900185968)

Finance and Registration Sub-Committee

Khagendra Kumar Datta (Convener) (9434451786), Dipankar Das (9434552005), Kanailal Biswas (9434451802), Sudhakar Biswas (9830852325), Asesh Kumar Das (9831251120), Dipak Kumar Biswas (9564040961), Bidyut Bhutan Sengupta (9434826097), Swapan Kumar Datta (9732517681)

Cultural and Decoration Sub-Committee

Dipankar Das (convener) (9434552005), Nirmal Sanyal (9732735470), Ananta Bandyopadhyaya (9434322823), Archana Ghosh Sarkar (03472-252474), Dilip Kumar Guha (03472-254055), Mita De (9434451715), Manasi De, Marjana Ghosh Guha (9434551980), Alpana Basu (9333171996),
of Gantkharuva Janm (2023)

Souvenir Sub-Committee

Dr. Basudev Saha (Convener) (9832276558), Dipankar Das (94344552005), Apurba Kumar Chatterjee (9474677145), Sibnath Chowdhury (9434191207), Shyamaprasad Biswas (9474336571), Ananta Bandyopadhyaya (9434322823), Dipak Kumar Biswas (9564040961), Marjana Ghosh Guha (9434551980)

Refreshment Sub-Committee

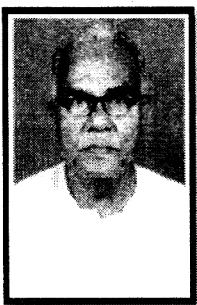
Pranab Kumar Kar (9434709556), Shyamal Datta (7501121541), Mita De (9434451715), Dr. Pijush Kumar Tarafder (9474479472), Bharati Das Bagchi (03472-253160/ 9475032636), Asimananda Majumder (9434742091), Swapan Kumar Datta (9732517681)

All checked and approved
The above lists are confirmed and may be published.

Sankareswar Datta
(SANKARESWAR DATTA) 13/11/22
Chairman of the A.G.M. held on 13.11.2022

আসম বার্ষিক সভার প্রাক্তালে

কৃষ্ণগাঁওর সরকারী কলেজের গরিমার ইতিহাস বরাবরে। এই কলেজের প্রাক্তনীরা একসময় ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা কলেজের মাটিতে নামাতে শিয়ে পুলিশের জাঠি পেটা ঘেয়েছিল। রক্তস্তুর্প ঘেয়েছিল আদোলন। আজকের লড়াই অন্য লড়াই।



পঠন পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ। বিভিন্ন বিষয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট পঠনের ব্যবস্থা এবং সর্বশেষ কৃষ্ণগাঁওর কলেজকে এক ডিমড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিনত করা। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে কোন অন্যায় নেই কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের বদলে কোন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ধূস করার মধ্যে কোন স্থাধা বৈধ থাকতে পারে না।

কৃষ্ণগাঁওর কলেজ এখন হেরিটেজ বিডিং। এই বিডিং ও কলেজের মধ্যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বেমানান এবং সংযুক্তি বিরুদ্ধ। এর বক্ত হওয়া জরুরী।

পঠন পাঠনের উন্নতান মর্যাদা দিতে দ্রুত আবশ্যিক তাহ'ল একজন স্থায়ী ফিল্মস্প্যাল নিয়োগ। কলেজের পরিবেশ অঙ্গালমুক্ত করা এবং সচেতনভাবে কলেজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। ফুলের বাগানের মাধ্যমে নৃত্ব পরিবেশ সৃষ্টিকর্তা।

শুভেচ্ছাসহ

শৎকরেশ্বর দস্ত

সভাপতি

কৃষ্ণগাঁওর গভঃ কলেজ প্রাক্তনী সম্মেলন

সম্পাদকের প্রতিবেদন

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ প্রাক্তনী সংসদের চতুর্দশতম পুনর্মিলন উৎসবে সমাগত শ্রদ্ধেয় প্রাক্তনীগণ, আমন্ত্রিত অভ্যাগত এবং অতিথিবৃন্দ, এই কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সহ অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দকে জানাই সুস্থাগতম এবং আস্তারিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং যথোপযুক্ত সম্মান।

আজকের আনন্দের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক স্বজন হারানোর ঘন্টাগা এবং অপূর্তার দীর্ঘশাস। শেষ সম্মেলনের পরে আমাদের প্রাক্তনী সদস্যদের মধ্যে যারা প্রয়াত হয়েছেন এবং দেশ বিদেশের উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন যে সমস্ত মানুষকে আমরা হারিয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাতে - আসুন, আমরা সকলে এক মিনিট দণ্ডায়মান নীরবতা পালন করিব।

২০২২ সালের ১৩ নভেম্বরের পর মাত্র চার মাসের ব্যবধানে এই সম্মেলন ডাকার পিছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করেছে -
(১) পূর্ব নির্ধারিত প্রথা অনুসারে ফেক্রয়ারি মাসের দ্বিতীয় বিবিবারে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে আমরা সম্মেলন করে উঠতে পারিনি, (২) আমরা এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সহ অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দকে আমাদের উদ্দেশ্য এবং দাবিগুলি সম্পর্কে অবহিত করে তাদের সমর্থন লাভ করতে চাই।

আমরা, বর্তমান প্রাক্তনী সংসদের সদস্যেরা সংখ্যায় নগণ্য এবং বয়সের কারণে ক্ষয়িক্ষণ। অথচ, আমরা জানি - যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিক ভাবে বড় হবার জন্য প্রাক্তনীদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আসুন “NAAAC Peer Team Visit” এর সময় কলেজের পিছনে আমাদের দাঁড়ানো দরকার।

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, “প্রাক্তনী-সহ কেউ কোনও নির্দিষ্ট কলেজকে আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে একটি নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে তা করতে পারবেন।” আমরা জানি প্রাক্তনীদের মধ্যে কেউ কেউ কলেজের জন্য দান করতে রাজী আছেন বা ছিলেন। কিন্তু, সেই অর্থের সঠিক ব্যবহার হবে কিনা সে বিষয়ে যেমন সংশয়ের অবকাশ আছে, তেমনই অনেকেই বলছেন যে প্রাক্তনীদের বসার জন্য একটি স্থান বিগত ১৪/১৫ বছর ধরে না মেলায় প্রাক্তনীরা এগিয়ে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আজকের সম্মেলন। আজকের পড়ুয়ারাই আগামী দিনের প্রাক্তনী হবেন। তাই, আমাদের সঠিক দাবির পাশে তারা দাঁড়াবেন এই আশা রাখি।

প্রাক্তনী সংসদ গর্ববোধ করে এজন্য যে, একমাত্র তাদের উদ্যোগে ইতোমধ্যে আমাদের কলেজ “Heritage Site” বা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছে। যোগ্যতার নিরিখে, এই কলেজকে (Unitary / Deemed University) একক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করার দাবি আমরা কমপক্ষে ১৩ বছর ধরে করে আসছি। কিন্তু সেই ন্যায্য দাবিকে অবহেলা করে একের পর এক আক্রমণ নেমে আসছে এই কলেজের অন্তিমের উপর।

কলেজের এলাকার মধ্যে কখনো “হ্যালিপ্যাড” নির্মাণের জন্য মাঠ অধিগ্রহণের চেষ্টা, কখনো সৌন্দর্যায়নের নামে কলেজের ভিতরের গাঢ় চুরি হয়ে যাওয়া, কখনো ‘প্রমোদ উদ্যান’ তৈরির জন্য “ডোবা” এবং নিচু এলাকা ব্যবহারের চেষ্টা, আবার ২০১৯ সালের প্রথম থেকে কলেজের মধ্যে নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাতারাতি - কলেজ কর্তৃপক্ষের অজান্তে(?), পুরুর ভরাট এবং তার পর মনোরম ফুলের বাগান, মুক্তমঞ্চ, খেলার মাঠ, জিম্বাসিয়াম ইত্যাদি যা এই কলেজের ছাত্রদের জন্য ছিল তা' কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে শারীর শিক্ষকের পদ পূরণ করা হচ্ছে না। বহু শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর পদ শূন্য রয়ে যাচ্ছে। স্থায়ী প্রিসিপিয়াল নিয়োগ করা হচ্ছে না। ভাবলে খারাপ লাগে যে, প্রিসিপালের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানের দখলকার এখন “কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের” উপাচার্য।

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি কলেজের মাঠগুলি আজ আর কলেজের ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের জন্য নেই। কলেজের মাঠগুলি গাড়ি পার্কিং করা, ড্রাইভিং শেখা এবং সংক্ষিপ্ত বাইপাস হিসেবে অবাধে ব্যবহার করছে বহিরাগতরা। মাঠের মধ্যে অবাধ ভাবে নানান ব্যবসা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে বলে অনেকেরই অভিযোগ আছে। রাজনৈতিক সভার জন্য মাঠের

উপর অত্যাচার হচ্ছে; সভার পর গর্ত মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেই। কলেজের বেশ কয়েকটি গেট ভাঙা। সেগুলির মেরামতি এবং নিয়ন্ত্রণ নেই। কলেজের জমির সীমানা লাগোয়া স্থানে দোকানপাট বসে যাচ্ছে, বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আখরাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে - যেগুলি সবই বেআইনি এবং অনভিপ্রেত। আমরা জানি, নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের জন্য নির্মিত হস্টেল চালু করা যাচ্ছে না। পুরাতন এবং নতুন হোস্টেলে যারা থাকে তারাও নির্ভয়ে আছেন এমনটা নয় বলে খবর। NCC Officer দের জন্য কোয়ার্টার এবং খেলার মাঠের প্যাভেলিয়ন হানাবাড়ির চেহারা নিয়েছে।

অর্থাত, West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1962 তথা “Conservation of Heritage Sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and Feature Areas” এবং West Bengal Heritage Commission Act, 2001 প্রযুক্ত হলে, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহান দাতাদের সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হয়। আগামী দিন যারা শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন তাদের সন্তান এবং দৃঢ় প্রত্যয় রক্ষা করবে এই সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা এই আশা রাখে প্রাক্তনী সংসদ।

আমরা মনে করি এই কলেজের অতীত গরিমা, বর্তমান সম্মান এবং আগামীতে এর গুরুত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ থেকে স্থায়ী ভাবে বক্ষিত করার জন্য এক সচতুর কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে - যা বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকে বুঝে উঠতে পারছেন না। আমরা এই ধর্মসাধক পরিকল্পনার বিকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক আনুগত্য বা অবস্থান নিরপেক্ষ ভাবে, সম্মিলিত প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থ যোগদান আশা করছি।

অনেকের স্মরণে থাকতে পারে - ২০০৮-০৯ সালে তদনীন্তন অধ্যক্ষ, ডঃ প্রবীর কুমার দাসের অনন্যসাধারণ সহযোগিতায় ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং ডঃ পীয়ুষ কুমার তরফদারের চেষ্টায় প্রাক্তনীদের এই সংগঠন তৈরী হয়েছিল এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে - (১) ১৬০ বছরের ঐতিহ্যসম্পর্ক এই কলেজের বহু ছাত্র নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং কলেজের গৌরব বাড়িয়েছেন - এন্দের বছরে অন্ততপক্ষে একবার মিলিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা, (২) কলেজের পঠন-পাঠনের মান এবং কলেজের সম্পদ সমূহের উন্নয়ন (Promotion), সুরক্ষা (Protection) এবং সংরক্ষণ (Preservation) সুনির্দিষ্ট করতে কলেজ প্রশাসনের হাতে-হাত মিলিয়ে কলেজের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, (৩) নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা এবং জীবন বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ দান ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এ সকলই ছাত্রদের ভালোর জন্য ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখনও সফল হতে পারিনি।

এই প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসাবে প্রাক্তনী সংসদের দ্বাবি সমূহ আলাদা ভাবে ছাপা হচ্ছে। আমাদের সাথে যারা এক ধরে হবেন তারা প্রশাসনের কাছে পেশ করার জন্য তৈরি সেই দাবিসনদপাঠ করে স্বাক্ষর দান করে আমাদের কলেজ রক্ষার আন্দোলনের পাতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন এই নিবেদন রাখছি।

নতুন প্রজন্মের প্রাক্তনী আর পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে- যদি হাতে-হাত, কাঁধে-কাঁধ রেখে এগিয়ে এসে সম্মিলিত প্রয়াস নেন তবে পরিবর্তন আসবেই। হবে সেইসব লক্ষ্যপূরণ - যার জন্য এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে, আমার ব্যক্তিগত ক্রটিবিচ্যুতি ক্ষমাসূন্দর দৃষ্টিতে দেখতে অনুরোধ জানাই। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘ্যাগ্রাই উপযুক্ত সদস্যরা এই সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই আশা ব্যক্ত করছি।

পরি যথে, সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা শ্রীতি ও শুভেচ্ছা।

তারিখ : ২৪ মে ২০২৩

বিনয়াবনত -

খগেন্দ্রকুমার দত্ত

সম্পাদক, কৃষ্ণনগর অ্যালাম্বাই এ্যাসোসিয়েশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দণ্ডের কাছে আমাদের দাবি –

- ১) ১৭৭ বছরের কৃষ্ণনগর কলেজকে যোগ্যতার নিরিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করা হোক;
- ২) কলেজের তিনটি মাঠ খেলার উপযোগী করে তোলা হোক, কলেজে শারী খেলাধুলার শিক্ষক নিয়োগ করা হোক এবং মাঠের গেটগুলি নিয়ম অনুসারে খোলা – বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক, প্যানেলিয়নটিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হোক;
- ৩) কলেজে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ভৌতি-শৃঙ্খল বিহীন পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, কলেজের লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, প্রিসিপ্যালের কোয়ার্টার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হোক, শারীর শিক্ষা চালু এবং সকল বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ দানের ব্যবস্থা করা হোক;
- ৪) কলেজের নিজস্ব সীমানার চারিদিকে অবাঞ্ছিত নির্যাপ অপসারণ করা হোক, নিরাপত্তার স্বার্থে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত করা হোক, কলেজের বালিকাদের ছাত্রাবাস বাসযোগ্য করার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক, এন সি সি কোর্স চালু করা হোক;
- ৫) সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কলেজে শারীর শিক্ষক সহ সকল বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হোক। কলেজে শারী প্রিসিপ্যাল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, প্রিসিপ্যালের কোয়ার্টার প্রিসিপ্যালের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হোক;
- ৬) মহান দাতাদের দানে স্ট্ট, সবার জন্য উন্মুক্ত ১৭৭ বছরের কলেজের সম্পদের অংশ কেড়ে নিয়ে, সেই সম্পদের উপরেই বিশেষ সম্পদায় বা লিঙ্গের জন্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্যে ও বিভাজন সৃষ্টির যে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে তা দূর করতে, প্রস্তুতিত কন্যাশ্রী ও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত সরিয়ে নেওয়া হোক;
- ৭) কলেজের ফুলের বাগান, পুকুর - গাছপালা বাঁচিয়ে রাখা হোক পরিবেশ ও মানুষ - সকলের স্বার্থে। জঙ্গল আর আবর্জনা মুক্ত হোক কলেজ প্রাঙ্গন, অবৈধ ভাবে বুজিয়ে ফেলা পুকুরটি সংস্কার করা হোক, কলেজের মাঠ ও অন্য সকল এলাকার জমা জল নিকাশী ব্যবস্থা সচল করা হোক;
- ৮) কলেজের ফুলের বাগানে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে গিয়ে রোমান স্থাপত্য নির্মিত (১৮৫৬) ঐতিহ্য মণ্ডিত কলেজের মূল ভবনের মুখ ঢেকে ফেলার অবিবেচনাপ্রসূত পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা হোক। কলেজের মূল ভবনের সামনে ফুলবাগানকে আড়াল করা জেলখানার মত প্রাচীর অপসারণ করে কলেজের নামনিক চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

কলেজের প্রাক্তনীদের সমর্থন / পরামর্শ চাই
প্রত্বাবক - প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক (০২.০৪.২০২৩)

আমার প্রথম কলেজ : সৃতির ব্যাকগিয়ারে সাড়ে ছয় দশক

চন্দন সেন

শৈশব ও কৈশোর খুবই দ্রুতগামী! তুলনায় যৌবন, তিন-তিনটে চেহারা নিয়ে (মানে প্রথম, মধ্য ও উত্তর যৌবন) সামান্য মন্ত্র। প্রৌঢ়ত্ব ছটফট করে কখন বার্ধক্য তার হাত ধরবে! খাতায় কলমে মানে অবসরকালীন পেনশন প্রাপ্তির পর প্রায় বিশ বছরের বার্ধক্য নিয়ে এখন আমায় ১৯৫৮-৫৯-র টিনস (teens)-কে স্পর্শ করতে হবো কলেজ জীবনের, মানে বাবা-মা-ঠান্ডা আর ভাইবোনদের হাত ছাড়িয়ে জীবনে প্রথম (কৃষ্ণনগরে) গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হওয়া এবং হৈমতী নামাংকিত কলেজ-হস্টেলে বছর খানেকের ভিন্ন যাপন কাটিয়ে আবার বাবা-মা'র হাত ধরার মাঝে ধূসুর সৃতিগুলির সাহায্যে কিছু সংলাপ হাদয়ের গভীর গোপনে ফেলে রাখা সেফ ডিপোজিট লকার থেকে তুলে আনতে হবে— মানে ভাঙ্গতে হবে; যেমন ধূনকর লেপ তৈরির জন্য জমানো তুলো পেঁজায় খানিকটা— (তেমনি)... ১৯৫৮-তে আমি মাধ্যমিক পাস করলাম। পলাশীতে সরকারি হাসপাতালের একজনই ডাক্তার বা মেডিক্যাল অফিসার, মানে আমার বাবা বলেন, “তোমায় আমার চাইতেও বড় ডাক্তার হতে হবো। I.Sc. তে ভর্তি হও, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হয়ে ভালো মত পাশ করলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। তোমায় হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করানোর ব্যবস্থা করেছি,— এখান থেকে সম্ভব নয়া” ব্যাস, বাড়ীতে সমবেত শোক ও আর্তনাদের মধ্যে এবং আমার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার আপত্তির কথা বাবাকে বলার মতো দুঃসাহসের নিদারণ ঘাটতির হাহাকার বুকে চেপে কৃষ্ণনগর কলেজ হস্টেলে এক রোকদ্যমান বিকেলে হাজির হলাম। মনে আছে, সেই শীতের বিকেলে আমার মা-ঠান্ডা ও ছেটদির সংগে আকাশও কাঁদছিল। একটা শোকমিশ্রিত রোমান্স নিয়ে দোতলার চার ছাত্রের চার চৌকি ধূর মতো একটা ঘরে এসে উঠলাম। পাশেই এক বেডের একটা ছোট ঘরে আমাদের অলিখিত অভিভাবক সোমশংকর সিংহ, উত্তরবঙ্গ থেকে এসে ঐ হোস্টেলে দুই-তিন বছর আছেন,— এবারে অনার্স ফাইনাল দেবেন। আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি শেষে ফিরে নিজের বেডের হাত ধরা যাকে সুটকেস রেখে গুছিয়ে বসতেই বাইরে মন্দু কলতান। দোতলার বারান্দায় চার-পাঁচজন সিনিয়র ছেলে হস্টেল দেওয়ালের বাইরের বাড়ীটার দোতলার ছাদে সন্ধ্যার আগাম আলো-আঁধারে দৃশ্যমান এক নারীকে দেখছে,— যে কাঁচা জামাকাপড় ছাদ থেকে সম্ভবত প্রতি বিকেলের মতো আজও নিয়ে যেতে ছাদে উঠেছে, দেখছে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে, হাসছে। শোক বিচ্ছেদ ভোলানো সেই শিহরিত সন্ধ্যায় আমার ছাদে যাবার আগ্রহকে ধমক দিয়ে থামিয়ে সোমবা বলেন, “ওদের সাথে মিশবে না, ওরা তোমার সিনিয়র। তবে পাস করতে পারবে বলে মনে হয় না। নিজের ঘরে যাও।” সন্ধ্যার মধ্যে বাকি তিনটে বড় ভর্তি হয়ে গেল।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে তখন নালী দামী সব অধ্যাপক। কলেজের অধ্যক্ষ স্যার পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী লম্বা সুদৰ্শন আশৰ্য ব্যক্তিগত অর্থ মুখে স্মিত হাসি লেগে থাকা চেহারা নিয়ে আমাদের একটা ক্লাশ নিতেন সম্ভবত প্রতি বুধবার। আর ড. ক্ষুদিরাম দাস বাংলা ক্লাশ নিতেন বৃহস্পতি ও শনিবার। I.Sc. তে পড়তে পড়তে বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে যাওয়া ছিল এক অন্য রকমের অভিজ্ঞতা। যতদ্দূর মনে পড়ে স্যার পূর্ণচন্দ্রের বিপরীত উচ্চতার, অর্থাৎ খর্বকায়, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বায়োলজি ক্লাশ এবং তাঁর নিজের হাতে জ্যাত ব্যাংক কেটে “নার্ভাস সিস্টেম অফ টোড” বুঝিয়ে দেওয়া, কি জানি কেন, (ফিজিঙ্ক-কেমিস্ট্রি-ম্যাথম্যাটিক্স পরম অনাগ্রহে গিলতে বাধ্য হলেও) চরম আকর্ষণীয় লাগত। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ফর্সা গোল মুখ থেকে “বাঙ্গল ক্যান্ডি” কিম্বা “মেডুলা অবলংগাটা” উচ্চারণ দুটো শুনতে এত ভালো লাগত। হস্টেলে ফিরে ঐভাবে বলা অনুকরণের চেষ্টা করতাম।

মাসে দুটো শনিবার বিকেলে বাবা এসে মীরা পলাশীর হাসপাতাল কোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতেন। একসময় মা-ঠান্ডাদের বিষাদে ক্লাস্টি আসছিল,— আমারও ঘরে ফেরার প্রাথমিক ছটফটানি করে আসছিল। কারণ ততদিনে আমি বেশ ক'জন মেধাবী বৰু পেয়ে গেছি।

একজন নামী সাংসদ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ, যে বেশ কিছুদিন পরে আমাদের গর্বিত করে বিমান-বাহিনীতে যোগ দেয় এবং ইন্দো-পাক যুদ্ধে অকাল প্রয়াত হয়। আরেকজন সম্ভবত বিদ্যুৎ বিশ্বাস, অবিশ্বাস্য স্পোর্টসম্যান, বিদ্যুতের গতিতে

চুটতে পারতো,— বহু মেডাল জয় করেছিল। মাস ছয়-সাত পরে হঠাৎ আমাদের কলেজের দুর্দান্ত বাণী ছাত্রনেতা নীরদ হাজরার ক্লাশে প্রবেশ এবং অধ্যাপক ঢোকার আগে সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে নরম গরম বক্তৃতা দান। আগাগোড়া প্রাম বাংলায় শৈশব আর কৈশোর কাটানো আমার রক্তে নতুন নতুন হিল্লোল তুলছে তখন এইসব। সোমদা সন্ধ্যায় আমায় সংযত করতেন। পড়াটা আগে, বাকি সব পরে। সেই সোমদাই একদিন বলে বসলেন, “কৃষ্ণনগর কলেজে সামনের ১৫ই আগস্টে একটা দারুণ দেয়াল-পত্রিকা বার হবে,— আমি সম্পাদক। তুমি নিজে বানিয়ে একটা কবিতা লিখে দাও তো।”—

—আমি কোনদিন... না, পারব না সোমদা!

—“তুমি কোনদিন আমাদের কলেজ মাঠের মতো এতো বড় মাঠে ফুটবল খেলনি। তবুও কলেজের ফুটবল ক্যাপ্টেন তোমার চেহারা দেখে তোমায় খেলিয়েছে,— প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে এখন তুমি দুর্দান্ত গোলকিপারের ভূমিকা পালন করছ। আমি সব খবর রাখি। তাহলে পারব না বলছ কেন?”

—লিখে ফেল্লাম ১৫ই আগস্টকে সামনে রেখে আমার প্রথম মৌলিক (অথচ হাস্যকর) কবিতা ঘার দু-চারটে লাইন ধূসর সূতি খুঁড়ে এখনও বার করতে পারি—

“চুপ! চুপ! চুপ!

পতাকার মুখে হাসি বুকে পোড়া ধূপ।

... পতাকা দেখেছ শুধু বোঝানি তো রঙ

পতাকা তুলেছ হেসে

—যেন এক সঙ্গ!...” ইত্যাদি।

ব্যাস, যে কোন কারণেই হোক আমার বাংলা লেখা বা ক্লাশে বলা সববার খুব পছন্দ হচ্ছিল।— মনে আছে, পরীক্ষার খাতায় একটি উত্তর পড়ে স্যার ক্ষুদ্রিমাদ দাস বাড়ীতে ডেকে নিয়ে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম পুরস্কার,— কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কিছু ঈর্ষাদন্ত সতীর্থ জুটে গেল। হস্টেল থেকে আমার লেখার টেবিল থেকে, স্যারের দেওয়া বইটা চুরি হয়ে গেল। সোমদা শুনে বলেন, খবর্দার!— এরপর কিছু পেলে তোমার চৌকির তলায় সুটকেশে তালা-চাবি দিয়ে রেখো।...

ব্যাস, কৃষ্ণনগর কলেজের সামনের বিরাট মাঠটায় দাঁড়িয়ে এক বিকেলে নিজের কলেজের জন্মসাল (১৮৪৬): উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা) আবিষ্কারে একটা অকারণ পুলক জাগল। আমার জন্মের মাত্র ৯৮ বছর আগে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক কলেজের জন্ম। অদূরে বিশাল চার্চের ঘন্টা শুনে বয়স বাড়তে থাকা ঐ মাঠে একদিন N.C.C. স্যারের কাছে নাম লেখালাম;— মাত্র তিন দিন পর (তখনও N.C.C.র পোষাক পাইনি কিম্বা নেওয়া হয়নি) N.C.C. স্যার আমার দম পরীক্ষার জন্য দুবার ঐ বিশাল মাঠটা দৌড়ে ঘূরতে বলেন। হস্টেলে ফিরে ক্লাস্ট ও বিদ্বন্ত আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, গুড বাই N.C.C.!... এর মধ্যেই বাবার উত্তরবংগ বদলীর সরকারি আদেশ এসে গেল। বলে-কয়ে মাস তিনেক সময় নিলেন বাবা।— বাবা বলেন, “তোমায় ট্রাঙ্কফার নিয়ে মালদা কলেজে ভর্তি হতে হবে। ওখানেও ভর্তির ব্যবস্থা করেছি।”— দিন ঘুরিয়ে আসছিল,— কৃষ্ণনগরে হস্টেলবাসের রোমান্স প্রায় শেষ।— এরমধ্যেই একদিনের একটা ঘটনা এখনও মনে আছে। জেনারেল ক্লাশ মানে ইংরেজি-বাংলা ক্লাশে আমরা কলেজের মধ্যে গ্যালারি দেওয়া বড় ঘরটায় বসতাম। সাহিত্যে ভালো ছাত্র হিসেবে যে চার-পাঁচজন অধ্যাপকদের ইচ্ছায় বা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সামনে বসত, আমি তাদের একজন। ডান দিকে চারটে পঙ্ক্তি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।— আমি একটি আশ্চর্য শপথ রাখতে মেয়েদের বেঞ্চের দিকে বিশেষ নজর দিতাম না। হঠাৎ অভিজিৎ এক বিকেলে কৃষ্ণনগরে আমাদের ক্লাশের অন্যতম বন্ধু বিকাশ (আসল নাম গোপন রাখছি) -কে নিয়ে আমার কাছে হাজির। অভিজিৎ বল, “স্যার (সম্ভবত ক্ষুদ্রিমাদ বাবু) বলেছেন, তুই দুর্দান্ত বাংলা লিখিস। বিকাশকে ১০ লাইনের একটা দুর্দৰ্শ কবিতা লিখে দে, মানে প্রেমের কবিতা, ও আমাদের ক্লাশের রীনাকে (নাম এক্ষেত্রেও গোপন রাখতে হল) দেবে বলেছে। লিখে দো।” কলেজ ক্যান্টিনে, যতদূর মনে হয় ক্যান্টিনেই (বাইরেও হতে পারে) আমাকে আর অভিজিৎকে খুব করে খাওয়াল বিকাশ। রাত জেগে জীবনের প্রথম দশ লাইনের প্রেমের কবিতা, যা তান্যের নামে হস্তান্তর হবে, প্রায় ১৭ বছরের কিশোর লিখে ফেলল। পরের দিন অভিজিৎকে ডেকে দিয়ে দিলাম সেই পরোপকারী রোমান্টিক সুজন। পরিণতি জানিনা। তবে কৃষ্ণনগর

কলেজে ভর্তি হবার আগে আমায় দারুণ ভালবাসত যে দিনিটি (হাসপাতালের নার্সের মেয়ে এবং ঝাশ সিঙ্গ থেকে আমার ছোটদির সহপাঠিনী) সে আমায় একান্তে ডেকে বলেছিল, “খবর্দার চন্দন, কলেজের মেয়েটির দিকে তাকাবি না, তাকালেও ওদের পাইলায় পড়িস না।...” ইলাদিকে কেন জানিনা এত ভালো লাগত সেই ক্লাস ফাইভ থেকেই যে আমি বলে বসলাম, তুমি তো এখন কলেজে পড়ছ। যা বল্লে, কথা দিচ্ছি মেনে চলো। পরে উত্তরবংগে বাবার সংগে আমিও চলে আসার পর দুটো খবর পাই। ইলাদি নাকি উধাও হয়ে গেছে, আর যাকে উদ্দেশ্য করে কৃষ্ণনগর কলেজে আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রয়াত অভিজিৎ তার একান্ত বন্ধুর জন্য আমায় দিয়ে কবিতা লিখিয়েছিল, সেই মেয়েটিকে তার (জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তা) বাবা কৃষ্ণনগরের কলেজ ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে! পরে বুবাতে পেরেছি, আমার ঐ লেখা (অন্য বন্ধুর নামে হারিয়ে যাওয়া) রচনাটির লক্ষ্য হয়তো ব্যর্থ হয়নি!

অনেকটা বড় হবার পর আমার লেখা দু-তিনটে নাটক কলকাতায় সাড়া জাগানোর পর স্যার ক্ষুদ্রিম বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। প্রশাম করতেই সহাস্যে বল্লেন, “চন্দন! ১৯৫৯? কৃষ্ণনগর কলেজ!” ব্যাস, পিঠে স্নেহের স্পর্শ! কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে গেলে এখনও কলেজের মাঠ, অদূরে চার্চের বেলের চেনা ঘন্টাধ্বনি, আর এইসব রাত্নিন স্মৃতি আমায় একবার কৈশোর-উত্তর প্রথম ঘোবনে পড়া ‘টমাস গ্রে’র সেই অমর কবিতার পঙ্কজি মনে করিয়ে দেয়— “The curfew tolls the knell of parting day...”

*লেখক: প্রখ্যাত নাট্যকার। কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাক্তনী। বর্তমানে ব্যারাকপুর নিবাসী।

কালের মহাপথিক-কাশীকান্ত মৈত্র

শিবনাথ চৌধুরী।

প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নাকি লক্ষ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, নাকি আন্তরিক মানবিক, নাকি বেকার বন্ধু নাকি উন্নয়নের প্রতীক, কোন বিশেষণে ভূষিত করা যায় কাশীকান্ত মৈত্র কে। সব বিশেষণেরই যোগ্য ব্যক্তিত্ব কাশীকান্ত মৈত্র। ১৯২৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত মৈত্র বাড়িতে জন্ম। পিতা বিখ্যাত সাংসদ লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। তিনি সংবিধান রচনা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং বাচ্চী হিসেবে তখনকার পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পৈতৃক বাড়ি শাস্তিপুরো বাল্যকালে কাশী ঠাকুর বিখ্যাত রাজনীকান্ত মৈত্রের তত্ত্বাবধানে মানুষ কৃষ্ণনগর কলেজ হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যনিতিতে এম এ পড়ে এলএলবি পেশায় হাইকোর্টের আইনজীবী। সমাজতত্ত্ব, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার একনিষ্ঠ সেবক কাশীকান্ত মৈত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সুমহান জাতীয়তাবাদী আদর্শের একজন নিষ্ঠাবান অনুগামী ছিলেন।

১৯৫০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি সুভাষবাদী ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন। এরপর নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্রকের সদস্য হিসেবে বৃহত্তর রাজনীতিতে যোগ দেন স্থায়ীনতা লাভের পর মার্কসবাদকে কেন্দ্র করে ফরওয়ার্ড ব্রক দ্বিখাবিভক্ত হয়েছে সময় জাতীয়তাবাদী এবং সমাজবাদী বিশ্বাসী দলের সঙ্গে দ্বিখন্ডিত ফরওয়ার্ড ব্রক সহ অন্যান্য সমাজবাদী বিশ্বাসের দল প্রজা সোশালিস্ট পার্টি গঠনকালে কাশীকান্ত বাবু ওই দলে যোগ দেন এবং পি.এস.পির ডাকে তিনি গণতান্দোলনে অংশ নেন।

খাদ্য আন্দোলনে ও বঙ্গ বিহার সংযুক্ত ক্লিয়ের্চি আন্দোলনে অংশ নিয়ে বারবার কার্যবরণ করেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পি.এস.পি. প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জেলা সভাপতি এবং এম. এল. এ জগন্মাথ মজুমদারকে পরাজিত করেন। তরুণ আইনজীবী কাশীকান্ত বিধানসভায় কিছুদিনের মধ্যেই সংসদীয় রাজনীতিতে ছাপ ফেলেছিলেন। খাদ্য বিতর্কে তার বক্তৃত্ব চাঁপল্য সৃষ্টি করল।

খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতির তীব্র বিরোধিতা করে বক্তৃত্ব রাখতে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পায়ানের পাগলা মেহের আলীর বক্তৃত্ব টেনে সব ফুটা হায় তফাও তফাও, তফাও যাও" বক্তব্যে হৈচে ফেলে দেন। জবাবী ভাষনে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কাশীবাবুর উদ্দেশ্যে পদ্ধিত প্রবর আখ্যা দিয়ে কাশী বাবুর ভাষণ খন্ডন করবার চেষ্টা করেন। কাশী বাবুর মুক্তি তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষনে প্রফুল্ল বাবুর মতো দক্ষ মন্ত্রীকেও বারবার হোচ্ট থেকে হয়। তার তীক্ষ্ণ সমালোচনার বানে সরকার পক্ষ বারবার নাস্তানাবুদ্ধ হত।

রাজনৈতিক দর্শনে পরিপূর্ণ তাঁর ওজন্মনী ভাষণ দীর্ঘ পরিষদীয় জীবনে শত প্ররোচনাতেও কথনো শালীনতার লক্ষণ রেখা অতিক্রম করতো না। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে। কাশীকান্ত বিধানসভায় যুক্তিপূর্ণ আবেগ তাড়িত এক বক্তৃত্ব রেখে সর্বস্তরে প্রশংসা প্রাপ্ত হন। ১৯৬৬ সালে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কেরোসিন তেলের অভাবে বাংলার মানুষ জর্জরিত হয়ে পড়ে। তিনি বিধানসভায় যুক্তি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন পশ্চিমবাংলায় কোন খাদ্য ঘাটতি নেই।

মজুদদার, মুনাফা খোরদের চক্রান্তে এই অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খাদ্য আন্দোলন হয়। পুলিশ বিসিরহাটে গুলি চালায় এবং ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃত্যু ঘটে। ফলে পশ্চিমবাংলায় বিক্ষেপের আগুন জ্বলে ওঠে। নদিয়ায় তার আঁচ এসে পড়ে। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা মার্চ প্রতিবাদ মিছিলের ওপর গুলি চলে, গুলিতে ছাত্র আনন্দ হাইতের মৃত্যু ঘটে। ছাত্র জ্যেষ্ঠ পান সহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। কৃষ্ণনগর উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্ররা সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ৫ই মার্চ ছাত্রের মরদেহ হস্তান্তর করতে প্রশাসন অধীকার করলে মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। উন্মত্ত জনগণ দুজন পুলিশ অফিসার কে পিটিয়ে হত্যা করে। চারিদিকে চালের গুদাম লুট হতে থাকে। পুলিশ গুলি চালায়, গুলিতে ছাত্র অর্জুন ঘোষ ও শিক্ষক হরি বিশ্বাস নিহত হন। সমস্ত শহর তখন জনগণের দখলে চলে যায়, কংগ্রেস মন্ত্রী ফজরুর রহমানের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।

এই অবস্থার মধ্যে বিধায়ক কাশীকান্ত মৈত্র কলিকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে এসে আন্দোলনের রাসি হাতে নেন। পেট্রোল পাম্পে বিক্ষিপ্ত ছাত্ররা আগুন দিতে গেলে কাশী বাবুর বাঁধায় তা কার্যকর হয়নি। কাশীকান্ত মৈত্রকে গ্রেফতার করা হয়। শহরে মিলিটারি নামানো হয়, শহর শাস্ত হয়। কাশীবাবু সঙ্গী সাথী সহ কারা মুক্ত হন। ১৯৬৬ সালেই রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থে লোহিয়াজীর সোসালিস্ট পার্টি এবং পি এস পি একত্রিত হয়ে এসএসপি দল গঠিত হলে কাশীকান্ত মৈত্র বিধানসভায় এসএসপি দলের নেতৃ নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সালে তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। গঠিত মন্ত্রিসভার কুটির শিল্প মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের এস এস পি প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রী হন। দুঃঢ় দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে দুঃঢ় সরবরাহের দিকে নজর দেন গ্রামে দুঃঢ় সংগ্রহ করে দুধ চিলিং করে মানুষের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে শত বেকারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে টাকরির পদ সৃষ্টি করে হাজার কয়েক বেকারের চাকরির সংস্থান করে দেন। তিনি কুটির শিল্পে কল্যাণিতে সরকারি প্রচেষ্টায় স্কুটার তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি মিড ডে মিলের কুপায়ন করেছিলেন।

তিনি গ্রামে পোলট্রি স্থাপন করে দেন, সরকার ঘর করা থেকে মুরগির বাচ্চা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং মুরগির ডিম হলে ডিমগুলি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রদের সিদ্ধ ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যার ফলে তিনি বেকার বাচ্চা বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তখন মন্ত্রিসভায় আদর্শগত সংঘাত শুরু হয়। মন্ত্রিসভার ভেতর থেকে তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী কাশীকান্ত সিপিএমের সদস্য, জোড় জুলুম এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ১৯৬৯ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার আবার নির্বাচন হয়াসেই নির্বাচনে কাশী বাবু বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় কিন্তু কাশী বাবুর দল এস এসপি মন্ত্রিসভায় যোগ দেন নি। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার মধ্যে নানা রাজনৈতিক দুর্দশ শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা কে খর্ব করতে সি পি এম দলের সর্বশক্তিমান উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। সি পি এম দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য হত্যা, সন্তাস লুটন এবং কলকারখানার আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকে।

শরিক সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের শরিক হয়েও কাশীকান্ত মৈত্র এই আগ্রাসী বৈরেতাত্ত্বিক এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন, বিধানসভার বক্তব্যের মধ্যে দিয়েও তার রাজনৈতিক তত্ত্বে ও তথ্য সমূক্ষ নির্ভীক উদ্দীপনাময় ভাষণ অন্য দলের সদস্যদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহুবার অনেক সদস্য তাঁদের বরাদ্দ সময় থেকে তাঁকে সময় দিয়ে ভাষণ আরো দীর্ঘ এবং আক্রমণিক হতে সাহায্য করতেন। যুক্তফ্রন্টের শরিক সি পি এমের ধ্বংসাত্মক আক্রমণে বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টির ফলে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করেন।

তারপর সিপিএমের ক্যাডার বাহিনীর তাঙ্গুবে পশ্চিমবাংলায় এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হলে তার বিরুদ্ধচারন করতে অজয় বাবু ও কাশী বাবু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতিতে অংশ নিতে থাকেন সি পি এমের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রারজিত হয় এবং নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় অজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে সরকার গঠিত হয়। কাশী বাবু সেই মন্ত্রিসভায় খাদ্য ও দুষ্ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মন্ত্রিসভা বেশী দিন টেঁকে নি। তারাত পাকিস্তানের যুদ্ধে ভারতের অভূতপূর্ব জয়লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালে নতুন করে নির্বাচন হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে, দেশের সমাজতাত্ত্বিক নেতাদের সঙ্গে কাশী বাবু কংগ্রেস দলে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে নির্বাচনে কাশীকান্ত মৈত্র কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিগুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি সিদ্ধার্থ শংকর রায় মন্ত্রিসভায় খাদ্যমন্ত্রী ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। খাদ্যমন্ত্রী হয়ে নিম্নমানের বেশনের চাল পরিবর্তনের জন্য এক সি আইকে চাপ দেন। এবং রাজ্যের চাল সংগ্রহ করে সেটে ফুড কর্পোরেশন গঠন করেন। এবং রেশনে ভালো চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য হিন্দিভাষী ব্যবসায়ী যারা খাদ্য দপ্তরের অধীনে ময়দার ভূমি যা উৎপাদন হয়, তা তারা একচেটিয়া কারবার করত। সেটা বন্ধ করে ভূমি কমিটি গঠন করে তাদের হাতে তুমি বিতরণের দায়িত্ব দেন। খাদ্য দপ্তরের অফিসারদের তদন্ত সাপেক্ষে স্টকিট নির্বাচন করা হয় প্রতি জেলায়। এবং তদন্ত সাপেক্ষে পারমিট প্রদান করে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত শুরু করেন। এবং শালীমারে গোড়াউনে আচমকা হানা দিয়ে রেশনের পচাচাল উদ্ধার করে হইচই ফেলে দেন।

কংগ্রেস দলের মধ্যে কমিউনিস্ট মতালম্বীরা কাশী বাবুকে গোপনে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে মন্ত্রীর সি.এ.কে গ্রেফতার করা হয়। তারপরে কাশী বাবু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এক পরে কাশী বাবুকে জানান। “তোমাকে মন্ত্রিসভা থেকে ছাড়তে হলো বলে আমি দৃঢ়ীভিত্তি। তোমার মতন আন্তরিকতা পূর্ণ অনুগত এবং একান্ত কঠোর পরিশ্রমী সহকর্মী পাওয়া দুর্লভ। এরকম সহকর্মী কে হারানো দুঃখজনক।

কাশী বাবু ভূমি বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, তিনি এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সম্মুখীন হতে রাজি। তার বিরুদ্ধে এক পঞ্চায় দুর্নীতি প্রমাণ হয় তবে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ বাবু এই দাবি মেনে নেননি। তিনি

বিধানসভায় সব সময় গঠনমূলক সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সরকারের জন বিরোধী নীতির কঠোর সমালোচনা থেকে বিরত হয় নি। ফলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাকে শোকজ করেন। শোকজের উত্তর দিতে গিয়ে পত্র শেষে তিনি লেখেন-

"The lamp of democracy and human values will remain aflame in hearts of the members of the party and the people even in darkest hour. It may flicker, it might become at times dim and obscure but, I dare say, it will never be extinguished".

১৯৭৫ সালে যখন জরুরী অবস্থা জারী করে জনগণের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে, দেশের সমস্ত বিরোধী নেতাদের (কমিউনিস্ট নেতাদের বাইরে রেখে কারাকান্দ করে, সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হলে, কাশীবাবু সেদিন তার তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

সংবিধান সংশোধনের জন্য বিধানসভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন কংগ্রেস সদস্য কুমার দিপ্তী সেনগুপ্ত। কাশীকান্ত মৈত্র জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তিনি একমাত্র সদস্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃত্ব রাখতে উঠলেন, তিনি শুরু করলেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হিমশেলে জলের মাথায় জেগে থাকা যে অংশটুকু দেখা যায়, বুরতে দেয় না সাধারণ মানুষকে সেই হিমশেলের তলদেশে তার ব্যাপ্তি কর প্রচন্ড, It is just an iceberg resolution, if I may say so. An iceberg conceals more much that it reveals.

নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখান সংবিধান অভ্যাস এর মূল অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করতে পারেন না। ২০ মিনিট ধরে শিন পাড়লে শোনা যায় পরিবেশে বক্তৃত্ব রাখেন। এবং তার একমাত্র ভোট দিয়ে জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করে হাউসে এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এরপর কাশীবাবুকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে, দেশের সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সঙ্গে কাশী বাবু কংগ্রেস দলে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে নির্বাচনে কাশীকান্ত মৈত্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি সিদ্ধার্থ শংকর রায় মন্ত্রিসভায় খাদ্যমন্ত্রী ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। খাদ্যমন্ত্রী হয়ে নিম্নমানের রেশনের চাল পরিবর্তনের জন্য এক সি আইকে চাপ দেন। এবং রাজ্যের চাল সংগ্রহ করে সেটে ফুড কর্পোরেশন গঠন করেন। এবং রেশনে ভালো চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য হিন্দিভাষী ব্যবসায়ী যারা খাদ্য দপ্তরের অধীনে ময়দার ভূষি যা উৎপাদন হয়, তা তারা একচেটিয়া কারবার করত। সেটা বক্ত করে ভূষি কমিটি গঠন করে তাদের হাতে তুমি বিতরণের দায়িত্ব দেন। খাদ্য দপ্তরের অফিসারদের তদন্ত সাপেক্ষে স্টকিষ্ট নির্বাচন করা হয় ...

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তিনি জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে জয়যুক্ত হন এবং বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন। সিপিএমের আদর্শগত নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিধানসভায় সোচ্চার হন। মার্কিসবাদীদের ঘৃণ্য চক্রান্তে দণ্ডকারণ্য থেকে অত্যাচারিত উচ্চাবা

বাংলার সুন্দরবন এলাকার মরিচঝাপি দ্বিপে আশ্রয় নিলে, সিপিএমের একদল চোখ উল্টিয়ে উদ্ধাস্তদের দণ্ডকারণে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। এবং উদ্ধাস্তদের ওপর বর্বররচিত অত্যাচার শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্রী রথে দাঁড়ান। সরকারের আদেশ উপক্ষা করে মরিচ ঝাপিতে একদল এম এল এ নিয়ে যাওয়া করেন। অত্যাচারীদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দেন। পরে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৩০ জন উদ্ধাস্তকে হত্যা করে। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে কাশী বাবুর নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। বিধানসভায় বারবার মুলতুরি প্রস্তাব আনেন। বিরোধী দল নেতা হিসেবে বিশিষ্টতার ছাপ রেখে যান।

১৯৮২ সালে তিনি পুনরায় জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রতিদ্রুষিতা করেন। নির্বাচনের ঠিক ছয়দিন আগে কাশী বাবুর নির্বাচনী এজেন্ট, কৃষ্ণনগর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিবনাথ চৌধুরীর নির্বাচনী সভায় মাঝ থেকে কমিউনিস্টদের চৰাক্তে তথাকথিত নকশালদের কয়েকজন সশস্ত্র দুর্বৃত্তা তাঁদের দুজনকে অপহরণ করে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভূতা করে তাদের দিন কাটাতে হয় কয়েকজন উদ্ধাস্ত সশস্ত্র যুবকদের তত্ত্বাবধানে। রাটিয়ে দেওয়া হয় কাশীবাবু হয়তো খুন হয়েছেন, তাহলে তাঁকে ভোট দিয়ে লাভ কি? কমিউনিস্টরা এই প্রচারে গলা মেলালেন। ফলে নির্বাচনে কৌশলে কাশীকান্ত মৈত্রীকে হারানো হল।

হয় দিন পর এই উদ্ধাস্ত যুবকদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবার পর কয়েকটি খবরের কাগজ ও সি পি এম কাশীবাবুর চারিত্ব হননের বেলায় মেতে উঠলো। কাশীবাবু আবার জ্যোতি বাবুকে চ্যালে জানিয়ে তার অপহরণের বিষয়ে সত্য উদ্দাখাটনের জন্য একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করার আবেদন জানালেন। তিনি এও বলেন, তদন্ত যদি তার বিরুদ্ধে যায় তবে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু চ্যালেঙ্গ গ্রহণ করেননি। তবে এই ঘটনার পর তিনি সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গ থেকে বিদ্যায় নেন। সংসদীয় রাজনীতি থেকে সরে থাকেন, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান লোকসভায় প্রতিদ্রুষিতা করার জন্য তাও তিনি ফিরিয়ে দেন।

রাজনীতি থেকে সরে থাকলেও, তিনি হাইকোর্টের আঞ্চনিক ছাড়েননি। ১৩ বছর পর্যন্ত প্রথিতযশা আইনজীবী হিসাবে বহু উপেক্ষিত মানুষদের পাশে থেকে আইনি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তিনি ২০২০ সালের ২৯ আগস্টে পরলোক গমন করেন। তখন তার বয়স হয় ৯৪ বছর।

এই আদর্শবাল মানুষ আদর্শের সৌরভ বিতরণ করে গেছেন আজীবন। তিনি সমগ্র জীবনে সৌভাগ্যের মিলন সেতু রচনা করে গেছেন। কিন্তু তার যোগ্য মর্যাদা তিনি জীবন্দশায় পাননি। ভারতীয় কঠিদর্শন ও শাশ্বতবাণীর নিত্য সাধক ছিলেন কাশীকান্ত মৈত্রী।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ : কিছুটা পথ পেরিয়ে

দীপাঞ্জন দে

‘কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ : সূচনা পর্ব’— এই বিষয়ে একটি লেখা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হওয়ায়, এখানে কিছুটা পথ পেরিয়ে কলেজের কথা শুরু করলাম। লেখার খেই ধরতে এই স্মারণিকার পাঠকদের আগের লেখাটি (গুগল সার্চে মিলবে) পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো। ... ১৮৭৪- ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজের (তখন ‘কৃষ্ণনগর কলেজ’ নামটিই ব্যবহৃত হতো) অধ্যক্ষ ছিলেন Sir Roper Lethbridge. তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তিনি অক্সফোর্ড থেকে ক্লাসিকস ও ম্যাথম্যাটিকসে ডেবল অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন। সেই সময় থেকে কলেজের ছাত্রসংখ্যা পুনরায় বাড়তে থাকে। কলেজে বিজ্ঞান ও কলা উভয় বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। এমনকি বিজ্ঞানের বাড়তি চাহিদা মেটাতে ১৮৮০ সালে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার জন্য ল্যাবরেটরি খোলা হয়। এই ল্যাবরেটরি ১৯০৪ সালে পুনরায় বর্ধিত করা হয়। বিংশ শতকে কৃষ্ণনগর কলেজের কলেবর এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করার জন্য কয়েকটি পুরস্কারের প্রচলন করা হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি এবিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথাও স্মরণ করতে হয়। ১৮৮৩ সালে বাবু মোহিনী মোহন রায়ের উদ্যোগে ৮০ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কারের প্রচলন হয়। এই পুরস্কারটি সেই কৃতী ছাত্রকে দেওয়া হত যে ছাত্রটি সেই বছরে বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষাতে সবথেকে সফল ছিল। বাবু শ্যামাচরণ মৈত্রৈ ৮ টাকা অর্থমূল্যের একটি পুরস্কারের সূচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই পুরস্কারটির নাম ছিল ‘Smith and Macdonell Prize’ (*Bengal District Gazetteers : Nadia, J.H.E. Garrate*)। এই পুরস্কার বছরে একবার দেওয়া হত সেই ছাত্রকে, যে এফ.এ. পরীক্ষায় সবথেকে বেশি সফল হত এবং বি.এ. ক্লাসে পড়াশোনা চালাতে আগ্রহী হত। এইসকল পুরস্কার সেসময় ছাত্রদের পড়াশোনার প্রতি বাড়তি আগ্রহ ঘূর্ণিয়েছিল ধরা যেতে পারে। অসংখ্য কৃতী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো ফল করে কৃষ্ণনগর কলেজের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Indian Universities Act of 1904) পাশ হয়। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের পরিকাঠামোগত মানোরয়ন ঘটাতে বন্ধপরিকর হয় এবং এই কলেজের হাল শক্ত হাতে ধরো। ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে কৃষ্ণনগর কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল পৃথক হয়ে যায়। কৃষ্ণনগর কলেজ তার বর্তমান ভবনটিতেই থাকে, যেটি ১৮৫৬ সালে নির্মিত হয়েছিল। আর কলেজিয়েট স্কুল কলেজের পাশেই হৈমন্তী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। অতঃপর এম.এ. এবং ‘বি.এল. কোর্স’ বৰ্ক করা হয়। আই.এসসি. এবং বি.এসসি. পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়। ইংরেজি ও অঙ্গে অনার্স কোর্স এবং অর্থনীতি ও দর্শনে পাশ কোর্সের সূচনা করা হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষগণ যথা রায়বাহাদুর জ্যোতিতৃষ্ণণ ভাদুটী (১৮৯৮-১৯০৬ খ্রি.), সতীশচন্দ্র দে (১৯০৯-১৯১৬ খ্রি.) এবং R.N. Gilchrist (১৯১৬-১৯২১ খ্রি.)-এর আমলে কলেজ তার সমৃদ্ধি বজায় রাখে। ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ পরিচালনা সমিতি নিযুক্ত করা হয় এবং কলেজ কর্মচারী সভার সূচনা করা হয়। এই সময় কলেজ প্রস্থাগার ও ল্যাবরেটরি কে আরো সমৃদ্ধ করা হয়। ছাত্র তহবিল শুরু হয় ১৯২৯ সাল থেকে। কলেজের উন্নতি বাবদ প্রতি ছাত্র তাদের মাসিক মায়না থেকে এক আনা করে এই তহবিলে জমা করত। এছাড়া আরো নতুন তহবিলও গড়ে উঠতে দেখা যায়। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় তহবিলের কথা স্মরণ করা যায়।

১৯০৫ সালে ছাত্রদের কমনরুম তৈরি করার সাথে সাথে কলেজ নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে। এই কমনরুমের একটি অংশ হিসেবেই ১৯০৭ সালে ছাত্র ইউনিয়নেরও আঞ্চলিক ঘট। ১৯০৮ সালে প্রথম কৃষ্ণনগর কলেজ-পত্রিকা শুরু হয়। এই পত্রিকার নাম প্রথমে ছিল ‘Life and Light’ (*Krishnagar College : Centenary Commemoration Volume*)। তবে পরবর্তীতে এটি যখন ১৯১৫-র জুলাই মাসে প্রথম ছাপানো হয় তখন এটি কলেজ পত্রিকা নাম নিয়ে আঞ্চলিক পত্রিকাশ করে। পত্রিকাটি সম্পাদক ছিলেন

হেমস্তকুমার সরকার (শাস্তিপুরের বাগআঁড়া গ্রামে জন্ম, বিস্মৃতপ্রায় বিপ্লবী)। এই বালক পরবর্তীকালে একজন অন্যতম বিপ্লবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের প্রধান ছাইপ ছিলেন তিনি।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষ্ণনগর কলেজের পড়াশোনা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। এইসময় টামা একমাস কলেজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এই অবস্থায় সমগ্র বাংলা তথ্য ভারতবর্ষে এক অস্বচ্ছিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল এবং কৃষ্ণনগর কলেজ পরিচালনা করা রীতিমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও অধ্যক্ষ Egerton Smith ১৯২২ সালে তাঁর অফিসিয়াল রিপোর্টে নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৭ সালের ১১ই জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাস তার বর্তমান ভবনটিতে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের এই হিন্দু ছাত্রাবাসের নতুন ভবনটির উদ্বোধন করেন মহারাজা ক্ষোণীশচন্দ্র রায়। এই হিন্দু ছাত্রাবাস প্রথমে ২০ জন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয়েছিল ১৮৭৬ সালের জুন মাসে। আর কৃষ্ণনগর কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাস ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে মাত্র চারজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীতে স্যার আজিজুল হকের দ্বারা ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এই মুসলিম ছাত্রাবাসটি ‘অ্যাডারসন মুসলিম ছাত্রাবাস’ নাম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজ আরো কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩৮ সালে কলেজে বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩২ সালে অধ্যক্ষ আর.এন. সেন পরীক্ষামূলকভাবে কৃষ্ণনগর কলেজে কো-এডুকেশনের সূচনা করেছিলেন। এটি শুরু হয় মাত্র একটি ছাত্রীকে নিয়ে এবং ক্রমে এই সংখ্যা ১৯৪৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬। এরপর জে.এম. সেন মহাশয় অধ্যক্ষ হন। তিনি অধ্যক্ষ থাকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজ একাধিক বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার সময় থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে একাধিক কোর্স শুরু হয়। জে.এম. সেন মহাশয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩২টিরও বেশি স্কলারশিপ, বৃত্তি, পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রদের কমনরুম লাইব্রেরি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা তাদের সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করেছিল। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য অনেকের হয়েছিল। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই স্বদেশী শোভাযাত্রায় যোগ দিত। এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রায়বাহাদুর জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দুটি গান খুবই জনপ্রিয় ছিল- “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই” আর “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক”। গান্ধীজী যখন সমগ্র দেশকে ১৯৩০-র ২৬শে জানুয়ারি ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন করবার জন্য আহুন জানান তখন কৃষ্ণনগর কলেজে সেই দিনটি পালন করা উপলক্ষে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্ররা সমগ্র শহরের মোড়ে মোড়ে তোরণ নির্মাণ করেন এবং প্রধান রাস্তা ধরে মিছিল করে ‘স্বরাজ পার্ক’ (মোমিন পার্ক)-এ সমবেত হয়ে মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তবে কলেজ হোস্টেলে জাতীয় পতাকা (তখন কংগ্রেসের পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলা হত) উত্তোলন নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের গণগোল হয়। পরেরদিন কলেজের অধ্যক্ষ হোস্টেলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে (লোকেন মুখোপাধ্যায়, রঘুনন্দন বিশ্বাস, হরিচরণ প্রামাণিক) হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করেন। এর প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে কলেজের হোস্টেল ও পরে কলেজ ধর্মঘট শুরু হয়। তিনমাস ধরে চলা কৃষ্ণনগর কলেজ ধর্মঘট সারা বাংলায় আলোড়ন ফেলে দেয়। তখনকার বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক Liberty-তে ‘Professors before empty benches’ শিরোনামে এই ধর্মঘট সম্পর্কে লেখাও প্রকাশিত হয়। বাংলার ছাত্রনেতারা কৃষ্ণনগরে এসে সংগ্রামী ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। নদিয়ার ছাত্ররা প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি (B.P.S.A) এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (A.B.S.A) উভয়েরই সহযোগিতা লাভ করে। এরপর গান্ধীজীর প্রতিহাসিক ডাক্তি অভিযানের সময় কৃষ্ণনগর কলেজের একদল ছাত্র (জগন্নাথ মজুমদার, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বার্জিং বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদানন্দ দাশগুপ্ত ও অমরেশ বিশ্বাস) জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও সত্যাগ্রহের বার্তা নদিয়ার গ্রামে গ্রামে গ্রোঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে জেলা সফরে যান। এইভাবে কৃষ্ণনগর কলেজের কৃতী ছাত্ররা শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে দেশের কাজে এগিয়ে আসেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের এক কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রামতনু লাহিড়ীর অনুজ শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে এসেছিলেন। ‘ক্ষিতীশ-বৎশাবলি-চরিত’ থেকে জানা যায় যে, মহামতি লর্ড হার্ডিঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজের ছাত্রদের সেখানে প্রবিষ্ট করে নিজের স্কুল উঠিয়ে দেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়াও, শ্রীনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজন কলেজের প্রথম বছরের পরীক্ষাতেই জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পান। উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৯ সালে সিনিয়র ক্ষেত্রে প্রাপ্ত পুরস্কার বিভরণী সভায় উমেশচন্দ্র দত্তের ভূয়সী প্রশংসন করেন। উমেশচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে এই কলেজের অধ্যক্ষ ও হয়েছিলেন। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজের থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ চলাকালে তিনি অত্যাচারিত নীলচারীদের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ১৮৬১ সালে তিনি ‘Indian Mirror’ নামে একটি পার্শ্বিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে মনমোহন ঘোষের বাসভবনে কলেজিয়েট স্কুল স্থানান্তরিত হয়। তার ভাই লালমোহন ঘোষও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯০৩ খ্রি.) সভাপতিত্ব করেন। লালমোহন ঘোষ জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('চক্রবর্তী দেওয়ান'-এর বংশ হেতু 'রায়' উপাধি) কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৮৮০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ক্ষেত্রে প্রথম এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে ১৮৮৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সেন্ট্রাল প্রভিল্যু সার্ভে ও সেটেলমেন্ট অফিসে ডি.এল. রায় (সাহেবিয়ানার ফলে 'ডি.এল. রায়' নামই বেশি ব্যবহৃত হত) তৎকালে তাঁর প্রকৃত নাম পরিবর্তিত হয়েছিল 'Mr. Dwijen Lala Ray'-এ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। পি.এন. বোস, সতীশচন্দ্র আচার্য, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও কৃষ্ণনগর কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। বাংলার সুপরিচিত বিজ্ঞানী পি.এন. বোস জামশেদপুরের কাছ থেকে আকরিক লোহা আবিষ্কার করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এফ.এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। সতীশচন্দ্র আচার্য মহাশয় বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃততে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শ্রদ্ধেয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এফ.এ. পরীক্ষায় এই কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীও একসময় কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। কবি ও সাংবাদিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

অবিভক্ত নদিয়া জেলায় ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ই একমাত্র কলেজ ছিল। প্রতিবেশী জেলাগুলির শিক্ষার্থীরাও এই কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাশাপাশি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রসার দ্রুতগতিতে হতে থাকে। অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলায়¹ এই কলেজের আবির্ভাব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে পাশ করা মেধাবী ছাত্ররা পরবর্তীতে বাংলার বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, ব্যারিস্টার, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, স্বাধীনতা সংগ্রামী ইত্যাদি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষ্ণনগর কলেজের কৃতী শিক্ষার্থীরা নদিয়া জেলা তথা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজ তাঁর প্রথিতযশা শিক্ষক, পরিশ্রমী ছাত্রবর্গ ও নদিয়াবাসীর আন্তরিক সহযোগীতাকে সাথে নিয়ে প্রথম একশত বছরের পথ সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে। আজ এই কলেজ তাঁর দুইশত বছর অতিক্রম করার পথে সূচনাকাল থেকে দীর্ঘ পথ পার্ডি দেওয়া কালে কৃষ্ণনগর কলেজকে একাধিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে সেই সকল সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজ তাঁর সমৃদ্ধি বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। এবার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর সেই গুরু দায়িত্ব বর্তাবে।

*লেখক: আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক, নদিয়া। কৃষ্ণনগর গভর্নর্মেন্ট কলেজের প্রাক্তনী।

১৯৬০ সালের আগে-পরের কৃষ্ণনগর শহর প্রশান্ত মল্লিক (প্রাক্তনী)

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ এ্যালামানাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি স্মারক পত্রিকায় কলজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ব্যাপারেই লিখেছি। এবার আর ঐ ব্যাপারে লিখছি না। কারণ ব্যাপারটি একঘেয়ে হয়ে গেছে। U.G.S ও সরকারের উপরেই ছেড়ে দিলাম। তাতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ুক বা না ছিঁড়ুক।

এবার আসি ১৯৬০ সালের আগে-পরের কৃষ্ণনগর সদর শহরের চিত্রটি মনের স্মৃতি থেকে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরতে। জজ কোর্টের এখন যেখানে ফোয়ারা ও বিশাল ঘাড়ি লাগিয়েছে কৃষ্ণনগর পৌরসভা সেখানেই ছিল একটা বটবৃক্ষ। ছিল একটা শীতলা মন্দির। এখানেই ছিল একা গাড়ির স্ট্যান্ড। ৫-৬টা একা গাড়ি সবসময় এখান থেকে ভাড়া খাটত। মাত্র চার আনা ভাড়া দিয়েই ঘূর্ণিতে আসা যেত। আবার ঘূর্ণি থেকে কৃষ্ণনগর স্টেশন যেতে ভাড়া নিত মাত্র আট আনা। সেখানে রিকসায় ভাড়া নিত মাত্র চারা আনা। একসময় এই শহরে চলত তিনটি টাউন সার্ভিস বাস। এখন একাগাড়ি ও টাউন সার্ভিস বাস হয়েছে অতীত। বাস লরি ট্রেন থাকলেও সড়ক ব্যবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। আমার মামার বাড়ি যেতে হলে নদী পেরিয়ে যেতে হতো। জলঙ্গী নদী বক্সে ১৯৬০ সালে কোন সেতু ছিল না। তখন বাস পার হতো বোটে। যাত্রী সাধারণ আলাদাভাবে পার হতো নৌকায় বাস ও সাধারণ যাত্রী ওপারে পৌছে আবার বাসে উঠত গন্তব্য স্থলে যাওয়ার লক্ষ্য। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভৃতি উন্নতি হয়েছে। জলঙ্গী নদীর উপর রেলব্রীজটা বিটিশরা আগেই নির্মান করেছিল। এখন ট্রেনের ডবল লাইনের সুবাদে তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় রেল ব্রিজটি। বাস লড়ি চলাচলের জন্য ছয়ের দশকে নির্মিত হয় প্রথম সেতুটি। দ্বিতীয় সেতুটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এখনো যানবাহন চলাচল শুরু হয়নি। তবে শীঘ্ৰই হবে। চলাচল ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার জন্য নির্মিত হতে চলেছে স্টেশন এ্যাপ্রোচ রোডে ফ্লাইওভার। এটি হলে শহরের যেমন সৌন্দর্য বাড়বে তেমন যাতায়াতের সময় সংক্ষিপ্ত হবে।

১৯৬০ সালের কৃষ্ণনগর শহরের চিত্র আজ সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। থাকার মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি, কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রাল, সদর হাসপাতাল, সার্কিট হাউস, জিলা পরিষদ, রবীন্দ্রভবন, সি.এম.এস স্কুল, এ.ভি হাই স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানা, রাম বক্স হাই স্কুল, দেবনাথ হাইস্কুল, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, ঘূর্ণি দেশবন্ধু লাইব্রেরী, লেডি কারমাইকেল বালিকা বিদ্যালয়, মুণ্ডলিনী বালিকা বিদ্যালয়, সুপ্রশস্ত পুলিশ লাইন, কৃষ্ণনগর পৌরসভা, জেলার প্রধান ডাকঘর ও নদীয়া জেলা সংশোধনাবার।

নগেন্দ্র নগরে জলঙ্গী নদীর ধারে একটি শুশান ছিল। যা আজও আছে। আছে জুভেনাইল কোর্ট ও এস ডিওর বাংলো বাড়ি। রামকৃষ্ণ পাঠাগার শুধু পড়াশোনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে না থেকে বেড়িয়ে এল ব্যট হাতে। প্রথম থেকেই ক্লাবটি জেলার খেলাধূলার মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। ভাল ভাল ক্রিকেটার উঠে এসেছে এই ক্লাব থেকে। কৃষ্ণনগর এ্যাথলেটিক ক্লাব ও কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাব সেসময় উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু এখন সেগুলি অতীত। অত্যন্ত উন্নত মানের পড়াশোনা তো ছিলই, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ভাবে ছিল একটি ক্রিকেট টিম। জেলা লিগ ও কৃষ্ণনগর লিগে চ্যাম্পিয়ান বা রানার্স হওয়া ছিল ৭০-এর দশকের খতিয়ান।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিনেমা শিল্পের অবলুপ্তি। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছায়াবাণী বা মিমি, চিত্রমন্দির ও কিছু আগে পারিবারিক অশাস্ত্রির কারণে বনফুল সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায়। ৭০-এর দশকে এসে গেল টিভি। প্রথম দিকে খিরাখিরে ছবি আসতো। স্পষ্ট পরিষ্কার ছবি আসতো না। এসে গেল কেবল লাইন সংযোগ। কিছু পরে নেট পরিষেবা আরো উন্নত হল। ছবি বাঁচকচকে আসতে লাগল। মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল।

কৃষ্ণনগর পৌরসভা কৃষ্ণনগর শহরের প্রভৃতি উন্নতি ঘটিয়েছে। করেছে লালদিঘি মার্কেট। রাস্তা সংলগ্ন অসংখ্য দোকান ঘর নির্মাণ করেছে। পৌরসভা সদ্য বানিয়েছে একটি বিশাল জল পরিশোধন কেন্দ্র। এখান থেকেই এখন গঙ্গার পরিশুত জল সরবরাহ করা হয়। তৈরী করেছে জেলরোড সংলগ্ন রাস্তার পাশে বহু দোকান ঘর। ইন্দিরা কমপ্লেক্সে অসংখ্য দোকানস্থর ও লাল মোহন ঘোষ রোডের পাশে সুদৃশ্য দোকানগুলি শহরের শোভা বর্ধন করছে। ঘূর্ণী পৌর বাজার আনন্দময়ীতলা বাজার ও লালদিঘি বাজার পৌরসভা করলেও গোয়াড়ী বাজার ও পাত্র মার্কেট উন্নতিক্লে একইক্ষণে এগোতে পারে নি। অথচ এই দুটি মার্কেটে শহরের অর্ধেক লোক বিকি-কিনি করে।

পৌরসভার অধীনে ছিল ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাটি ছিল বৃত্তি পরীক্ষা। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছরই বৃত্তি প্রাপকদের পুরস্কৃত করা হতো। এই অনুষ্ঠানে গান নাটক জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন করত এই স্কুলগুলির কচি-কাঁচারা। এখন অবশ্য ঐ সুন্দর অনুষ্ঠানটি আর হয় না।

১৯৬০ সালের পর তৈরী হয়েছে বর্তমান হোলি ফ্যামিলি স্কুল ভবনটি। কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের মাঠে নির্মিত হল জেলা স্টেডিয়াম। তারও অনেক পরে তৈরী হল বর্তমান জেলা প্রশাসনিক ভবন। প্রায় ঐ সময়েই তৈরী হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একমাত্র সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পটারি বা সিরামিক শিল্প যেটা গড়ে উঠেছিল ঘূর্ণীতে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের আঁচে সেটি ভস্মিভূত হয়। আর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বমিহিমায় চলছিল Taps & Dice। সেটিই শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনে চিরকালের মতো সমর্থিত্ব হয়। এই কারখানাটির মালিক ছিলেন তৎকালিন সাংসদ ইলা পালচৌধুরীর পরিবার। ১৯৬২ সালে ঘূর্ণীতে নির্মিত হল নদীয়া জেলা প্রস্থাগার। বর্তমান মাল্টিমিডিয়ার অত্যাচারে বই পড়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। এছাড়াও শক্তি নগরে তৈরী হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল। তখন নাম করা তিনটি ওষুধের দোকান ছিল হাইস্ট্রীটে।

সেগুলি হল ভক্ত ফারেসী, রাইমার ফারেসী ও নারায়ণ ফারেসী। আর একটি আয়ুর্বেদ ওষুধের দোকান ছিল ঢাকার সাধনা ঔষধালয়। যা আজও ধিক ধিক করে বেঁচে আছে। পরাগের রুটি মাংস পরোটার দোকান ছিল পোষ্ট অফিসের মোড়ে। আরো একটি রেস্টুরেন্ট ছিল ‘রিজেন্ট’। এখন কোনটাই নেই। হাইস্ট্রীটে সৃষ্টিধর বিশ্বাসের বিল্ডিংয়ের এক কোনায় ছিল নদীয়া বস্ত্রালয়। ছিল আশুতোষ বস্ত্রালয় কমলালয় চক্রবর্তী স্টোর্স টাউন হল লাগায়ো ছিল কল্পতরু স্টোর্স। চেলাঙ্গিয়াদের কাপড়ের দোকান পাবরতী বস্ত্রালয় জগবন্ধু পালের কাপড়ের দোকান গোয়াড়ী বাজারের শেষ প্রান্তে ছিল দন্তদের একটি বিশাল মুদিখানার দোকান। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছিল চারটি পেট্রোলপাম্প। এখন একটি বেড়ে হয়েছে পাঁচ। পুরোন মরাকাটা ঘর তুলে দিয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে হল বাসস্ট্যান্ড। পরে হরিজনদের স্থানান্তরিত করে হল দুটি বাসস্ট্যান্ড। মানুষ বেড়েছে বাস বেড়েছে। এখন সহজেই বাসে ওঠা-নামা করছে যাত্রীসাধারণ। আগে রাস্তা ছিল সর। এখন সেগুলি প্রশস্ত হয়েছে।

পূজো লোকাচার ও মেলা কৃষ্ণনগরকে সাংস্কৃতিক মানচিত্রে একটি আলাদা স্থান করে দিয়েছে। বিভিন্ন মেলা- খেলায় অংশ নেয় হাজারো মানুষ। তারা সেখান থেকে জিনিস পত্র কেনে। উপকৃত হন দুঃস্থ ব্যবসায়ীরা। এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর বই মেলা। তাতে মানুষের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তাছাড়া সারাদিনই চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কবিরা এসে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। সন্ধ্যার প্ৰথম

থেকে চলে নাচ গান ও নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠান। এই শীতে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠ ও কৃষ্ণনগর রবিন্দ্র ভবনে প্রতিদিন থাকে কোন না কোন অনুষ্ঠান।

এবার আসি পূজোর কথায়। দুর্গাপূজো বড় পূজো ঠিকই। হয়ও মহাধূমধামের সঙ্গে। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। বারোয়ারী গুলিতে দুর্গাপূজোটা বেশী হয়। কচি কাঁচা ও মহিলারা সেজেগুজে মন্ডপে মন্ডপে ভৌড় করে ঠাকুর দেখে। ধূনুচি নৃত্য করে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্লাব যেমন, জোড়িয়াক ক্লাব জয়ন্তী সংঘ ও ঘূর্ণী তরুণ সংঘ খুবই জাঁকজমক পূর্ণভাবে পূজোর চারটি দিন কাটিয়ে দেয়।

একই রকম ভাবে কালীপূজোও হয় বেশ ধূমধাম করে। তবে সংখ্যা খুবই কম। চ্যালেঞ্জ ধারাবাহিক অনামিকা ক্লাবগুলি খুবই নিষ্ঠাভাবে পূজাগুলি সংগঠিত করে। এরপর এসে যায় জগদ্বাত্রী পূজা। বলা যায় এটি কৃষ্ণনগরের নিজস্ব পূজা। প্রতিটি বারোয়ারীই একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় মাতে। প্যান্ডেল ঢাক লাইট প্রতিমা বিনোদন ও বিসর্জনের মতো বিষয়গুলি দারুণভাবে সম্পন্ন করে। অথচ জগদ্বাত্রী পূজোর পন্তনকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাজবাড়িতেই পূজোটি অনুষ্ঠিত হয় ভীষণ ম্যারমেরে ভাবে। সেক্ষেত্রে দুর্গা পূজোটি হয় কিন্তু বেশ আড়ম্বর করেই। ভাল ভাল পুজোগুলি বলে শেষ করা যায় না। দুর-দূরান্ত থেকে মানুষ-জন বুড়িমাকে পূজো দিতে আসেন। হাজার হাজার ভক্ত। তাছাড়া বড় বড় পুজোগুলি হলঃ ঘষ্টীতলা বারোয়ারী, ঘূর্ণী শিবতলা বারোয়ারী, গোলাপটি, উকিল পাড়া বারোয়ারী, মালোপাড়া, কলেজস্ট্রীট, হাতারপাড়া, বাঘাড়াঙ্গা, বৌবাজার, কঁঠালপোতা, চকের পাড়া, তাঁতিপাড়া, মল্লিকপাড়া বালকেশ্বরী নেদেরপাড়া, স্বীকৃতি, কলেজস্ট্রীট বারোয়ারী, জজকোর্ট পাড়া বারোয়ারীগুলির প্যান্ডেল আলোকসজ্জা প্রতিমা দেখতে বহু দূর থেকে আসেন অসংখ্য আনন্দপ্রিয় মানুষ। ঘট বিসর্জন ও প্রতিমা বিসর্জন হয় দেখার মতো। খেয়াঘাট আর আগের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন এ, কর্দমক্ত নয়। এখন ঘাট সুন্দর করে বাঁধান হয়েছে। তার সঙ্গে হয়েছে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ।

এখন শহরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। যার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে নেই সেও তার ছেলেকে ভর্তি করছে ইংলিশ মিডিয়াম ইন্সুলে। সরকারী অনুদানে পুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বেশির ভাগটাই উঠে গিয়েছে। যেগুলি এখানে আছে সেগুলি যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। সরকারী হাসপাতালে সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রবণতা হয়েছে নার্সিং হোমে যাওয়া।। কোন নার্সিং হোমেই অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তবুও মানুষ ছুটছে এ নার্সিং হোমের দিকে। এখন এটাই হয়েছে মানুষের হাল ফ্যাশান। মারাত্মক সেরকম কিছু হলে তারাই আবার ছোটে হাসপাতালে।

এখন আর শহরে কোন ব্যায়ামাগার নেই। সেটারই নতুন মোড়কে নাম হয়েছে ‘জিম’। সেখানে যুবক-যুবতীরা মনের সুখে শরীরচর্চা করে। আগেই লিখেছি ওয়ুধের দোকান ছিল ভক্ত ফারেসী, রাইমার ফারেসী ও নারায়ন ফারেশী। ভক্ত ফারেসী ও না-ঘন ফারেসী আজ আর নেই। রাইমার ফারেসী এখনো আছে। লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে এখন পায়ে পায়ে ওয়ুধের দোকান। আন্তর্জাতিক ওয়ুধ সংস্থাও শহরে এসে গেছে। ‘ফ্রাক্ষরস’ ও অ্যাপোলো ফারেসী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌছে দিচ্ছে ওয়ুধ। সেই সঙ্গে শহরের যেখানে সেখানে গড়িয়ে উঠছে ‘মল’। যাকে বলে All IN ONE। আগে থেকেই রমরমিয়ে চলছে বিগ মার্কেট। এত সন্তান সেখানে যে একবার চুকলে বেশী সময় লাগবে না পকেট ফর্সা হ’তে। চুটিয়ে ব্যবসা করছে সবাই। বিভিন্ন কোম্পানী মোটর বাইক তাদের Show room থেকে বিক্রি করছে হাজার হাজার বাইক। সেই দেখে সোনার দোকানগুলিও খুলল তাদের Show room। সেখান থেকে তারাও সোনার গয়না বিক্রি করছে। বি.সরকার, সেনকো জুয়েলারী, পিসি চন্দ, অঞ্জলী জুয়েলারী শহরে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করছে এতদ্বারা সবাইকে জানানো যাচ্ছে যে স্থান ব্যবসায়ীরা অচিরেই শ্বানের পথে পা বাঢ়াবেন।

স্মৃতির সরণি বেয়ে : আমার কলেজ অলোক কান্তি ভৌমিক (১৯৬১- '৬৪ অর্থনীতি)

ষাট বছরের বেশি সময় পর স্মৃতির সরণি বেয়ে আমার কলেজ জীবনের দুচার কথা। আমি ছিলাম অর্থনীতি সাম্মানিক ক্লাসে। সেই সময় অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একজনই বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, অধ্যাপক নীরোদবরণ দে। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার পর আমরা তিন জন ছিলাম অর্থনীতিতে— অলোক আচার্য, আবুল কাশেম এবং আমি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছিলাম অলোক ও আমি। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ইংরাজিতে ছিল ভারতী দাশ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনিল বিশ্বাস, ইতিহাস এ সিস্টার লিপি ও অনুভাব মেট্র। অন্য অনেক সহপাঠীর কথা ভাল মনে থাকলেও তাদের নাম এখন বিস্মৃতির অতলে। অর্থনীতিতে আমার শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক অজিত মুখার্জি, আশীর দাশগুপ্ত, পরিতোষ বিশ্বাস, বিনয় পোদার, কল্যাণরঞ্জ। অন্য বিষয়ে যাদের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে তাঁরা হলেন বাংলায় অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, আদিত্য মজুমদার, ইংরাজিতে অধ্যাপক শশীভূষণ দাশ, শ্যামল ভট্টাচার্য ও অধ্যক্ষ ফণিভূষণ মুখার্জি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যাপক রঘুবীর চক্রবর্তী ও যোগনাথ পাঠক। আমার সময়ে দুজন অধ্যক্ষকে পেয়েছি,— অধ্যক্ষ ফণি ভূষণ মুখার্জি ও অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার।

আজকে যেটা ভেবে খুব তৃপ্তি পাই তা হল, সে সময়ে কলেজের একটা সুস্থ অ্যাকাডেমিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। সঙ্গে কিছুটা রক্ষণশীলতার ছোঁয়া। খেলাধূলার পাশাপাশি প্রতিবছর প্রধানত: ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে নানারকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত। — বিতর্ক, আবৃত্তি, অপূর্বকল্পিত ভাষণ, সংগীত ইত্যাদি। পর পর তিন বছর অপূর্বকল্পিত ভাষণে-এ (extempore speech) আমার বিষয় ছিল, — ‘আমার কলেজে আসার পথ’, আমার পড়ার টেবল’ ও ‘আমি যদি অধ্যাপক হতাম’। প্রতিবারই কোন না কোন পুরস্কার পেয়েছি। ছাত্রদের এসব কিছুর পেছনে প্রধান উদ্যোগ, পরামর্শ ও সহযোগিতা ছিল দর্শনের অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বল এর কাছ থেকে। কলেজের উদ্যোগেও কিছু অনুষ্ঠান হত, — যেমন প্রতিবছর হিউম্যান রাইট্স ডে ও রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন। আমার সময়ে কলেজের উদ্যোগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল কবি দিজেন্দ্রলাল রায়-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান ১৯শে জুলাই, ১৯৬৩ তে। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পন্ডিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে আমি দিজেন্দ্রলাল রায় -এর ত্রিবেনী কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘প্রবাসে’ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। সুধীরবাবু আমাকে তাঁর বাড়িতে এই আবৃত্তির তালিম দিয়েছিলেন টেপ রেকর্ডার সহযোগে।

আর একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান ছিল ১৯৬৩'র কোন এক সময়ে একটি Mock Parliament এর আয়োজন। বিতর্কের বিষয় ছিল ভারতের বিদেশনীতি কতটা নিরপেক্ষ (non-aligned)। আমি বিদেশমন্ত্রীর ভূমিকায় বক্তব্য রেখেছিলাম। বিরোধীপক্ষের প্রধান বক্তা ছিল অনিল বিশ্বাস। হল ঘর এর মাঝখানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যে সরকার ও বিরোধী পক্ষ মুখোমুখি বসেছিল যাতে দুটি ঘরের দর্শক-শ্রোতারা সকলকে দেখতে পায়। অনুষ্ঠানটি ঘিরে সকলের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

আমার কলেজ জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া। ছাত্র জীবনের পরেও আমৃত সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের স্থ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা জানেন, সুলেখক, সুবক্তা ও সুগায়ক এই পদ্ধতি মানুষটি কতটাই মানবিক গুণে ধনী ছিলেন।

প্রান্তিক সংসদ-এর সকল কর্মকর্তা ও সদস্য -সদস্যাকে আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানাই। আগামী দিনে সংসদ-এর কার্যপদ্ধালী আরও সুস্থ ও সুসংবন্ধভাবে পরিচালিত হোক, কর্মধারা প্রসারিত হোক, — প্রার্থনা করি।

কোভিড-১৯ (COVID-19) অতিমারীঃ আর টি -পিসিআর (RT-PCR) এর জন্মবৃত্তান্ত ও অবদান, এবং আমাদের শিক্ষ.

গোকুল চন্দ্র দাস

হিউটন, টেক্সাস, আমেরিকা

(সাধারনের জন্য সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত)

আজ সারা বিশ্বে করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগ (কোভিড-১৯, COVID-19) অতিমারী কাপে দেখা দিয়েছে। প্রায় আড়াই বছর আগে চিনের ওয়ুহান শহরে প্রথমে এই ভাইরাসের (SARS-CoV-2) সংক্রমণ ধরা পরে। আজ পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৬৮ কোটি লোক সংক্রমিত ও ৬৮ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই ৪.৭ কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং ৫.৩ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে। সুতোঁ
রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ও টিকা আবিষ্কার সম্ভব হলেও এখনও রোগ প্রতিরোধ করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। এর
অনেক কারণ আছে। যেমন, সংক্রমিত ব্যক্তি কে সঠিক মত চিহ্নিত করা, সংক্রমণের হাত থেকে
নিজেদের রক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অভাব, পরিষ্কা করা হয়নি এমন লোকের সংখ্যা বেশি হওয়া,
অচেনা নতুন ভেরিয়ান্টের জন্ম, এবং পর্যাপ্ত ও সঠিক টিকাকরণ। যাদের মৃদু উপসর্গ দেখা দেয় তারা
নিভৃতবাস বা হোম আইসলেসনে থেকে বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোভিডের উপসর্গ নেই এমন
আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু যাদের অতিসংক্রমণ জনিত উপসর্গ দেখা দেয়, এবং পরে
নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয় তাদের হাসপাতালে পাঠানো এবং ভেন্টিলেটর দিয়ে চিকিৎসা করানাই বর্তমান
পদ্ধতি। নতুন ভেরিয়ান্টের উপসর্গগুলি আলাদা হতে পারে। সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় সংক্রমণ
প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায়। তা না হলে সুহৃ লোক হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে
আর সত্যিকারের সংক্রমিত ব্যক্তি বাড়িতে থেকে আরও সংক্রমণ ছড়াবে।

পিসিআর(PCR) বা পলিমারেজ চেইন রিয়াক্সান বর্তমান রোগ নির্ণয়ে অগ্রন্তি ভূমিকা পালন করছে।
অন্য যে সব পদ্ধতি আছে তা এ্যান্টিবডি (antibody) অথবা এ্যানটিজেনের (Antigene) ওপর নির্ভরশীল,
সময় সাপেক্ষে এবং কম সঠিক। তাই বর্তমান প্রবক্ষে আমি শুধু পি সি আর (PCR) এর ওপর আলোকপাতা
করতে চাই- কি ভাবে ওটা আবিষ্কৃত হয়েছিল, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং এর সিমাবদ্ধতা। ক্যারি মুলিস এর
আবিষ্কারক। ১৯৮৩ সালে ক্যালিফর্নিয়ার সিটাস করপোরেসন এ কাজ করার সময় এই পদ্ধতি টি তিনি
আবিষ্কার করেন। তার জন্যে তিনি ১৯৯৩ সালে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। মানব সভ্যতার অবিস্ময়ে
কল্যান সাধন করবে এই রকম দৃষ্টান্ত মূলক আবিষ্কারকেই সাধারণত নোবেল প্রাইজ প্রাপক হিসেবে গন্য
করা হয়। বিগত ৩০ বছরের অনেক আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে এই পি সি আর পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।
এই পদ্ধতিটি সত্যিকারের কি এবং কি ভাবে করা হয় সেটা জানলে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা অনেক সহজ
হবে।

যাদের প্রাণ আছে যেমন মানুষ, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সবারই একটি জেনম (genome) থাকে যাতে ওর
বংশের ও জীবনের তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে যেটা সময়মত প্রকাশ প্রায় বা ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ
ক্ষেত্রে এই জেনম ডিএনএ (DNA); শুধু কৃতকগুলি ছেট ভাইরাস এ আরএনএ (RNA) থাকে। আমাদের
দেহে জীবকোষের নিউক্লিউস এর ক্রেমোজোম ডিএনএ দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে বংশানু বা জিন (gene)
লুকিয়ে রয়েছে। করোনাভাইরাস জেনম একটি ম্যাসেনজার আরএনএ (mRNA)। এই ধরনের আরএনএ
আমাদের দেহে ডিএনএ থেকে সংকেত নিয়ে সাইটোপ্লাজমে যায় এবং সেখানে প্রোটিন তৈরি করে। ফলে
করোনাভাইরাসের সুবিধা হল কোনোকমে জীবকোষের সাইটোপ্লাসমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার

বাচার সংগ্রাম আরম্ভ করে। মানব দেহের সরঞ্জাম কে কাজে লাগিয়ে, নিজের দরকারি প্রোটিন তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলে।

ভাইরাস টি গোলাকার, খালি চোখে দেখা যায় না। এমনকি সাধারণ মাইক্রোপও ধরা পরে না। আমাদের জীবকোষের বাইরের ঝিল্লিতে (membrane) এক ধরনের প্রোটিন থাকে যাকে রিসেপ্টর (receptor) বলে। এটা জীবকোষের ভিতরে ঢোকার রাস্তা। এই প্রোটিনের একটি অংশ জীবকোষের বাইরে যাবের অংশ ঝিল্লির মধ্যে ও শেষ অংশ জীবকোষের ভিতরে থাকে। করোনা ভাইরাসের রিসেপ্টর এসিই ২ (ACE2) নামক একটি প্রোটিন। ভাইরাসের বাইরের দিকে যে স্পাইক প্রোটিন থাকে সেটা এই রিসেপ্টরকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে ঢোকার জন্য। প্রথমে শ্বাসনালিতে জীবকোষকে আক্রমণ করে, এবং পরে শ্বাসযন্ত্রে বসতি স্থাপন করে।

জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ১৯৫৩ সালে ডিএনএ র গঠন আবিষ্কার করেন। এটা বিংশ শতাব্দির এক শুগান্তকারী আবিষ্কার এবং মলিকুলার জীববিজ্ঞানের শুরু। এটা না জানা থাকলে, পিসিআর কোনদিনই আবিষ্কার হত না। এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। ডিএনএ তে দুইটি চেইন থাকে, সুগার এবং ফসফেট মিলে এর মেরুদণ্ড (backbone) তৈরি করে এবং এতে পরমানু গুলি বিপরিত ভাবে সাজানো থাকে (anti-parallel)। একটি চেইনে যদি নিচ থেকে ওপরে যায় অন্য চেইনে ওপর থেকে নিচে নামে। ডিএনএ তে চার রকমের চ্যাপ্টা বেস - অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C)- সুগার মলিকুল এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি বিশেষ ক্রমে সাজান থাকে। সুগার, বেস ও ফসফেটের সংমিশ্রণই ডিএনএ র বেসিক ইউনিট নিউক্লিওটাইড তৈরি করে। তিনটি বেস একসাথে (যেমন ATG , TGC) এক একটি জেনেটিক কোড যেটা প্রোটিনের ২০ টি অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acid) এর একটি কে বোঝায়। সব সময়ই একটি চেইন এর A অন্য চেইনের T, এবং G অন্য চেইনের C এর সংগে এক বিশেষ শক্তির (hydrogen bonding) মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এই শক্তি ডিএনএ ডাবল হেলিক্স তৈরী করে এবং চেইন দুটিকে ধরে রাখে। একটি চেইনে যদি ATGC থাকে অন্য চেইনে থাকবে, TACG। এই পরিপূরক বেস পেয়ার তৈরি করাই বংশ ধর্ম সংবর্ধন করার মূলমূল। চেইন দুইটি পরস্পর কে জড়িয়ে থাকে এবং সেটা আবার একটি অক্ষের চারপাশে স্পাইরাল সিড়ির মত (helix) উঠতে থাকে। এক একটা ধাপ যেন এক একটি বেস পেয়ার। অন্যভাবেও ডিএনএ কে বোঝা যেতে পারে। ডিএনএ র দুই দিক ধরে তাল একটি দড়ির মত লম্বা হয়। পাকানো দুইটি সৃতা দুইটি সুগার-ফসফেট চেইন, যার থেকে বেস গুলি বেরিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডিং দ্বারা আবদ্ধ থাকে। পিসিআর এর জন্য যে প্রাইমার বা প্রোব লাগে সেটা ডিএনএ র একটা ছোট অংশ- ৬ থেকে ১০-১২ নিউক্লিওটাইড লম্বা। পল ডাটি আবিষ্কার করেছিলেন উচ্চ তাপমাত্রায় ডিএনএ হেলিক্স এর চেইন দুইটি আলাদা হয়ে যায়। তাপমাত্রা কমাতে থাকলে চেইন দুইটি আবার জোড়া লাগে এবং বেস পেয়ার তৈরি করে। পিসিআর প্রাইমার, ডিএনএ র একটা ছোট অংশ দুইটি বিচ্ছিন্ন চেইনের বিপরীত প্রান্তে পরিপূরক বেস পেয়ার তৈরি করে যুক্ত হতে পারে। আর�ার কর্নবার্গ ১৯৫৬ সালে একটি এনজাইম ডিএনএ পলিমারেজ আবিষ্কার করে ১৯৫৯ সালে নোবেল প্রাইজ পান। জীবকোষ বিভাজনের জন্য এই এনজাইম ডিএনএ- র প্রতিলিপিকরনের (replication) মাধ্যমে চেইন কে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সম্প্রসারিত করে। ডিএনএ প্রতিলিপিকরনের সঙ্গে পিসিআর এর অনেক মিল আছে। পিসিআর এর জন্য এটা অত্যাবশ্যক, এটা না হলে পিসিআর কোনদিনই আবিষ্কার হত না।

ক্যারি মুলিস খুব সাধারণ মানের বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিন্তু এই অগ্রগতি সমস্তে অবগত ছিলেন। সিটোস করপোরেশনে কাজ করার সময় ওর কাজ ছিল সকলের জন্য অলিগোনিউক্লিওটাইড (oligonucleotide) তৈরি করা। এই সময় ওর মনে আসে অলিগোনিউক্লিওটাইড দিয়ে ওঁ মানুষের বংশানুর (জিনের) পরিবর্তন বা মিউটেশন চিন্হিত করবে। কিন্তু একক (single copy) জিনের ক্ষেত্রে সিগনাল কর জোর ইওয়ায়। সেটা সফল হয়নি। অন্যবরত মাথায় ঘুরতে থাকে কি করে এই সিগনাল বারান যায়। এক রাতে

ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য এলাকায় গাড়ি চালানোর সময় এক দুইটি মুদ্রিত মাথায় আসে যে দুইটি চেইন এর জন্য বিপরীতমুখী দুইটি আলাদা প্রাইমার ব্যবহার করে এই সংখ্যা বাড়ানো হতে প্যারে। ক্যারি মুলিস ঝাপিয়ে পড়লেন পরীক্ষা করার জন্য। এর জন্য তিনি টি ভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ডিএনএ টার্গেট যেটার পিসিআর করা হবে, প্রাইমার, চারটি নিউক্লিওটাইডের সংমিশ্রণ ও এনজাইম। সেটা প্রথমে বিকারে জল গরম করে আরম্ভ করেন। উচ্চ তাপমাত্রায়, ৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ($^{\circ}\text{C}$) চেইন দুইটি আলাদা করা, নিম্নতর তাপমাত্রা 55°C এ দুইটি চেইনের বিপরিত প্রান্তে প্রাইমার ঘোগ করা এবং সেই প্রাইমার অন্তর্ভুক্ত তাপমাত্রা 72°C এ ডিএনএ পলিমারেজ দ্বারা অন্যদিকে বাড়িয়ে নতুন চেইন তৈরি করা। এক সমস্যা দেখা দিল। ডিএনএ পলিমারেজ 95°C তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য প্রতি সাইকেলে শেষ ধাপে এটা ঘোগ করতে হয়। টমাস ব্রোক এবং হাউসন ফ্রাজ ১৯৬৯ সালে গরম ফোয়ারার জল থেকে থার্মোফিলিক (thermophilic) ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। এ্যালিস চিয়েন ও জন ট্রেলা এর থেকে যে ডিএনএ পলিমারেজ (ট্যাংক পলিমারেজ) শুধু করেছিলেন সেটা উচ্চ তাপমাত্রাতেও বেচে থাকে। হেনরি ইরলিক এর টিম ডিএনএ পলিমারেজের বদলে ট্যাংক পলিমারেজ পিসিআর বিক্রিয়ায় ব্যবহার করার পর কাজ অনেক সহজ হল। ট্যাংক পলিমারেজ একবার ঘোগ করলেই 72°C এ প্রাইমার কে নতুন চেইনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাড়াতে থাকে। প্রায় দুই মিনিটেই এই কাজ সম্পন্ন হয় এবং একটি থেকে দুইটি ডিএনএ তৈরি হয়। প্রতি চক্রে ডিএনএ এর পরিমাণ দ্বিগুণ হতে থাকে। ২,৪,৮,১৬... এই রকম ভাবে বাড়তে বাড়তে এক ঘণ্টার মধ্যে কোটি কোটি ডিএনএ তৈরি হয়। এটা ফটোকপি মেশিনের মত কাজ করে। তাছাড়া খুব কম সংখ্যক এবং শুধু করোনা ভাইরাস কে চিন্হিত করতে পারার জন্য পরীক্ষাটি খুবই সূক্ষ্ম। এটাই পিসিআর এর জন্মের এবং শৈশবের ইতিহাস। সতরো বছর আগে ভারতীয় নোবেল প্রাইজ প্রাপক হরগোবিন্দ খোরানাও এই সন্তানবনার কথা উল্লেখ করে ছিলেন কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেননি।

করোনাভাইরাস জেনম ডিএনএ নয়, আরএনএ। ফলে পিসিআর করতে হলে আরএনএ কে ডিএনএ (cDNA) তে পরিবর্তিত করতে হবে। এই কাজটি রিভারস্ট্রান্সক্রিপটেস নামক একটি এনজাইম সম্পন্ন করে। ডেভিড বালটিমর এবং হাওয়ার্ড টেমিন এই আবিষ্কার করে ১৯৮০ সালে নোবেল প্রাইজ পান। একবার সি ডিএনএ (cDNA) তৈরি হলে বাকি প্রণালি ডিএনএ আর মত কাজ করে। এই প্রণালি কেই আর টি -পিসিআর (RT-PCR) বলা হয়।

পিসিআর বা আরটি-পিসিআর শুধু মাত্র বলতে পারে সংক্রমণ আছে কি নেই। তার বেশি জানা যায় না। সংক্রমণ কোন স্তরে আছে এবং কতটা মারাঞ্চক হতে পারে তা জানতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা দরকার। আবার একটি অলিগোনিউক্লিওটাইড প্রোব (probe) বানান হয় যেটা দুইটি চেইনেরই প্রাইমারের নিচের দিকে থাকে। তার মাথার দিকে থাকে একটি ফ্লুরোসেন্ট (fluorescent) মালিকুল, যেটি থেকে আলোর নির্গমন হয় এবং শেষের দিকে থাকে কোয়েনচার (quencher), যার কাজ হল প্রোবটি চেইনে লেগে থাকা অবস্থায় ফ্লুরোসেন্স আলোর নির্গমন ঘটতে না দেওয়া। প্রোবটি ভেঙ্গে দিলে তবেই, আলোর নির্গমন দেখা যাবে। এবং সেই আলো মাপা যাবে। ট্যাংক পলিমারেজের একটি বিশেষ গুণ হোল ডিএনএ চেইন পরিবর্দ্ধিত করার সময় এই প্রোবকে ভেঙ্গে গুড়ো করে দেয় আলোর নির্গমন ঘটাতে। চক্রের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে আলোর পরিমাণ তত বাড়ে। আবার চক্রের সংখ্যা এবং আলোর পরিমাণ এর গ্রাফ থেকে দুইটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমটি আলোর বেস লাইন ঠিক করে এবং দ্বিতীয়টি দেখায় কোন সাইকেলে আলোর সিগনাল প্রথম ধরা পড়ছে। এটাকে সাইকেল থ্রেসলিড (Cycle Threshold) বা সিটি (CT) বলে। এই সিটির মানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিকে আর টি-কিউ পিসিআর (RT-qPCR) বলে। ভাইরাসের সংখ্যা যত বাড়বে, সিটি তত কমতে থাকবে। অর্থাৎ কম সাইকেলেই এই আলো দেখা যাবে। সিটি ৪০ এর কম হলে ভাইরাস পসিটিভ (positive), সিটি ৪০ এর বেশি হলে ভাইরাস নেগেটিভ (negative) এবং সিটি ৩৭- ৪০ এর মধ্যে হলে এক অনিশ্চিতিয়তা দেখা দেয়, অল্প ভাইরাস

থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা কন্টামিনেসনও (contamination) হতে পারে। সুতরাং পরীক্ষা পুনরায় করা দরকার। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া শক্ত ব্যাপার, কিন্তু সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য এটাই সব থেকে সহজ উপায়।

সংক্রমণের পর কখন পরীক্ষা করা হচ্ছে সেটাও গুরুত্ব পূর্ণ। একটা সময় আছে যখন ভাইরাসের সংখ্যা কম থাকার জন্য পরীক্ষায় ধরা পরেনা। ইনকুবেশন পিরিয়ডে উপসর্গ দেখা যাওয়ার দুই দিন আগে, রোগী ভাইরাস ছড়াতে পারে যাহা অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে। পিসিআর এর বড় সমস্যা হোল ফলস পজিটিভ (false positive, মিথ্যা হ্যা) এবং ফলস নেগেটিভ (false negative, মিথ্যা না) ফল। এর জন্যই তাড়াতাড়ি সংক্রমণ ছড়ায়। এটা কমানোর জন্য দুইটি কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। পসিটিভ কন্ট্রোল ফলস নেগেটিভকে এবং নেগেটিভ কন্ট্রোল ফলস পসিটিভকে বন্ধ করে বা এদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

ভাইরাসের সংখ্যা কম থাকলে মিথ্যে না এর সংখ্যা বেশ হয় (১০-৩০) শতাংশ, এবং রোগী নিশ্চিতে বাড়ীতে থাকে সকলের সঙ্গে। অনেক মিথ্যে হ্যাও এই পরীক্ষায় দেখা যায় এবং রোগীকে হসপাতালে পাঠনও হয়। সেখান থেকে একটি সৃষ্টি লোক সংক্রমণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। তার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হারে কম। আরটি-পিসিআর টেস্ট এ অনেক সমস্যা দেখা দেয় অনেক কারণে। যেমন, আরএনএ অপরিক্ষার থাকলে অথবা সেটা ঠিক তাপমাত্রায় স্টের না করলে আর এন এ ভেঙ্গে যেতে পারে। আর এন এ ভাঙ্গা কিনা সেটা আর একটি আভ্যন্তরীন কন্ট্রোল (internal control) নিয়ে বোঝা যায়। সমস্ত পরীক্ষা এক জন ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক দিয়ে করানো দরকার। ভুল কেমিকাল ব্যবহার করা, পসিটিভ বা নেগেটিভ কন্ট্রোল ব্যবহার না করা এবং আরএনএ র মান নির্ণয়ের জন্য আভ্যন্তরীন কন্ট্রোল ব্যবহার না করলে আর টি পিসিআর দ্বারা সংক্রমণ ধরতে অনেক ভুল থেকে যায়।

ভাইরাস শরীরের বাইরে প্রানহীন। শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের কলকজা গুলি হাইজ্যাক (hijack) করে নিজের বংশ বৃক্ষি করার কাজে ব্যবহার করে। যত বেশিদিন শরীরের মধ্যে থাকে তত বেশি এর জিনের মিউটেশন হয়, আর নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট তৈরি হয়। এদের ক্ষমতা অনেক ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি সংক্রমণ ছড়াতে পারে, আরও কঠিন রোগের সৃষ্টি করতে পারে, নতুন ভ্যাক্সিন কে কার্যকারী নাও করতে পারে, অথবা, প্রাইমার দিয়ে আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ভাইরাস ধরা নাও পরতে পারে। ভারতবর্ষে আবিস্কৃত একটি ডেল্টা ভেরিয়েন্ট প্রাথমিক করোনাভাইরাস থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালি। ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের একটি ডোমেন জীবকোষের রিসেপ্টর এর যে ৫%, যিন্নির বাইরের দিকে থাকে তার সাথে বাধে ভিতরে ঢোকার জন্য। এই ডোমেন কে রিসেপ্টর বাইনডিং ডোমেন (Receptor Binding Domain) বা আরবিডি (RBD) বলা হয় যেটা ভাইরাসের চারিত্ব কে অনেক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটার ঘন ঘন পরিবর্তনের বা মিউটেশন (mutation) এর ফলে নতুন ভেরিয়েন্টের জন্ম হয়। যেমন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এর স্পাইক প্রোটিনে ১০ টি মিউটেশন (mutation), রয়েছে বা ১০ জায়গায় পরিবর্তি হয়েছে। তার মধ্যে দুই টি আরবিডি (RBD) তে, যেটা ভাইরাস কে ভিতরে টুকরে সাহায্য করে। আবার নতুন ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট এর গোটা জেনমে ৫০ টি মিউটেশন রয়েছে। তার ৩৬ টি আছেস্পাইক প্রোটিনে এবং ১৫ টি আরবিডি তে। এই ভেরিয়েন্ট অনেক তাড়াতাড়ি সংক্রমণ ছড়ায়। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় স্পাইক প্রোটিনের আরবিডি অংশ জীবকোষে ঢোকার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই অংশে মিউটেশনের ফলে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালি ভেরিয়েন্ট তৈরী হতে পারে। যেটা খুবই বিপজ্জনক। বর্তমানে ওমিক্রনের আরও কয়েকটি ভ্যারিয়েন্ট (BA.2, BA.3, BA.4, BA.5) অনেক দেশে ধরা পরেছে কিন্তু ওর উপর বেশি তথ্য এখনও জানা নেই। BA.5 সব থেকে বেশি সংক্রমক। এতে স্পাইক প্রোটিন জিনে বেস মিউটেশন ছাড়াও একটি ছোট ডিলিসন (deletion) আছে। কোন কোন ভেরিয়েন্ট খুবই হিংস্র হতে পারে কারণ এটা টিকাকরনের ফলে অজিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে পারে। নতুন ভেরিয়েন্ট ভাইরাস সংক্রমনের নতুন চেট এর সৃষ্টি করতে পারে কারন ভাইরাসের চারিত্ব ও ; পসর্গ, এমনকি সমাজকরণেও সমস্যা দেখা দিলে আশ্চর্য হবার নয়।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে আরটি-পিসিআর এর অবদান অসামান্য এবং পদ্ধতি টি খুবই সূক্ষ্ম। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রান বাঁচিয়েছে এই পরীক্ষা পদ্ধতি। দুর্ভাগ্যবশত ক্যারি মুলিস মাত্র করতে পরীক্ষা আরও সঠিকভাবে করা প্রয়োজন। সমস্ত পরীক্ষা অভিজ্ঞ লোক দিয়ে করা দরকার। সংক্রমণ কমানোর জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তিন টি কন্ট্রোল ব্যবহার করা। একটি ফলস পসিটিভ (মিথ্যা হ্যাঁ) এবং অন্য টি ফলস নেগেটিভ (মিথ্যা না)- এর সংখ্যা কমাবে। তৃতীয়টি নিশ্চিত করবে যে আরএনএ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা পরীক্ষার উপযুক্ত ছিল, ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়নি। আরটি-কিউপিসিআর এমন ভাবে সেটা আপ করতে হবে যেন এটা খুব কম সংখ্যক ভাইরাস কেও ধরে ফেলতে পারে। এই পরীক্ষা খুবই সুক্ষ যেহেতু প্রতিটি সাইকেল (cycle) লিপিবদ্ধ হয় এবং এতে শুধু করোনাভাইরাসই ধরা পরে। এর জন্য কয়েক ঘণ্টা থেকে তিন চার দিনও লাগতে পারে। মেডিকেল এবং ট্রাইভেল এর জন্য যে দুটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হয় সেটা দ্রুত (৩-৪ ঘণ্টা) পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং পরীক্ষা নির্ভুল হওয়ার মধ্যে এক সামঞ্জস্য রক্ষা করা। অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এটা মেনে নেওয়া হয়। তবে একই পরীক্ষায় পসিটিভ ও নেগেটিভ কন্ট্রোল ব্যবহার করলে ফলস নেগেটিভের বা পসিটিভের সংখ্যা কম হবে এবং ভাইরাস সংক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করবে। সংক্রমণ রোধ করার চাবি কাঠি অনেকটাই এখনও লুকিয়ে রয়েছে কখন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ও কিভাবে করা হয়েছে এবং আরএনএ- র মানের ওপর। নতুন ভেরিয়েষ্ট নতুন উপসর্গ নিরেও দেখা দিতে পারে কারন অন্য কোষেও ভাইরাসের রিসেপ্টার রয়েছে। সেটা আরও কঠিন রোগের উৎপন্ন করবে কিনা সেটা সিটি ভ্যালু থেকে নাও বোঝা যেতে পারে। কারন এটা শরীরে আরও অন্য কোন কঠিন রোগ আছে কিনা তার ওপরও নির্ভরশীল। আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিক্যাল উপসর্গও পর্যবেক্ষন করা বিশেষ জরুরী।

আরটিপিসিআর এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য টিকা আবিষ্কার হওয়ায় সংক্রমণ প্রতিরোধ করা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও পৃথিবীর বহু দেশেই সময়ে সময়ে নতুন সংক্রমণ গভির উদ্বেগের কারণ হয়। এখনও কোন ঔষুধ (antiviral) বের করা সম্ভব হয়নি, যার দ্বারা রোগিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়। কয়েকটি শুধু যেগুলির উপর এখনও সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সেগুলি শুধু জরুরি অবস্থায় বা অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগই শরীরে ভাইরাস যে পথে অগ্রসর হয় সেই পথের (pathway) ওপর থাকা সেতুগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে বাধার স্থাপ্তি করে এর গতিকে কমিয়ে দেয়। ব্যাপারটা অনেকটাই এই রকম। এর ফলে শরীরে ভাইরাসের সংখ্যা কমে যায় এবং চিকিৎসার জন্য অনেক বেশি সময় পাওয়াও হাসপাতালে ভরতি হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রানহানির আশঙ্কা কমে যায়।

করোনাভাইরাস অতিমারী থেকে কিছু শিক্ষা আমদের নিতেই হবে যেটা ভবিষ্যতে আরও বড় রকমের নতুন কোন অতিমারী মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। অতিমারী আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সংগেই অন্তর্জাতিক তথ্য আদান প্রদান আরও জোরাদার করতে হবে। বিমান চলাচল কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আরটিপিসিআর এর ব্যবহার প্রতি পদক্ষেপেই সঠিক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। টিকা তৈরি স্থানের হওয়া দরকার। জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য ছেট ছেট মলিউকুল দিয়ে আরও ভাল ককটেল তৈরি করা যা ভাইরাস কে পঙ্গ করে দেবে। তাছাড়া ব্যাক্সিগত হাইজিন (hygiene), মাস্ক ব্যবহার করা, ঘনঘন হাত ধোয়া বা দস্তাঙ্গ ব্যবহার করা, সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা যে গুলি সংক্রমণ রোধে অপরিহার্য।

বিশদ বর্ণনা ও ইংরেজী ভাষার জন্য নিচের লিঙ্ক টি ব্যবহার করুন:

<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/author/gokul-c-das/>

(এই প্রবন্ধটি আমার পিএইচডি মেন্টর, স্বীকৃত ডঃ নীরজ নাথ দাশগুপ্ত, পিএইচডি (লন্ডন) এফএনএ, পালিত প্রোফেসর এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগীয় প্রধান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কে উৎসর্গ করিলাম যিনি ই
আমাকে বাংলা ভাষায় সাধারণের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।)

লেখক

গোকুল দাস একজন মলিকুলার ভাইরলজিস্ট এবং ক্যানসার রিসারচ বিজ্ঞানী। কৃষ্ণনগর গভী
কলেজের (পদার্থ বিদ্যা), স্নাতক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। এশিয়াটিক
সোসাইটি (কলকাতা) র মেঘনাদ সাহা ফেলোশিপ ও ভারত সরকারের বৃক্ষ নিয়ে কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর নীরজনাথ দাশগুপ্ত, পিএইচডি (লন্ডন), এফএনএ, এর পালিত ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ নিয়ে গবেষনা জীবন আরম্ভ করেন। কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার পর, গত ৪৮ বছর ফ্রান্স এবং আমেরিকায় উচ্চতর গবেষনায় রত
আছেন। ডঃ দাস অতিতে ফ্রান্সের সিএনআরএস (CNRS) ও আমেরিকার ন্যাশনাল ইনসিটিউট অফ
হেলথ (NIH) এর ভিসিটিং সাইনিটিষ্ট এবং টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ছিলেন। সম্প্রতি বেইলোর
কলেজ অফ মেডিসিন থেকে অবসর নিয়েছেন। ডঃ দাস জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক গেষ্ট সাইনিটিষ্ট
পুরষ্কার নিয়ে তিনি বার (১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০০) জাপানের এবং ব্যায়োটেকনোলজি ডেলিগেসনের সভ্য
হিসেবে (১৯৯০) চিন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন ও বক্তৃতা দিয়েছেন। আমেরিকান
গভর্নমেন্টের সাইট পরিদর্শন টিমের সভ্য হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্যানসার সেন্টারের মূল্যায়নে
অংশ গ্রহণ করেছেন। ডঃ দাস দীর্ঘ দিন ডিএনএ এবং আরএনএ ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক জ্ঞানালে
প্রকাশিত পেপার গুলি উচ্চ মানের এবং সুপ্রশংসিত।

সৃতির সরণী ধ'রে

রমাপ্রসাদ পাল

আটাম বছর আগের কথা—যা আজও মনে হয়, এই তো সেদিন! স্থুলের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯৬৫ সালে ভত্তি হলাম কৃষ্ণনগর গভর্নেন্ট কলেজে। বিষয়, সাম্মানিক বাংলা। সাম্নিধ্য পেলাম অনেক দিকপাল অধ্যাপকের অন্যতম অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর—সৌম্য দশন, উচ্চতা ৬ ফুটের কাছাকাছি, বিনাস্ত যাঁর ধূতির কোঁচা, যা চলতো মাটি ছুঁয়ে। কাঁধে বুলতো শান্তিনিকেতনী বোলা ব্যাগ; ভালো ভাবে নজর করলে দেখা যেতো পায়ে কোলাপুরি চপ্পল। তাঁর অনন্য বাঁচন ভঙ্গি প্রথম দিনেই আমার হদয় ছুঁয়েছিলো।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কাব্যগীতি নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রম্যরচনা, মেলা উৎসব নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা এবং লোকগান ও লোকভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

অন্যদিকে তিনি ছিলেন চিরতারণ্যের প্রতীক। কলেজ জীবনের প্রথম দিকে একদিন দেখলাম, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী ও তাঁর অভিনন্দয় বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রিঙ্কা ক'রে চলেছেন শহরের পথে। প্রিয় দুজন মানুষকে একসাথে দেখে উচ্ছ্বসিত হলাম। ছুটির দিনে স্যার তাঁর প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে আড়ায় বসতেন—কখনও চায়ের দোকানে, কখনও বা মিষ্টিমহলে। এছাড়া সুধীরবাবুর বন্ধুদের নিদিষ্ট বসার জায়গা—আলেখ্য স্টুডিও। সতোন মণ্ডল ছিলেন স্টুডিও মালিক ও তাঁর অস্তরঙ্গ বন্ধু। কৃষ্ণনগর এলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও ওখানেই বসতেন।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কলেজ জীবনের পরেও এতুকু ছেদ পরে নি। বলা ভালো, উনি কোনভাবেই ইতি টানতে দেন নি।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয়ের ব্যক্ততার জন্য স্যারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা না হলেও আত্মিক যোগসূত্র কখনোই ছিল হয় নি। দশকের পর দশক কিছু ঘটনার খণ্ডিত্র আজও অল্পান আমার সৃতিতে। স্যারের ভাষায় কৃষ্ণনগরিকরা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় দেশের নানান প্রাণে ছড়িয়ে থাকলেও বারবার ফিরে আসে শিকড়ের টানে—কৃষ্ণনগরে।

আমার পিতা সরকারি চাকরির কারণে সন্তরের দশকে উত্তরবঙ্গ থেকে বদলি হ'য়ে আসেন আসাননগর (কৃষ্ণনগর থেকে ১৩ কি:মি: দূরে) স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসাবে। তখনকার দিনে বাড়ি থেকে যাতায়াতের কোনও সুযোগ ছিলো না। অগত্যা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সরকারি আবাসন। সেই সুবাদে আমারও কৃষ্ণনগর যাতায়াত বেড়ে যায়।

একদিন কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড চলেছি আসাননগর যাব বলো। দেখি সুধীরবাবু একদল সদ্য প্রাত্মন ছাত্রদের নিয়ে বসে আছেন—চিত্রমন্দির সিনেমার সামনে 'মিষ্টিমহল'-এ। কাছে গিয়ে প্রশান্ত করতেই স্যার চমকে উঠলেন ও মাথায় হাত রাখলেন। একদিন আমি সোজাসুজি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনি এদের সঙ্গে এত কি গল্প করেন?' 'আমি জ্ঞান আহরণ করি। অবাক হাতে দেখেই বললেন, 'বুবলে না—সময় পাল্টাচ্ছ, ধ্যান ধারণার বদল ঘটছে—তাই আমি ওদের কাছ থেকেই বর্তমান সমাজকে জানার চেষ্টা করি, না হলে যে যুগ থেকেই পিছিয়ে পড়তে হবে।'

ছাত্রজীবন থেকেই স্যারের বাড়ীতে আমার ছিল অবাধ যাতায়াত। স্যারের স্ত্রীও আমাকে যথেষ্ট মেহ করতেন। আমার বাবার সরকারি আবাসনে একদিন সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনে সুধীরবাবু ও বৌদিকে আসতে অনুরোধ করলাম। স্যার রাজি হ'লেন। এক ছুটির দিনের সকালে

ওঁরা এলেন। সারাদিন বিভিন্ন ধরণের গানে গল্পে কিভাবে যে সন্ধ্যা নামলো, বুঝাতেই পারলাম না। আমার স্ত্রী ও বাবা মা রাতটা থেকে যেতে বললেও ওঁদের ধারে রাখা গেল না। দিনটা স্মারণীয় হ'য়ে রইল। কয়েক বছর পর বাবার কর্মক্ষেত্রের বদল হলো। আমারও কৃষ্ণনগর যাতায়াতে ছেদ পড়লো।

সুধীরবাবুর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন অধ্যাপক শ্যামল রায়। আমার কলেজে প্রবেশ আর শ্যামলদা'র প্রস্থান। প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে যৎসামান্য পরিচয়। শ্যামলদা চলনে বলনে সুধীরবাবুর হৃবহু অনুকরণ। ছাত্র হিসেবে আমি কোনদিনই ভালো ছিলাম না। সম্ভবতঃ কলেজে নানা ধরণের দিস্যপনার জন্য স্যারের নজর কেড়েছিলাম।

আশির দশকের প্রথম দিকে কর্মসূত্রে তখন আমি বহরমপুরে। একদিন হঠাতে দেখা শ্যামলদা'র সঙ্গে জিয়াগঞ্জে, আমার এক আঝীয় অধ্যাপক প্রশাস্ত রায়ের বাড়ীতে। জানা গেলো প্রশাস্ত রায় জিয়াগঞ্জ কলেজের বাংলা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান—শ্যামলদা ওই বিভাগের অধ্যাপক। সেই সূত্রে শ্যামলদা'র সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কারও অজানা ছিলো না। একদিন সকালে হঠাতে শ্যামলদা'র ফোনে ঘুম ভাঙলো। স্যার বিশেষ কোনও কাজে সেদিনই বহরমপুর আসছেন—কথাটা জানালো। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে আমার আস্তানায় আসতে অনুরোধ করলাম, স্যার এককথায় রাজি হলেন। বহরমপুরে যৎসামান্য কাজ সেরে সুধীরবাবু ও শ্যামলদা বেলা বারোটা নাগাদ আমার আবাসনে পা রাখলেন। স্যারকে পেয়ে আমি ও আমার স্ত্রী যাপরনাই আনন্দিত হলাম। এরপর শুরু হ'লো এক দশকের জামে থাকা কথপোকথন—আমার বেডরুমের খাটে বসে, হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দেওয়াল ঘড়িটা দুলতে দুলতে বেলা দু'টোর সংকেত দিলো। ক্ষণিকের ছেদ।

খাবার টেবিলে বসলাম। খাবার শেষে স্যারকে বিশ্রাম নিতে বললাম। 'এখনও অনেক কাজ বাকি, বিশ্রাম একবারেই নেবো।' এরপর আর কোনও কথাই চলে না। আমার স্ত্রী স্যারের কাছে গানের অনুরোধ জানালো। শ্যামলদা স্যারকে জানালো—সেদিন আমাদের বিবাহবার্ষিকী। 'মিউচুয়াল ট্লারেন্সি'-এর কত বছর স্যার জানতে চাইলেন। প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝলাম। সুধীরবাবুর সাহিত্যের বছ ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। স্যার বললেন, 'তাহ'লে তো গান গাইতেই হয়। দ্বিজেন্দ্রগীতি দিয়ে শুরু করলেও শেষ করলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

বেলাশেষের চা-পর্ব শেষ ক'রে সুধীরবাবু উটে পড়লেন কৃষ্ণনগর যাবার উদ্দেশ্যে। আমরা থাকার অনুরোধ করতেই শ্যামলদা বারণ করলেন স্যারকে আটকাতে। জেনেছিলাম শ্যামলদা'র কাছে, পারতপক্ষে স্যার কোথাও রাত্রিবাস করেন না অসুস্থ বড় মেয়ের কারণে।

আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতা এলাম বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে। কর্মব্যুস্তার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা না হ'লেও যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো দ্রুতভাষ। হঠাতে একদিন দেখা বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে। ছুটির এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে স্যারকে দেখলাম ছাতা মাথায় হাঁটতে আমার বাড়ীর সামনের রাস্তায়। ছুটে গিয়ে স্যার বলে ডাকতেই ফিরে তাকালেন। একরকম জোর ক'রেই বাড়ী নিয়ে এলাম। বললেন, 'জানি তুমি সল্টলেকে থাক, কিন্তু, ঠিকানাটা জানা হ'য়ে ওঠে নি।' বললেন, 'সত্যিই সল্টলেকে একটু দরকার ছিলো, এবার বিধাননগর টেশন থেকে সঞ্চার নীলু ধরতে হবো। (কৃষ্ণনগর লোকালকে 'নীলু' আর লালগোলা প্যাসেঞ্জারকে 'লালু' বলতেন স্যার) আগামীকাল আবার আসতে হবো।' রাতে যাবেন, আবার সকালে আসবেন, তার চাইতে রাতটা কাটিয়ে গেলে হ'তো না? উত্তর আমার জানাই ছিল—'জান না আমি কৃষ্ণ-কলি, একবেলা কৃষ্ণনগর তো অন্যবেলা কলকাতা।' চা খেতে খেতে সুধীরবাবু তার চিরসঙ্গী শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে একটা মোটা বই বের ক'রে তাতে কিছু লিখে আমার স্ত্রীর হাতে দিলেন। 'ফ্রুবগদ'—প্রসঙ্গ বাংলাগান—সম্পাদক, সুধীর চক্রবর্তী। এটা এক পরম পাওয়া। বেরোনোর সময় জানতে চাইলেন আমার অফিসে ফ্যাক্স আছে কিনা, বললেন, জার্মানিতে একটা চিঠি পাঠাতে হবো। সম্ভব জানাতেই, জার্মানির ফ্যাক্স নশ্বর সেই মুহূর্তে স্যারের কাছে না থাকায়, কলেজ স্ট্রিট বই পাড়ায় পরের দিন আমাকে দেখা করতে বললেন। আমি দেখা করতেই কবি 'আলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত'র নামে একটা চিঠি জার্মানিতে ফ্যাক্স করতে বললেন। আজ দু'জনের অনুপস্থিতিতে সেই চিঠিটি আমার কাছে এক অনন্য সম্পদ।

কথায় কথায় স্যার বললেন, 'আগামী শতকের প্রথম মাসেই তোমার বাড়ীতে একদিন রাত কাটাবো, অবশ্য নিজের প্রয়োজনে। তা, যে কারণেই হোক, শুনে খুশী হলাম।'

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে এক বিকেলে স্যার এলেন। আমাদের খুব ভালো কাটলো, আনন্দে কাটলো। পরের দিন সকালে উঠেই উনি আমার ড্রাইভারকে বলতে বললেন, যেন ওনাকে নটার সময় কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়ীতে ছেড়ে আসে। একা ড্রাইভারের

সঙ্গে না পাঠিয়ে অফিস যাবার পথে আমি স্যারকে নিয়ে বের হলাম। গতব্য—উল্টোডাণ্ড বিধান আবাসন। গাড়ি থেকে নেমে স্যার আমাকে কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেও অফিসে দেরী হবে বলে আমি বিদায় নিলাম।

এরপর বহুদিন সুধীরবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা না হলেও ফোনে যোগাযোগ ছিলো। স্যার 'আনন্দ পুরক্ষার' পাবার পর শুভ্রা জানাতে বাড়ীতে ফোন করলাম। সুধীরবাবু বাড়ী ছিলেন না। পরের দিন স্যারই আমাকে ফোন করলেন। অনেক কথা হলো—বললেন, 'অনেক দিন দেখা হয় নি, একদিন সময় ক'রে কৃষ্ণনগর এসো, কিন্তু, আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নি।'

দুহাজার নয় সালে কৃষ্ণনগর গেলাম কলেজ প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে। কলকাতা ফেরার আগে স্যারের বাড়ী গেলাম, উনি ও বৌদি খুব খুশী হলেন। তারপর থেকে প্রতি বছরের এই দিনটিতে স্যারের সঙ্গে দেখা হ'তো বাড়ী অথবা আলেখ্য স্টুডিওতো। এরপর ২০১৬ সালে কৃষ্ণনগর আলেখ্য স্টুডিওতে স্যারের সঙ্গে দেখা দেখলাম, আমাদের বছ পরের প্রজন্মের ছাত্রদের মধ্যমণি হয়ে বাসে আছেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী। হঠাতেই স্যার আমার বয়স জানতে চাইলেন। আমার বয়স শুনে বললেন, 'আমার এখন একাশি, সৌমিত্রেও তাই, সত্যেন তো আমাদের আগেই চালে গেলো। একটা অব্যক্ত ব্যথা ফুটে উঠলো স্যারের কথায়। এরপর আর কথনও আমাদের সামনাসামনি দেখা হয় নি।'

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কলেজ জীবনের পরেও এতুকু ছেদ পড়ে নি। বলা ভালো, উনি কোনভাবেই ইতি টানতে দেন নি। প্রকৃতির নিয়মে বিচ্ছেদ ঘটলো ১৫ই ডিসেম্বর ২০২০ বিকেল। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী একাধারে ছিলেন প্রবন্ধকার, সাহিত্য সমালোচক, রম্যরচনাকার। সঙ্গীতের নানা আসিকে ছিলো তাঁর অবাধ বিচরণ। লোকগান, লোকভাষ্য নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজনে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগী ও সুগায়ক। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রঞ্জনীকান্তের গানে ছিলো তাঁর অবাধ বিচরণ। গাইতে পারতেন অসাধারণ রবিন্দ্রসঙ্গীতও। এ যুগের গানের প্রতিও ছিলো তাঁর অদম্য আগ্রহ। সম্মানিত হয়েছেন সাহিত্য আয়োজন ও আনন্দ পুরক্ষারসহ নানা পুরক্ষারে। সম্পাদনা করেছেন 'ক্রুবপদ'-এর মতো মূল্যবান পত্রিকা। সুধীর চক্রবর্তীর প্রয়াণ একটি সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

স্যার ছিলেন চির তারুণ্যের প্রতীক। তিনি কোনদিনই মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। শেষ জীবনে কিছুটা হলেও প্রিয় বন্ধুদের বিচ্ছেদে কষ্ট পেতেন। বন্ধু সত্যেন মণ্ডল বেশ কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন। ২০২০সালের শেষে অবসর জীবনের বন্ধু সিদ্ধার্থ পাল (ড. সুব্রত পাল) চালে গেলেন। তারপর অভিনন্দন বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পালা। প্রিয় বন্ধুর এই চিরবিদায় স্যারকে বেশ কিছুটা নাড়া দিয়েছিলো।

একদিন সকালে স্যার বার্ধক্যজনিত কারণে সামান্য অসুস্থ হলেও মানসিকভাবে ছিলেন অদম্য প্রাণশক্তির আধার। অসুস্থ শরীরে কৃষ্ণনগর বাড়ী থেকে অ্যামুলেন্সে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময়ও তিনি ছিলেন সপ্রতিভ। কালের নিয়মে কলকাতার হাসপাতালেই অ্যুতলোকে পাড়ি জমালেন।

শেষ হয়ে গেলো আমার জীবনের এক বর্ণময় অধ্যায়।

*লেখক: কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাক্তনী।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা

প্রবীর কুমার বসু (প্রাক্তনী)

অনেকেই বলতে পারেন ও ভাবতে পারেন, যে রামমোহন প্রায় ১৯০ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন এবং যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রায় ১৩১ বছর আগে শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেছেন, তাঁদের কি কোনো প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে কি ?

এর উত্তরে শুধু বলা যায় যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধদেবের বলা বাণীর যদি কোনো প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে কি ?

এর উত্তরে শুধু বলা যায় যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধদেবের বলা বাণীর যদি কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে, যীশু খ্রিস্টের জন্মেরও কয়েকশ' বছর আগে যিনি জন্মেছেন সেই অ্যারিষ্টিল, তার পরবর্তীকালে প্লেটো এবং সক্রেটিস-এর কথার যদি প্রাসঙ্গিকতা থেকে থাকে, তবে অবশ্যই আজকের দিনে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি আছে এই কারণে যে, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন সরকারি মসনদে ব'সে সনাতন হিন্দু ধর্মকে উদ্বোধ তুলে ধরার কথা বলেন।

সনাতন ধর্ম বলতে কী বোঝায় ? সেটা কি সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কোলীন্যপ্রথাকে ফিরিয়ে আনা বোঝায় ? তবে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজকর্ম ও চিন্তাধারা বড় বেশি পরিমাণেই ছিলো বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল। আর আমার মতে, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীলতাই হ'লো আধুনিকতা।

সেকালের সনাতন ধর্মের প্রবক্তাদের কথা ছিলো এমনটাই, যেখানে যেয়েরা থাকবে অন্দরমহলে, তারা জুতো পরতেও পারবে না, স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতেও পারবে না, ঘরকল্পার কাজ করতে হবে আর বাহাত্তুবের থুরথুরে বুড়ো কুলীনকে সাত বছর বয়সেই বিয়ে করতে বাধ্য হ'তে হবে আর সেই বুড়োটা দু'বছর বাদে মরলে সারাজীবন কঠোর বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হবে যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের বয়স্ক পুরুষদের হাতে অহরহ শারীরিক, মানসিক এমনকি যৌননির্যাতনও সহ্য করতে হবে। আর এই ঘটনাটা অর্থাৎ নির্যাতনের ঘটনাটা আমি জানতে পারি সেকালে গড়ে-ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কোনো কোনো দিদির কাছে। আর স্বচক্ষে দেখেছি কিভাবে বিধবাদের চুল কেটে দেওয়া হতো এবং দিনে একবারের বেশি অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিলো।

ঘটনাক্রমে জানতে পারা যায় যে, সতীদাহ প্রথা কার্যকর করা হ'তো বেছে বেছে অর্থাৎ সকলের জন্য নিয়মটা প্রযোজ্য ছিলো না। সকলেই জানেন, রাজা রামমোহন রায়ের

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মাকে স্বামীর চিতায় জলেপুড়ে মরতে হয়নি অথচ, রামমোহন রায়ের দাদার মৃত্যু হলে বৌদিকে তার অনিছা সত্ত্বেও স্বামীর চিতায় জলে পুড়ে মরতে হয়। এটাই ছিলো সনাতন হিন্দু ধর্ম তাই তিনি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংহ্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়ে ১৮২৯ সালে ‘অ্যাবলিশন অব সতী অ্যাক্ট’ পাশ করান, কিন্তু এতেও লাভ হয়না। গোঁড় সনাতন পন্থীরা ‘প্রিভি কাউন্সিল’-এ এই আইন রদের জন্য মামলা করেন, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত রামমোহন রায়ই জয়ী হন, কেননা ‘প্রিভি কাউন্সিল’ ওই আইনকে বহাল রাখে।

এবার আসা যাক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজকর্মে। বলে রাখা দরকার এঁরা দুজনেই সমাজ সংস্কারক হলেও ভিন্ন স্বভাব চরিত্রের ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতামাতার মনোভাবকে শ্রদ্ধাও করতেন, গুরুত্বও দিতেন। তাই তিনি পরাশর সংহিতার নির্দিষ্ট শ্লোক তুলে পিতামাতাকে দেখিয়েছিলেন, বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত আর তাই তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহ আন্দোলন শুরু করেন সমাজপতীদের কৃৎসিত তুচ্ছতাচ্ছিল্যকে গ্রাহ্য না করে। একই সঙ্গে তিনি কৌলীন্যপ্রথা রদের জন্য বালিকাদের বিবাহের পথ রূপ করে তাদের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার জন্য স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রেও তাঁকে সনাতনপন্থী সমাজপতিদের কৃৎসিত ও নোংরা ভাষায় গালিগালাজকে উপেক্ষা করতে হয়। এব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি সমর্থন পান বন্ধু মদনমোহন তর্কালক্ষ্মার-এর কাছ থেকে, কেননা তর্কালক্ষ্মার মহাশয়ের তাঁর দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠান। আর এব্যাপারে নদীয়াবাসী হিসাবে তর্কালক্ষ্মার মহাশয়ের এই প্রগতিশীল কাজের জন্য আমরা গর্ব বোধ করি।

সোজা কথায় স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন করে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক ধাক্কায় তিনটি সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঁড়ান। সেই তিনটি সামাজিক অভিশাপ বা ‘সোশ্যাল ইভিল’ হলো বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা।

সনাতনপন্থীদের কৃৎসিত ও বীভৎস আক্রমণকে উপেক্ষা করেও বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন কাজে অটল ছিলেন। এছাড়াও পাঠ্যসূচির সিলেবাসে বড়ো রকমের বৈপ্লাবিক পরিবর্তন তিনি আনেন, কিন্তু সেই আলোচনা কর্তৃতে গেলে বর্তমান নিবন্ধন দীর্ঘায়িত হতে পারে- এই আশঙ্কায় কেবলমাত্র বিষয়টি উল্লেখ মাত্র করলাম।

କିଂବଦ୍ଵାନ୍ତି ଗାୟିକା ରେବା ମୁହଁରି

আলপনা বসু

১৯৭৯ সালা বেনারসের পটভূমি। দৃশ্যটা ছিল এই রকম। ফেলুদা, তপসে ও জটায়ু মছলিবাবার দর্শনে গিয়েছেন, ঠিক সেই সময় দূর থেকে জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোর মতো ডেসে আসছে অসাধারণ শিল্পীক টে মীরার ভজন—“মোহে লাগি লগন গুরু চরণন কি..”। সেই মুহূর্তেই তৈরী হয়ে গেল সংগীতের জগতে চিরকালীন এক জায়গা। এই অসামান্য কষ্টের অধিকারিণী সংগীতপ্রাণী রেবা মুহুরি। যাঁকে চিনে নিতে বিশ্বখ্যাত চলচিত্র পরিচালকের এতটুকু বেগ পেতে হয় নি। যেমন তাঁর বুকাতে দেরী হয় নি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচলী’কে। অসাধারণ সত্যজিতের হাত ধরেই রেবা মুহুরির উত্থান। আমার লেখনীর আলোকপাত এই মরমী শিল্পীকে নিয়েই।

সংগীতের শহর কৃষ্ণনগর। এই শহরের ইতিকথায় আছে সংগীতের মরমী অধ্যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে আজও বহমান সেই সংগীত শ্রোতুরাও। রাজসভায় ছিল সংগীতের অফুরান আয়োজন। 'রাজা' নিজে ছিলেন সংগীত রসিক। সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন সাধক গায়ক রামপ্রসাদ সেন। রাজ পরম্পরায় সেই সংগীতধারা অব্যাহত ছিল।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ৰ রায় নিজেই ছিলেন একজন সংগীত প্রতিষ্ঠান। শাস্ত্ৰীয় সংগীতের এই অসামান্য দিকপালের পুঁটই আমাদের প্রিয় কবি-সুরকার-গীতিকার দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়, যাঁৰ পুত্ৰ সংগীত বিশারদ পণ্ডিত দিলীপকুমাৰ রায়।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେଓ ଆମରା ପେଯେଛି ସଂଗୀତତ୍ତ୍ଵବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅମ୍ବିଯ ସାନ୍ୟାଲ ମହାଶୟକେ। ଛିଲେନ ଧ୍ରୁପଦୀ ସଂଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ବିରିଷ୍ଟି ମୋହନ ପାତ୍ର, ଦାଶରଥି ଆଚାର୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆରା ଅନେକ ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ସଗ୍ରହୀଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ।

ଅମ୍ବିଯ ସାନ୍ୟାଲ ମହାଶୟେର ସୁଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟା ରେବା ମୁହଁରି। ରେବାର ବାବା ଛିଲେନ କୃଷ୍ଣନଗରେରଇ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏକଜନ ହୋମିଓପ୍ୟାଥ୍ ଚିକିତ୍ସକଙ୍ଗ। ତିନି ଛିଲେନ ରୟାନ୍ଦୁ ମେହଖନ୍ୟ। ବିଯେର ଆଗେ ରେବା ତା'ର ବାବାର କାହେଇ ଗାନ ଶିଖେଛେନ। ସେ ସମୟ ଦେଶେର ପ୍ରାୟ ସବ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ ଗାୟକେର ସଙ୍ଗେ ଅମିଯନାହେର ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିଲ। ଏହିସବ ଗୁଣୀ ଶିଳ୍ପୀଦେର ସାରିଧ୍ୟ, ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରେବାକେ ଝକ୍କ କରେଛିଲ। ଜାଗିଯେଛିଲ ରେବାର ମଧ୍ୟେ ସଂଗୀତ ତୃଷ୍ଣା।

অমিয়নাথ শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিখেছিলেন বদল খাঁ প্ৰমুখ আৱও অনেক গুণী শিল্পীৰ কাছে। সেইসঙ্গে তিনি বাস্টজীদেৱ কাছ থেকেও অনেক দুর্ভ সংগীত শিখেছিলো। ফলে ছেট থেকেই বাস্টজীদেৱ জীবন নিয়ে রেবাৰ কৌতৃহল ছিল। বাবাকে ব'লেছিলেন—
 ‘তুমি তো বাস্টজীদেৱ কাছে অনেক গান শিখেছ, মেলামেশা কৰেছ। তাৱা কি আমাদেৱ মতো মানুষ নয়? লোকে কেন তাদেৱ ঘৃণা কৰে?’

ରେବାର ପ୍ରଶ୍ନେ ପିତା ଅମିଯନାଥ ଚିନ୍ତାଯ ପଡ଼େଛିଲେନ, ଏକଟୁ ଭେବେ ବଲେଛିଲେନ—“ସତି କଥାଟା ଶୋନୋ, ଏହି ଯେ ଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବ ବାଙ୍ଗଜୀ, ଯାଁଦେର ଲୋକେ ଘୃଣା କରେନ, ଆମାର କାହେ ଏହା ସ୍ଵର୍ଗଲୋକେର ଗାୟିକା, ଗାନ୍ଧର୍ମୀ। ଆମାଦେଇ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଆମରା ଏଂଦେର ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦିତେ ପାରି ନି । ବାବାର କାହେ ଏ କଥା ଶୁଣେ ରେବାର ମନେ ବାଙ୍ଗଜୀଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନୁସରିଂତ୍ସା ଆରଓ ପ୍ରବଳ ହଯେ ଓଠେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ତୀର ଲେଖା ‘ବିଠଠନ ବାଙ୍ଗ’ ଉପନ୍ୟାସେ ତାର ପରିଚୟ ଆମରା ପାଇ । ରେବାର ଲେଖା ଅପରା ଗ୍ରହେର ନାମ ‘ଠମରୀ ଓ ବାଙ୍ଗଜୀ’ ।

১৯৩০ সালে ক্রষ্ণনগরে রেবা মুহূরি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করার পর অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয় ত্রিপিশ ফৌজের ক্যাপ্টেন ড'স্ট'র সন্তোষ কুমার মুহূরির সঙ্গে। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৬ সালের বৈশাখ মাসে বিয়ে হয়। দেশ স্বাধীন হ'লে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন সন্তোষ কুমার। চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৩/১৪ বার তাঁকে বদলি হ'তে হয়। সঙ্গে থাকেন রেবা। রেবার তিনটি পুত্র সত্তানা। তাঁরা হ'লেন অঞ্জন, পল্লব(প্রয়াত) ও সন্দীপ। আছেন তিনি পত্রবধু, চার নাতি ও এক নাতি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিনেমা শিল্পের অবলুপ্তি। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছায়াবাণী বা মিমি, চিত্রমন্দির ও কিছু আগে পারিবারিক অশাস্ত্রি কারণে বনফুল সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায়। ৭০-এর দশকে এসে গেল টিভি। প্রথম দিকে খিরখিরে ছবি আসতো। স্পষ্ট পরিষ্কার ছবি আসতো না। এসে গেল কেবল লাইন সংযোগ। কিছু পরে নেট পরিষেবা আরো উন্নত হল। ছবি বাঁ-চকচকে আসতে লাগল। মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল।

কৃষ্ণনগর পৌরসভা কৃষ্ণনগর শহরের প্রভৃতি উন্নতি ঘটিয়েছে। করেছে লালদিঘি মার্কেট। রাস্তা সংলগ্ন অসংখ্য দোকান ঘর নির্মাণ করেছে। পৌরসভা সদ্য বানিয়েছে একটি বিশাল জল পরিশোধন কেন্দ্র। এখান থেকেই এখন গঙ্গার পরিশুত জল সরবরাহ করা হয়। তৈরী করেছে জেলরোড সংলগ্ন রাস্তার পাশে বহু দোকান ঘর। ইন্দিরা কমপ্লেক্সে অংসখ্য দোকানঘর ও লাল মোহন ঘোষ রোডের পাশে সুদৃশ্য দোকানগুলি শহরের শোভা বর্ধন করছে। ঘূর্ণী পৌর বাজার আনন্দময়ীতলা বাজার ও লালদিঘি বাজার পৌরসভা করলেও গোয়াড়ী বাজার ও পাত্র মার্কেট উন্নতিকল্পে একইথিংও এগোতে পারে নি। অথচ এই দুটি মার্কেটে শহরের অর্ধেক লোক বিকি-কিনি করে।

পৌরসভার অধীনে ছিল ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাটি ছিল বৃত্তি পরীক্ষা। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছরই বৃত্তি প্রাপকদের পুরস্কৃত করা হতো। এই অনুষ্ঠানে গান নাটক জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন করত এই স্কুলগুলির কচি-কাঁচারা। এখন অবশ্য ঐ সুন্দর অনুষ্ঠানটি আর হয় না।

১৯৬০ সালের পর তৈরী হয়েছে বর্তমান হোলি ফ্যামিলি স্কুল ভবনটি। কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের মাঠে নির্মিত হল জেলা স্টেডিয়াম। তারও অনেক পরে তৈরী হল বর্তমান জেলা প্রশাসনিক ভবন। প্রায় ত্রি সময়েই তৈরী হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একমাত্র সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পটারি বা সিরামিক শিল্প যেটা গড়ে উঠেছিল ঘূর্ণীতে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের আঁচে সেটি ভস্মিভূত হয়। আর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বমহিমায় চলছিল Taps & Dice। সেটি শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলনে চিরকালের মতো সমর্থিত্ব হয়। এই কারখানাটির মালিক ছিলেন তৎকালিন সাংসদ ইলা পালচৌধুরীর পরিবার। ১৯৬২ সালে ঘূর্ণীতে নির্মিত হল নদীয়া জেলা প্রস্থাগর। বর্তমান মাল্টিমিডিয়ার অত্যাচারে বই পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও শক্তি নগরে তৈরী হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল। তখন নাম করা তিনটি ওষুধের দোকান ছিল হাইস্ট্রাটে।

সেগুলি হল ভক্ত ফার্মেসী, রাইমার ফার্মেসী ও নারায়ণ ফার্মেসী। আর একটি আয়ুর্বেদ ওষুধের দোকান ছিল ঢাকার সাধনা ঔষধালয়। যা আজও ধিক ধিক করে বেঁচে আছে। পরাণের রুটি মাংস পরোটার দোকান ছিল পোষ্ট অফিসের মোড়ে। আরো একটি রেস্টুরেন্ট ছিল ‘রিজেন্ট’। এখন কোনটাই নেই। হাইস্ট্রাটে সৃষ্টিধর বিশ্বাসের বিল্ডিংয়ের এক কোনায় ছিল নদীয়া বস্ত্রালয়। ছিল আশুতোষ বস্ত্রালয় কম্লালয় চক্রবর্তী স্টেস্টাউন হল লাগায়ে ছিল কল্পতরু স্টোর্স। চেংলাঙ্গিয়াদের কাপড়ের দোকান পাবর্তী বস্ত্রালয় জগবন্ধু পালের কাপড়ের দোকান গোয়াড়ী বাজারের শেষ প্রান্তে ছিল দন্তদের একটি বিশাল মুদিখানার দোকান। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছিল চারটি পেট্রোলপাম্প। এখন একটি বেড়ে হয়েছে পাঁচ। পুরোন মরাকাটা ঘর তুলে দিয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে হল বাসস্ট্যান্ড। পরে হরিজনদের স্থানান্তরিত করে হল দুটি বাসস্ট্যান্ড। মানুষ বেড়েছে বাস বেড়েছে। এখন সহজেই বাসে ওঠা-নামা করছে যাত্রীসাধারণ। আগে রাস্তা ছিল সরু। এখন সেগুলি প্রশস্ত হয়েছে।

পূজো লোকাচার ও মেলা কৃষ্ণনগরকে সাংস্কৃতিক মানচিত্রে একটি আলাদা স্থান করে দিয়েছে। বিভিন্ন মেলা-খেলায় অংশ নেয় হাজারো মানুষ। তারা সেখান থেকে জিনিস পত্র কেনে। উপকৃত হন দৃঃস্থ ব্যবসায়ীরা। এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর বই মেলা। তাতে মানুষের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তাছাড়া সারাদিনই চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কবিরা এসে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। সন্ধ্যার প্ৰথম

থেকে চলে নাচ গান ও নাটক প্রতিতি অনুষ্ঠান। এই শীতে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠ ও কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনে প্রতিদিন থাকে কোন না কোন অনুষ্ঠান।

এবার আসি পূজোর কথায়। দুর্গাপূজো বড় পূজো ঠিকই। হয়ও মহাধূমধামের সঙ্গে। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। বারোয়ারী গুলিতে দুর্গাপূজোটা বেশী হয়। কচি কাঁচা ও মহিলারা সেজেগুজে মন্ডপে মন্ডপে ভীড় করে ঠাকুর দেখে। ধূনুচি নৃত্য করে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্লাব যেমন, জোড়িয়াক ক্লাব জয়ন্তী সংঘ ও ঘূর্ণী তরুণ সংঘ খুবই জাঁকজমক পূর্ণভাবে পূজোর চারটি দিন কাটিয়ে দেয়।

একই রকম ভাবে কালীপূজোও হয় বেশ ধূমধাম করে। তবে সংখ্যা খুবই কম। চ্যালেঞ্জ ধারাবাহিক অনামিকা ক্লাবগুলি খুবই নিষ্ঠাভাবে পূজাগুলি সংগঠিত করে। এরপর এসে যায় জগদ্বাত্রী পূজা। বলা যায় এটি কৃষ্ণনগরের নিজস্ব পূজা। প্রতিটি বারোয়ারীই একে অপরকে টেকা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় মাতে। প্যান্ডেল ঢাক লাইট প্রতিমা বিনোদন ও বিসর্জনের মতো বিষয়গুলি দারণভাবে সম্পন্ন করে। অথচ জগদ্বাত্রী পূজোর প্রত্নকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়িতেই পূজোটি অনুষ্ঠিত হয় ভীষণ ম্যারমেরে ভাবে। সেক্ষেত্রে দুর্গা পূজোটি হয় কিন্তু বেশ আড়ম্বর করেই। ভাল ভাল পূজোগুলি বল্লে শেষ করা যায় না। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ-জন বুড়িমাকে পূজো দিতে আসেন। হাজার হাজার ভক্ত। তাছাড়া বড় বড় পূজাগুলি হলঃ ঘষ্টীতলা বারোয়ারী, ঘূর্ণী শিবতলা বারোয়ারী, গোলাপটি, উকিল পাড়া বারোয়ারী, মালোপাড়া, কলেজস্ট্রীট, হাতারপাড়া, বাঘাডাঙ্গা, বৌবাজার, কঁঠালপোতা, চকের পাড়া, তাঁতিপাড়া, মল্লিকপাড়া বালকেশ্বরী নেদেরপাড়া, স্বীকৃতি, কলেজস্ট্রীট বারোয়ারী, জজকোর্ট পাড়া বারোয়ারীগুলির প্যান্ডেল আলোকন্ধজা প্রতিমা দেখতে বহু দূর থেকে আসেন অসংখ্য আনন্দপ্রিয় মানুষ। ঘট বিসর্জন ও প্রতিমা বিসর্জন হয় দেখার মতো। খেয়াঘাট আর আগের মতো অঙ্ককারাচছন ও কর্দমক্ত নয়। এখন ঘাট সুন্দর করে বাঁধান হয়েছে। তার সঙ্গে হয়েছে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ।

এখন শহরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। যার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে নেই সেও তার ছেলেকে ভর্তি করছে ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে। সরকারী অনুদানে পুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বেশির ভাগটাই উঠে গিয়েছে। যেগুলি এখানে আছে সেগুলি যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। সরকারী হাসপাতালে সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রবণতা হয়েছে নার্সিং হোমে যাওয়া।। কোন নার্সিং হোমেই অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তবুও মানুষ ছুটছে ঐ নার্সিং হোমের দিকে। এখন এটাই হয়েছে মানুষের হাল ফ্যাশান। মারাঘুক সেরকম কিছু হলে তারাই আবার ছেটে হাসপাতালে।

এখন আর শহরে কোন ব্যায়ামাগার নেই। সেটারই নতুন মোড়কে নাম হয়েছে ‘জিম’। সেখানে যুবক-যুবতীরা মনের সুখে শরীরচর্চা করে। আঁগেই লিখেছি ওয়ুধের দোকান ছিল ভক্ত ফামেসী, রাইমার ফামেসী ও নারায়ন ফামেশী। ভক্ত ফামের্মাও না। যন ফামেসী আজ আর নেই। রাইমার ফামেসী এখনো আছে। লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে এখন পায়ে পায়ে ওয়ুধের দোকান। আন্তর্জাতিক ওয়ুধ সংস্থাও শহরে এসে গেছে। ‘ফ্রাক্সেস’ ও অ্যাপোলো ফামেসী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌছে দিচ্ছে ওয়ুধ। সেই সঙ্গে শহরের যেখানে সেখানে গড়িয়ে উঠেছে ‘মল’। যাকে বলে All IN ONE। আগে থেকেই রমরমিয়ে চলছে বিগ মার্কেট। এত সন্তান সেখানে যে একবার দুকলে বেশী সময় লাগবে না পকেট ফর্সা হ’তে। চুটিয়ে ব্যবসা করছে সবাই। বিভিন্ন কোম্পানী মোটর বাইক তাদের Show room থেকে বিক্রি করছে হাজার হাজার বাইক। সেই দেখে সোনার দোকানগুলি খুলন তাদের Show room। সেখান থেকে তারাও সোনার গয়না বিক্রি করছে। বি.সরকার, সেনকো জুয়েলারী, পিসি চন্দ, অঞ্জলী জুয়েলারী শহরে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করছে এতদ্বারা সবাইকে জানানো যাচ্ছে যে স্থান ব্যবসায়ীরা অচিরেই শ্যানের পথে পা বাড়াবেন।

সংসার-সন্তান প্রতিপালন ও স্বামীর বদলির ফলে রেবাৰ সংগীত চৰায় বিঘ্ন ঘটতে থাকে ঠিকই, কিন্তু, সংগীত প্ৰেমে, সংগীত সাধনায় ও চৰায় তিনি ছিলেন অটল ও একনিষ্ঠ। ২০১১ সালে তিনি প্ৰয়াত হন।

কলকাতায় থিয়েটাৰ রোডেৰ বাড়িতে রেবাৰ গান শুনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। 'শতৱেজ' কে খিলাড়ি' পরিচালনার সময়ে তিনি এমন এক শিল্পীৰ খৌজ কৰছিলেন যাঁৰ গান তাঁৰ ছবিতে দেখানো সময়ের সঙ্গে খাপ থাবো। সত্যজিতেৰ বক্তু, কুমাৰ প্ৰসাদই তাঁকে রেবাৰ কথা বলেছিলেন। রেবাৰ কঠে পৱিচালক তাঁৰ অভিপ্ৰেত পুৱোনো বাস্তুজী ঘৰানাৰ গান শুনে মুঢ় হন। রেবাৰ কঠ ছিল তাঁৰ মনেৰ মতো। রেবা খোলা গলায় এবং বাস্তুজীদেৱ দৰাজ ওজনদাৰ মুক্ষিয়ানায় গান গাইতেন।

১৯৭৬ সালেৰ ৬ ডিসেম্বৰ, 'শতৱেজ' কে খিলাড়ি'ৰ শুটিং শুৰু হলো। রেবা গাইলেন, 'বাজায়ে বাঁশুৱিয়া শাম যমুনা কিনারে এবং 'ছবি দিখলা থা, বাঁকে সাৰবিয়া' গান দুটো। রেবা প্ৰতিষ্ঠিত হ'লেন জাতীয় স্তৱেৰ এক অনবদ্য শিল্পীতে।

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে গাওয়া রেবাৰ আৱও দুটি ভজন—'হে গোবিন্দ রাখু শৱণ' এবং 'পাগ ঘুঙুৰু বাঁধ মীৱা নাচি রে—সংগীত রাজ্য চিৱকালীন জায়গা ক'রে নিয়েছে। সুৱ অনেকক্ষণ কঠে ধাৰে রাখতে পাৱতেন রেবা। উঁচু স্কেলে ছিল স্বচ্ছন্দ বিহাৰ। পুৱনো দিনেৰ ঠুমুৰি স্টাইলে ঝাক্ক এই অসামান্য সংগীতশিল্পীৰ জন্য আমৱা গৰিবত।

*লেখক: কৃষ্ণনগৰ গড়নমেন্ট কলেজেৰ প্ৰাক্তনী।

অন্তর্লোকের সামান্য দু'চার কথা

মার্জনা ঘোষ গুহ

“মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের বুকে ঝরে
 মাকে মনে পড়ে, আমার মাকে মনে পড়ে।
 তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে,
 আলতা-পরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্ত কমল ফোটে—

সে যে আমার মা,

বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা..”

কবির কল্পলোকের এই মা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে! এই মা ছিল বাঙালীর ঘরে ঘরে—একে খুঁজে দেখতে হতো না। অথচ, কালের দ্রুত বিবর্তনে (generation gap) এরা শহরেই প্রায় লুপ্ত প্রজাতি।

আমরা মানে আমাদের এই যাটের দশকের শেষ থেকে নববইয়ের মধ্যে যাদের বিকাশ-প্রকাশ, সেই সময়ের মেয়েদের মধ্যের মানসিকতার এই বিবর্তনের অভিযাত বড় বেশী ক'রে বহুমান। আমরা ঠিক এ সময়ের এক প্রজাতি। যারা বহুমান দুই শতকের (বিংশ শতকের শেষ—একবিংশ শতকের শুরু) সক্ষিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রাচীনতাকে মাথায় নিয়ে সংসারে ঢুকেছি— প্রাচীন মূল্যবোধকে ভালোভাবেই মেনে নিতে শিখেছি, ভালো-মন্দ যুক্তিতর্কের মধ্যে যাই নি। অবশ্য, ব্যক্তিগতী চিন্তাধারা সব ক্ষেত্রেই থাকে। তবে গড়পড়তা মেনে নেওয়াটাই আমাদের অধিকাংশের ভবিতব্য ছিল। তাতে আমরা কেউ অসন্তুষ্ট ছিলাম না। শ্বশ্রমাত্মক যাবতীয় অনুশাসন মাথা পেতে নিতাম। সে অর্থে সে সময়ের মাতৃবর্গ যথেষ্ট ভাগ্যশালিনী— শরৎচন্দ্রের সময়ের মুভতো আধিপত্য না থাকলেও মোটামুটি আধিপত্য ছিল। সে দশকের শেষের মেয়েদের মধ্যে আমান্য করার মনোভাব ছিল না। তাই শ্বশ্রমাতাসম্প্রদায় সুস্থী গৃহকোণে সংসারের পূর্ণতায় তারা নির্ভার বোধ করতো। তাই বিশ শতকের শেষের বধু সম্প্রদায় অসুস্থী থাকলেও মেনে নেবার মন নিয়েই ছিল। তাতে সংসারের শাস্তি বিহিত হতো না। অসন্তুষ্টি শাড়ির আঁচলেই চাপা পড়ে থাকতো। সংসারের ভালোবাসার ফল্জধারা তাদের পাওনার ঝুলিকে সিক্ত করতো। পরিপূর্ণতার পরিত্রক্ষি এভাবেই তাদের ঋদ্ধ করতো। কিন্তু, একুশ শতকের মেয়েরা বিবর্তনের কয়েক ধাপ যেন লাফিয়েই পার হ'লো। সীমত্ত্বনির সীমিত রক্তবাহু যেন অবিন্যস্ত কেশদামে মুখ লুকিয়ে থাকে। সধবা অধ্ববার কোনও সীমারেখা থাকে না। এতে সমাজের ভালো বা মন্দ কী হ'লো, সে বড় কথা নয়। কিন্তু সহজতা বা চেনা সরলরেখা যেন পথ হারায়। নয়নসুখ কিছুটা হ'লেও ব্যাহত হয়। এখানে স্বাধীনা মনে করতে পারে চিহ্ন-সর্বত্ব কেন বহন করতে হবে? এতে নয়নসুখের কি আছে? কিন্তু, ওই যে কথাগুলি কবির কল্পনায় লেখনীতে মনে মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে, তা তো প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কথায় কথায় লক্ষ্মীর পাঁচালীর অন্তে বলা একথাও মনে হয়— “সিঁদুর সিঁথিতে দাও সব এয়ো মিলে, লক্ষ্মীর আশিস্ মেন সদা থাকে ভালো”.. সার্বিক মঙ্গলার্থে পাঁচালী প্রবচনের সার্থকতা!

বিশ্বকবির মৃহনা—“আমার স্মরণে শুভ সিন্দুরে একটি বিন্দু এঁকো তোমার ললাট চন্দনের”—এও তো এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। থাক্ন না নিতান্ত পক্ষে শাঁখা সিঁদুর বাঙালী সীমত্ত্বনির গর্ব হ'য়ে।

পরিবর্তন মানে সবই কি ভালো? একটু দাদযবৃত্তি আর যুক্তিও আধুনিকতার থাকা চাই। এতে শ্রেয় প্রেয় কোনটিই বিহিত হয় না। বিশ শতকের শেষের নারীরা তাই প্রাচীনতা আর আধুনিকতায় নীরবে নিষ্পেষিতা— শুধুই এক সময়ের সাক্ষী। সদ্য আধুনিকা সব না মানার অহঙ্কারে গর্বিতা। আধুনিকা বধুর চলনভাব এক প্রান্তে অন্য প্রান্তে প্রাচীনা শ্বশ্রমাতার শাসনভাব, এই দুই চক্র মাঝে বিশ শুক্রী এক অনন্য প্রহরী যে শুধু তার বধূজীবনকে আগাপাশতলা অনুভবই ক'রে চলে নির্ভার হ'তু না পারার না-বলা বাণীর ব্যাকুলতা নিয়ে। সংসার চক্রে তাদের ভালোলাগা/ভালো থাকাও পিষ্ট হচ্ছে নিয়তই তবু তার প্রকাশ মেন ঠিক চেনা ছন্দে ধরা দেয় না।

একবিংশ শতকের বধূরা কর্মক্ষেত্রজনিত বিকেন্দ্রীকরণে বহুধা বিভঙ্গ। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বেড়ে ওঠা মানব-মানবী সময়েরই শিকার। একটু ভাবলে তারাও দেখতে পেতো রীতিমীতি মান্যতায় ভালো বৈ মন্দ কৈ? ৩ষষ্ঠী ৩ইতু এসব ব্রত ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। ৩ষষ্ঠীতে আম/কাঁঠাল/বিঞ্জে/চালকুমড়ো/মূলো প্রভৃতি ঝুকালীন ফল ফুল দিয়ে ব্ৰহ্মকে স্বাগত জানানো হয়। ৩ইতু ব্রততে নতুন ধানের/চালের অভিষেক কৰা হয়। পৌষ সংক্রান্তি সেজে ওঠে নতুন চালের পিঠিপুলির উদ্ঘাপনো। অন্যান্য প্রদেশে, যেমন, অস্ত্রে পোঙ্গল, কেরলে ওনম্ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে খ্যাত—বলা বাহ্যে অন্যান্য প্রদেশের নারীজাতিৱা মান্যতার দিক দিয়ে একটু বেশি মাত্রায় মননশীলা, যেখানে বাঙালী মেয়েদের মানসিক দৈন্যে আজ ব্রতকথার ৩ষষ্ঠী বা ৩ইতুদৈবী কালীবাড়ির ঘোলো আনা দক্ষিণা পূজায় গৃহ অঙ্গনে প্রায় নির্বাসিতা!

পালা-পার্বনের মান্যতার মধ্যে একটু স্থিক্ষতা পূর্ণতা অবশ্যই বিৱাজিত। সহমর্তিতা ও সহনশীলতা যে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন দান কৰেছে—আধুনিকা, উত্তর আধুনিকা সংসারে অনেক না-পারার মধ্যে দাঁড়িয়েও সময়ের চক্রে পিছ হ'তে হ'তে এটুকু যেন ভাবে, অনেক সংঘাতেও সংসারেই যেন বলা যায়—'তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'..

*লেখক: কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাঙ্গনী (১৯৬৭-৭০)

সাথীহারা

স্বপনকুমার দত্ত

অবর প্রহরের আর দশ বছর বাকী পরমেশ সরকারের। কলেক্টরেটে কেরাণীর চাকরিতে ঢুকেছিলেন। প্রমোশন পেয়ে এখন বি, এল, আর, ও। একটি মাত্র মেয়ে স্কুল টিচার। তারও ভালো পাত্রে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই সৌম্যজিঃ খড়গামের বি, ডি, ও। তারা মুর্শিদাবাদেই থাকে। বাড়ীতে দুজন, পরমেশ বাবু ও স্ত্রী অপর্ণা। সবই ঠিক আছে, তবু আজ পর্যন্ত নিজেদের একটা বাড়ী হলো না। কারণ, অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজের তদারকিতে পিছনের নগেন্দ্রনগরে দুকাঠা জমি তিন বছর আগে কিনেছিলেন, তা পড়েই আছে। জামাই বহরমপুরের ছেলে। সে পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে কৃষ্ণনগরে আসতে চায় না। পরমেশ বাবু আবার কৃষ্ণনগর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বাঘাড়ঙ্গার পৈতৃক বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় গেট রোডে ভাড়া বাড়ীতে থাকেন।

অপর্ণা দেবী জানেন পরমেশ বাবু টাকা জোগান দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজেই বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। ইট, বালি, সিমেন্ট এবং অন্যান্য জিনিস কেনা থেকে মিশ্রীদের কাজ বুঝে নেওয়া সমস্ত একাই করতে লাগলেন। বিকেলে স্বামী অফিস থেকে ফিরলে তাঁকে চা জলখাবার দিয়ে চালে যেতেন গাঁথনি ও আগের দিনের সিমেন্টের কাজে জল ঢালতে।

এই ভাবে চলতে চলতে একদিন বাড়ীর কাজ শেষ হলো। একদিন পরমেশ বাবু অফিস থেকে এসে দেখলেন, খাবার টেবিলের উপর খবরের কাগজে মোড়া একটি চৌকোণা বস্ত। স্ত্রীকে জিজেস করলেন ওটা কি? অপর্ণা দেবী বললেন, 'খুলেই দেখ না।' পরমেশ বাবু খুলে দেখলেন একটি খেতপাথরের ম্যাবে লেখা 'বিরামিকা।' অপর্ণা বললো, 'বাড়ীর নাম, কেমন হয়েছে?' পরমেশ বাবু বললেন, 'তোমার যখন পছন্দ তখন এটাই থাক। আর কাবছর পরেই তো কর্মজীবনের বিরাম।' যাই হোক, ধূম-ধাম ক'রে গৃহপ্রবেশও হয়ে গেল। মেয়ে-জামাই এসে দেখে খুব খুশী। দোতলা বাড়ীর উপর নীচে চারটি ঘর, বারান্দা, বানাঘর সবই আছে। বাড়ীর চারপাশে ফুলের বাগান। একটা বছর খুব ভালোই কাটলো। ইতোমধ্যে পরমেশ বাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রানাঘাটে বদলি হয়েছেন। প্রতিদিন ট্রেন ধরে যাতায়াত করেন। সারাদিন অপর্ণার একা কাটে এত বড় ফাঁকা বাড়ীটায়। সময় কখনও একভাবে চলে না। পরমেশ বাবুর জীবনেও দুর্ঘাগ্রে ঘনঘটা ঘনিয়ে এল। সেদিনটা ছিল রবিবার। পরমেশ বাবু বাজার ক'রে এসে কাগজটা নিয়ে বসলেন। অপর্ণা চা দিয়ে গেছে। মেয়ে জামাই অনেক দিন পর এসেছে। তাই একটু খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়েকে একটু রানার জোগাড়ী কাজের মাসীর সঙ্গে দেখতে বালে স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছেন।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলেও মা বেরোচ্ছে না দেখে মেয়ে স্বাগতা বাথরুমের দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলো। কোনও সাড়া না পেয়ে সে বাবাকে ডেকে আনলো। কাজের মাসীও ছুটে এলো। কিন্তু সব নিঃশব্দ! অবশেষে দরজার ছিটকিনি ভেঙে ভিতরে দেখা গেল অপর্ণা দেবী শাওয়ারের নীচে চিত হয়ে পড়ে আছেন। জলে সব ভেসে যাচ্ছে। শাওয়ার বন্ধ ক'রে অপর্ণা দেবীকে বাইরে এনে গা মুছিয়ে শুকনো শাটী পরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাঙ্কার বললেন—এই ম্যাসিস্ট হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। স্বাগত কানায় ভেঙে পড়লো। জামাই সৌম্যজিঃ ও পরমেশ বাবু স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। অপর্ণা দেবীর অন্ত্যস্থিতিক্রিয়ার পর মেয়ে জামাই চালে গেল। বাড়ীটা যে শূণ্য হয়ে গেছে। সর্বত্র অপর্ণার চিহ্ন। পরমেশ বাবুর পক্ষে থাকা অসহ্য হয়ে উঠলো। রাতে নিঃসঙ্গ শয়্যায় ঘুম আসে না। চার্চের ঘড়িতে দুটো বাজলো। তিনি রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। গেটে তিনিই তালা বন্ধ করেছিলেন। আগে এসব অপর্ণাই করতো। সংসারের সব কিছু সেই করতো। কোনমতে বিছানায় এসে শুলেনাসকালে কাজের মাসীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। অনেক দেরী হয়ে গেছে—৯টা ৩৫ মিনিট। কৃষ্ণনগর লোকাল পাওয়া যাবে না। কোনমতে চা তৈরী ক'রে খেয়ে বাগানে এলেন। অপর্ণার লাগানো মাধ্যীলতা গাছ ফুলে ফুলে ভারে গেছে। সে গেটে তুলে বেঁধে দিয়েছিলো। গেটের পাশে দড়ির টুকরো ও নিড়ানিটা পড়ে আছে। সে তুলে রেখে দিতে আর আসবে না। নিড়ানি আর দড়ির টুকরোটা পরমেশ বাবু তুলে নিতেই ক্লেন শুনতে পেলেন অপর্ণা বলছে, 'আমি তো এতদিন ক'রেছি, এখন নিজের সংসারটা বুঝে নাও।' পরমেশ বাবু শিশুর মতো কেঁদে

উঠলেন। পাশের বাড়ীর অধীর বাবু বাজারে যাচ্ছিলেন। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাঁদবেন না, নিয়তি কেউ ঝুঁকতে পারে না। শক্ত হ'তে হবে তো। এভাবে একা কিভাবে থাকবেন, তাই ভাবছি। আমরা তো আছি, পরকার হ'লে বলবেন।' পরমেশ বাবু এমনি ক'রে দশ মাস কাটালেন। চেহারা খারাপ হ'লো। কাজে ভুল হ'তে লাগলো। অফিসের বন্ধুরা বললো, 'এখনও দশ বছর চাকরি করতে হবে, এভাবে পারবেন না। বয়স্কা বিধবা বা অবিবাহিতা কাউকে বিয়ে করুন। পরমেশ বাবু বললেন, 'অপর্ণার জায়গায় কাউকে বসাতে পারবো না। তাছাড়া, এই বয়সে বিয়ে? মেয়ে-জামাই আছে।' সহকর্মীরা বললো, 'এখন অনেকেই করছে। তাছাড়া বৌদ্ধির হাতেগড়া সংসারটা তো বাঁচাতে হবে।'

পরমেশ বাবু মেয়ে জামাইকে খবর দিলেন। ওরা এসে একই কথা বললো। তারপর, বাংসরিক কাজ সম্পন্ন হবার পর, এ ব্যাপারে আবার কথা উঠলো। জামাই স্বাগতাকে বললো, জানাশোনা চল্লিশ পেরোনো কাউকে দেখো। স্বাগতা বললো, কৃষ্ণনগরে আমরা রাধানগরে ছিলাম। ওখানে চৈতন্য বিদ্যাপীঠে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। মণীষা দিদিমণি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। বোনেদের বিয়ের জন্য নিজে বিয়ে করতে পারেন নি। এখনকার খবর অবশ্য জানি না। সৌম্যজিৎ বললো, আমি কালই খবর নেবো। শুশ্রের বিয়ে দেওয়া কাজন জামাই-এর ভাগ্যে ঘটে?

বাড়ীতে কিছু অনুষ্ঠান ক'রে এক শ্রাবণ সন্ধিপূর্ণ রেল গেটের কাছে গোবিন্দপুর কালীবাড়িতে চার চোখের মিলন ঘটলো। বাড়ীতে একজন ম্যারেজ রেজিস্টার বিয়েটা আইনানুগ করবেন। বৌ-ভাতের খাওয়া-দাওয়া ভালোই হয়েছিলো। তবে ফুলশয়ার ব্যাপারটা জানা যায় নি।

*লেখক: কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাক্তনী।

জয়ী জুটি (অনুগল্প) আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তনী)

শহর লাগোয়া ছোট একটি গ্রাম। একটাই স্কুল ছেলে ও মেয়েদের জন্য। এই স্কুলেই পরে দুজন, অমিত আর কবিতা। অমিত এক ক্লাস উচ্চতে, তার নীচের ক্লাসে কবিতা। ওদের বাস একই পল্লীতে। তবে অমিল আছে, অমিত ধনীর ঘরের সন্তান, কবিতা নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের।

স্কুলের মতো খেলার মাঠও একটি। সেখানে ছেলেমেয়ে সবাই একসাথে খেলে। দল গড়ে উচ্চতা, বয়স হিসেবে, লিঙ্গভেদে নয়। দুজনেই একসাথে স্কুলে যায়, খেলার মাঠে যায়। আবাল্য স্থ্যতা দুটিতে। কোনো বাড়ি থেকে কোটো বাধা আসেনি ওদের বন্ধুত্বে।

কৈশোর ছুঁয়ে যেতে কিছু মন্দ দৃষ্টি মন্তব্য জুড়ে দেয়, বড়লোক আর গারিবে কি বন্ধুত্ব হয়? শুধু ওদের দুটিতে নয়, দুটি পরিবারেও বেশ হৃদ্যতা। মেয়েকে বড় করতে হলে পায়ে বেড়ি পরে ছোট চিন্তায় জড়িয়ে দিলে এগোতে পারবে না। লিঙ্গ ভেদের ভাবনায় মেয়েকে আটকে রাখবে না।

উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল অমিতের। যাত্রা মহানগরীতে। ডাঙ্কারি পড়বে। কবিতা বিষণ্ননয়না, অমিতের দৃষ্টিতে স্নিঘ্ন আশ্বাস।

একান্ত মনোযোগে পরের বছর কবিতা ভালো ফলের অধিকারী। যোগ্যতা থাকলেও পিতার আর্থিক সমর্থের অভাবে কবিতা নাস্রিং পড়বার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবা সহমত। মা একটু ভীরু। কন্যাসন্তান রাত বিরেতে ডিউটি! কবিতা বোঝাতেই মায়ের সব দ্বিধা-দ্঵ন্দ্ব দূর হয়ে গেল। বুবলেন ছেলে-মেয়েতে তফাও নেই। সেবাব্রতে মহান নারী সেখানে উপযুক্ত।

অমিত মহানগরীর সেরা নাস্রিং কলেজে কবিতার ভর্তির ব্যবস্থা করে দিল। নগরীর দুই প্রান্তে দুজনেই পড়াশুনায় ব্যস্ত।

কঠিন ব্রত সবে শেষ হয়েছে। দুজনেই ভালো ফলাফল।

কোথা থেকে এল এক অতিমারি করোনা। ওদের শতর ঘেঁঁয়া গ্রামে খোলা হল এক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। ওদের প্রতিষ্ঠান থেকে দুজনকেই পাঠানো হল এখানে। এই অঞ্চলের বাসিন্দা যে ডাঙ্কারবাবু আর নাস্র দিদিমণি।

নতুন দুটিতে প্রাণক্ষণে লড়ছে, ক্লাস্টি নেই, বিরক্তি নেই, মারণ রোগের ভয় নেই। দুজনেই জীবনের লড়াই ময়দানে প্রথম এই শুল্কদায়িত্বে খুশি। রোগীরা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরছে এ যেন অমিত- কবিতার জয়।

নিজের ঘরের ছেলে-মেয়েদের বৃক্ষমুক্তির কঠিন সংগ্রাম থেকে নিদুক্ষেরা বুবল নারীকে চাই পুরুষের পাশে, সমানভাবে। তবেই বুন্দেল, সুন্দর সমাজ। বিরপ প্রতিবেশীরা ধন্য ধন্য করে ওদেরই গাঁয়ের সন্তানদের শ্রীবৃদ্ধি চাইল, দুটিতে জুটি বেঁধে চলুক জীবনভর।

নীল পদ্মের ওপর

অচিন্ত্য সাহা

কদিন থেকেই কুস্তমের মন খারাপ। কোথাকার কোন এক কোম্পানির লোকজন ওদের গ্রামের চারপাশে কীসব মাপজোখ করছে। এখানে নাকি ইলেক্ট্রিক মেশিন বসানো হবে। তার জন্য গ্রামের অনেকে মানুষের জমি ছাড়তে হবে। ওদের বাড়ির পিছনে ছিলো বড়ো বড়ো লিচু বাগান, আমবাগান। এখানে দশ-বারোটা গ্রাম জুড়ে আছে এই বাগান। চাষের জমি খুব কম। আমবাগান এবং লিচুর বাগান থেকে যা রোজগার হয় তা থেকেই ওদের সারা বছরের খোরাকির ব্যবস্থা হয়। কুস্তমের বাবারই বিষে পাঁচেক জমি, পুরোটাই লিচু বাগান। এখানকার লিচু খুব উন্নত জাতের, লিচুর মরসুমে তাই গাছে মুকুল আসার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় গাছের পরিচর্যা। সারা বছর ধরেই চলে, কিন্তু এই সময়ে একটু বেশি বেশি করে যত্ন নিতে হয় যাতে মুকুল না ঝারে যায়, পোকা না লাগে। মুকুল আসা থেকে শুরু করে লিচুতে রঙ আসা পর্যন্ত গ্রামের সবাই খুবই ব্যস্ত থাকে। লিচু পুরোপুরি তৈরী হলে শুরু হয় লিচু ভাঙ্গার কাজ। খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক না হলে এই কাজ করা যায় না। তারপর প্যাকিং ভালো না হলে লিচু নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার দাম পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের চাহিদা মিটিয়ে তারপর লিচু বিদেশে পাড়ি দেয়। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে বছরে প্রায় এক দড় লাখ টাকা ওর বাবার হাতে থেকে যায়। লিচুর মরসুম শেষ হলে বাবা চলে যান কেরালায় সেখানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। এরকম গ্রামের অনেকেই চলে যান। সবার আবার নিজের জমি নেই, তাই অন্দের আমবাগান বা লিচুর বাগানে কাজ করেন। বিগত দুই বছর করোনার কারণে অনেকের আম চাষ ও লিচু বাড়িতে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ব্যবসা থেকে যা উপার্জন করতেন এবার তার সবটাই মাটি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বাজারেও লিচুর দাম পাওয়া যায় নি। ফলে অনেকে লিচু বাড়িতে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু পাওয়া গেছে তা থেকে চাষের খরচও ওঠে নি।

এবার বাজার বেশ ভালো ছিলো। প্রচুর চাহিদাও ছিল, কিন্তু বিগত দুই বছরের ধারদেনা শোধ করতে অনেক টাকা চলে গেছে। তবুও যা ছিল তাতে কষ্টসৃষ্টি সংসার খরচ চলে যেত। কুস্তমের বাবা রহিমও আশায় বুক বেঁধেছিলেন। আগামী বছরগুলিতে এমন বাজার থাকলে ঠিক পুষিয়ে যাবে। এবারে ঈদের বাজারও তেমন ভালো যায় নি। ছেলে-মেয়েকে ঈদের জামাকাপড় কিনে দিতে পারেননি। বলেছিলেন, পুজোর সময় নতুন পোশাক কিনে দেবেন। পাড়ার ভুবন বাবুর বাড়িতে মণ্ডপ আছে। সেখানে বেশ ধর্মধার করে দুর্গাপূজা হয়। দশ-বারোটা গ্রামের মানুষ এখানে পুজো উপলক্ষে আসেন। অনেকেই পেটপুরে খেয়ে যান, আবার ত্রি বাচ্চাদের জন্যও নিয়ে যান। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অতেল খারার, কেউ খালি হাতে ফিরে যান না। ভুবন বাবুর মায়ের মনটা আরও উদার। তাঁর ছেলেকে সম্পত্তির বারো আনা দিয়ে দিয়েছেন। বাকি সম্পত্তি থেকে যা উপার্জিত হয় তার সিংহভাগ তিনি গরীব দৃঢ়ী দের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বাকিটা তাঁর সারাবছরের নিয়ে পূজায় ব্যবহার করেন। এ অঞ্চলে ভুবন বাবুদের অবস্থা সবচেয়ে ভালো। কয়েকশো বিষে জমি, পুরু বাগান এবং দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক তাঁর। এককথায় জমিদার, কিন্তু চশমখোর নয়। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে গ্রামের মানুষের পাশে থাকেন। কেউ সাহায্য চাইতে গেলে তিনি তাকে নিরাশ করেন না।

কিন্তু এবারের সমস্যা অন্য, সরকার কোন একটা কোম্পানির সাথে উচ্চি করেছে যে ওদের এই গ্রামেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী হবে। তার জন্য কয়েক হাজার একর জমি লাগবে। সরকার ওদের বালে দিয়েছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি নিতে হবে। কেউ জমি না দিতে চাইলে প্রথমে তাকে বোঝানো হবে, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়াতে হবে, তারপরও রাজি না হলে বলপূর্বক জমির দখল নিতে হবে। মিথ্যা মামলায় জেরবার করে দিতে হবে, প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিয়ে করতে হবে। সরকার সবসময় কোম্পানির স্বার্থে যা পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নেবে। কারও কোনো ওজর আপত্তি প্রাপ্ত হবে না। ইতিমধ্যেই কোম্পানির লোকজন অনেকে জমি দখল নিয়েছে। অনেক বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে, কিন্তু কিন্তু গাছ ড্রোজার দিয়ে উপড়ে দিয়েছে। কোটি কোটি টাকার গাছ নষ্ট করে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করেছে। অনেক মহিলা ও শিশুর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে,

କାଉକେ କାଉକେ ଥାନା ଲକ ଆପେ ଆଟକେ ରେଖେ ମିଥ୍ୟେ ମାମଲାଯ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରେ କେସ ଦିଯେଛେ । ଏଦେର ପକ୍ଷେ କେସ ଲଡ଼ାଇ କରାର ମତୋ କେଉଁ ନେଇ । ପୁଲିଶେ ମାନୁଷେ ଚାପାନ ଉତ୍ତର ଚଲଛେ, ଚଲଛେ ନାନା ରକମ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିରୋଧ ।

ରୁକ୍ଷମ ଦେଖେଛେ ତାର ସାଥକେ ପୁଣିଶ ଧରେ ନିଯେ ଗେଛେ। ମା ଭୀଷଙ୍ଗ କାନ୍ଦାକାଟି କରଛେ। ସଂସାରେ ସାବା ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗେରେ ମାନୁଷ, ଆର ଓଇ ଜମିଟୁକୁଇ ତାଦେର ବେଁଚେ ଥାକାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ଓଟା କୋମ୍ପାନିର ଲୋକ ଦଖଳ କରେ ନିଯେଛେ। ଗାଛଙ୍ଗଲୋ ସବ କେଟେ ଦିଯେଛେ। ଦଶ-ବାରୋଟା ଗ୍ରାମେର ମାନୁଷ ଏକକାଟା ହେଁ ପଥେ ନେମେଛେ। ସବାଇ ମିଳେ ଭୁବନ ବାବୁର ବାଡ଼ିତେ ଗେହେନା। ଭୁବନ ବାବୁର ବଡ଼ୋ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଙ୍ ପଡ଼ଛେ। ତିନିଓ ଥାନାଯ ଏସେଛେନ, କିନ୍ତୁ କୋନୋ ଲାଭ ହୟନି। ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସାର ହମକି ଦିଯେ ଭୁବନ ବାବୁକେ ସଲେଛେନ ବେଶିକଥା ବଲଲେ ତାଁକେଓ ଗାରଦେ ପରେ ଦେବେନା।

ইতিমধ্যে দুর্গাপূজা শুরু হয়ে গেছে। ভুবন বাবুর বাড়িতে তেমন একটা লোকের আনাগোনা নেই। বাড়িটা, পুজো মণ্ডপটা খাঁ খাঁ করছে। ভুবন বাবুর মা অনুপূর্ণা দেবী ঠিক করেছিলেন এবার পুজোয় তিনি অন্নকূট উৎসব করবেন এবং এক হাজার ছেলে-মেয়েকে নতুন জামাকাপড় দেবেন। সব আয়োজন তিনি করেই রেখেছেন। কিন্তু যাদের জন্য এই আয়োজন তাদের দেখা নেই। বিষম মনে ভগ্ন হদয়ে তিনি মুখে হাত দিয়ে চতীমণ্ডপে বসে আছেন, তাঁর এখনো আশা ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয় আসবো। ষষ্ঠীর দিন দুপুর থেকে যুগপৎ উৎসব চলবো। দুপুর গাড়িয়ে বিকেল হতে চললো কিন্তু-----

অন্মপূর্ণা দেবী ভাবছেন এমন সময় দেখতে পেলেন একটি নয়-দশ বছরের ছেলে ধীর পদক্ষেপে তাঁদের বাড়ির দিকে আসছে। দৈৰ্ঘ মায়ের চোখ দুটি ছলচল করে উঠলো—না তাঁর খারণা মিথ্যা হতে পারে না। এবার একে একে ছেলেমেয়েরা আসবে তাঁর আশাপূরণ হবে। ছেলেটি কাছে আসতেই তিনি দেখলেন রাহিমের ছেলে রুক্মি দুটি অঞ্চলিক চোখ নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে।

ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ବଲଲେନ—କୀରେ ତୋଦେର ଆର ସରଇ କୋଥାଯି? ଆୟ ଆୟ ଶିଗଗିର ଆୟ। ଆମି ସେଇ ସକାଳ ଥେକେ ବସେ ଆଛି।

---ওরা কেউ আসবে না বম্বা।

-----କେନ୍?

-----তুমি জানোনা? পুলিশ কারো বাবা, কারো দাদা, কারো মাকে থানায় ধরে নিয়ে আটকে রেখেছে।

ঘটনাটা অন্ধপূর্ণ দেবী একেবারে জানেন না, তা নয়। তিনি পুরো ব্যাপারটা হেলের কাছে শুনেছে... সেই ভেবেছিলেন পুজো মিটে গেলে সমস্ত গ্রামের মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসে এর একটা হেস্তনেস্ত করবেন। কিন্তু যে অশুভ চক্র তাঁর মায়ের পুজোয় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তাঁদের তো এমনি এমনি ছেড়ে দিলে চলবে না। তিনি ঝুক্তমকে বললেন----তুই দাঁড়া বাব, আমি আসছি।

অৱপূর্ণা দেবীৰ পিতা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছিলেন। বৃটিশ রাজশক্তিৰ বিৱুক্কে লড়াই কৰে তিনি প্ৰাণ দিয়েছেন। সেই মহান
সৈনিকেৰ সন্তান হয়ে তিনি এই অন্যায় কীভাৱে মেনেছেনৰেন? আজ বৃটিশ রাজশক্তি নেই কিন্তু তাদেৱ তৈৱী কৰা অনুশাসন আজও
সমানভাৱে বজায় আছে। যারা মানুষেৰ পেটে লাখি মেৰে তাদেৱ মুখেৰ গ্রাস কেড়ে নেয় ইতিহাস তাদেৱ ক্ষমা কৱলেও তিনি কৱৰেন
না।

গরদের শাড়ির ওপর একখানা চাদর চাপিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন---চল বাবু

পিছন থেকে ভুবন বাব চিৎকার করে বলে উঠলেন---মা এই অবেলায় তমি কোথায় চললে?

অংগুৰা দেবী পিছন ফিরে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যেখানে যাবার কথা সেখানেই যাচ্ছ। আমার দেবতারা আজ
জেলে বন্দী। তাদেরকে মুক্ত করতে হবে পাবল ভয়িও গো।

ଦିନ ପଞ୍ଜୀ

— द्वितीय थाकुले की पर्जना है बाबा?

ভুবন ধারু আর কথা বললেন না। তিনি তাঁর মাকে ভালোভাবেই চেনেন।

অমঃ ১ দেবী গটগট করে থানায় চুকে বড়োবাবুর অন্তিম তোয়াক্ষা না করে সংসারি প্রশ্ন করলেন---এতগুলো মানুষকে কেনে অধিকারে আপনি থানায় আটকে রেখেছেন? দেবের কে ৫

-----নাহলে কী করবেন?

-----দেখতেই পাবেন, আমি কী করতে পারি।

ইতিমধ্যে ভুবন বাবু গ্রামের মানুষদের জড়ো করে থানার বাইরে জড়ো হয়েছেন। ধীরে ধীরে তাদের কোলাহল স্পষ্ট হয়ে উঠলো, আর সাথে সাথে অন্নপূর্ণা দেবীর মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেল। অফিসার চিরঙ্গীব বাবু এতক্ষণ খেয়াল করেন নি। বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরলো না। তবুও ডয়মন্ত্রিত কঢ়ে বললেন---জেঠিমা আপনি। আগে বলবেন তো। বসুন বসুন। ওরে কে আহিস--

অন্নপূর্ণা দেবী দৃঢ়কঢে বললেন---আমি বসতে আসিনি চির। তুমি ওদের ছেড়ে দাও। ওরা ছাড়া না পেলে আমার মা কিছু খাবেন না।

-----কিন্তু ওদের জন্য আপনি----

-----সে তুমি বুঝবে না। ওরা আমার দেবতা। ওরা নাহলে আমার পুজো বক্ষ করে দিতে হবে। সেটা কী তুমি চাও?

চিরঙ্গীব বাবু আর কথা না বাড়িয়ে সেন্ট্রিকে আদেশ দিলেন লক-আপের দরজা খুলে দিতো। প্রয়োজনীয় সইসাবুদ করে দেবী অন্নপূর্ণা সবাইকে সাথে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। সবাইকে বললেন---এখন কেউ বাড়ি যাবে না। আমার মা অভুত্ত আছেন। তোমরা সবাই এখানে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরবে।

রুস্তম দৌড়ে এসে অন্নপূর্ণা দেবীকে জড়িয়ে ধরলো। অন্নপূর্ণা দেবী রুস্তমকে কোলে তুলে নিলেন। উপস্থিত সবাই লক্ষ্য করলো দেবী মহামায়া নীল পদ্মের ওপর স্বয়ং গোপাল ঠাকুর কে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলছে---মা তুমি আমাদের সত্যিকারের মা। এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো মা।

-----অনেক রাত হয়েছে, এবার তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আর বাড়িতে যারা আছে তাদের জন্য খাবার নিয়ে যাও। আর সবাই মানসিক ও শারীরিকভাবে আরও বড়ো লড়াইয়ের জন্য তৈরী হও। মনে রেখো শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমাদের লড়তে হবে।

উপস্থিত সবাই লক্ষ্য করলো---মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং শিশু নিয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে অসুবিধে ব্রতী হয়েছেন। আমাদের পিছিয়ে গেলে চলবে না। মাকে কোনোমতেই হেরে যেতে দেওয়া চলবে না।

রুস্তম অন্নপূর্ণা দেবীর কোল থেকে নেমে গিয়ে ওর বাবার হাত ধরলো। বাবাকে বললো---বাবা মা অন্নপূর্ণা আমার নীল পদ্মের ওপর স্বয়ং মা দুর্গা।

*লেখক: কৃষ্ণনগর গভর্নেন্ট কলেজের প্রাচৰনী।

সামর্থ্য-অসামর্থ্য

পবিত্র কুমার সরকার (প্রাঞ্জলী)

সামর্থ্যের অধিক চেয়ো না পেতে কেউ,
নদী জানে না সমুদ্রে কত জল, কী ভীষণ ঢেউ ।
প্রাপ্তের অধিক নিয়ে বাড়াও অচেল সঞ্চয়,
আপাত বৈভব দেখে বোরো না কতটা অপচয়,
আমি তো একটা নিভৃত ডোবার নোংরা ঘোলা জল-
আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ কেনই বা রাখি বল,
অনন্ত আকাশ, মহাশূন্যের সীমানা যে কত বাকি,
হাওয়াই জাহাজ কতদূর যাই, জানে না আড়ার পাখি ।
বঞ্চনার সূতো হাতে বেঁধে আমায় বরং পথ দাও ছেড়ে,
আশাকে খুন করেছি আমি, আমার তুমি সব নাও কেড়ে ।
প্রবলক ইশ্বরের কাছে আর নেই কোনো স্তুল দাবী,
কপর্দক শূন্য আমি, হারিয়ে ফেলেছি বিশ্বাস চাবি ।
প্রয়োজন ঘুম ভাঙিয়ে তোমায় নিয়ে যাক দূরে ব্যন্ততায়,
নামটা যে কাটা পড়েছে আমার নবান্নের ওই হাল খাতায় ।
প্রাপ্তের বেশি দেয় যে, হয়তো করুণা ক'রে সে ছড়ায় জাল,
দুহাত ভ'রে যে নেয় সংসারে, অভাগা সে-ই মূর্ত কাঙ্গাল ।
ক্ষমার ঔদার্য যার আছে মনে সে অর্থবান, সে সামর্থ্যবান,
অসমর্থ সে-ই, যে অনুদারমনা ছঘবেশী, ঠিক এক শয়তান ।
অক্ষমকে অযথা প্রশ্রয় না দিয়ে এসো সামর্থ্যবান হই,
কল্যাণের উদ্দেশ্যে, এসো, বঞ্চিতের পক্ষে কথা কই ।

একুশ রয়েছে প্রাণে

অসীম সিংহ

আমাৰ হদয়ে একুশ স্বপ্ন,
তোমাৱও হদয়ে তাই,
বাহাৱৰ ভাষা আন্দোলনেৰ
ফেক্রয়াৰি, ভোলা যায়?
বাংলা ভাষায় হাসি মোৱা,
শোনো, বাংলা ভাষায় কাঁদি,
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবসে, গবেই মোৱা ভাসি।
পাক রাইফেলে ভাষাশহীদেৱ
রক্তেৰ শ্রোতে মাটি হল লাল—
রফিক সালাম বৰকত জবৰ
তোমাদেৱ সৃতি রবে চিৱকাল।
শহীদেৱ রক্ত হয় না তো কভু ব্যথা
বাংলা ভাষার জয় পতাকা
উঁচুতে রাখতে আমৱা সবাই
সদাই থাকব সচেষ্ট।
"আমাৰ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো
একুশে ফেক্রয়াৰি
আৰ্মি কি ভুলিতে পাৱি..?

*লেখক: কৃষ্ণনগৰ গভৰ্নমেন্ট কলেজেৰ প্ৰাঞ্জনী।

উদাসীন মন

শঙ্খশুভ্র সরকার

হয়তো আরও কিছুটা পথ
 হাঁটতে হবে,
 উতলা মন তৃপ্তি খুঁজে নেবে,
 অথবা আরও উতলা হবে
 কিংবা এ দু'য়ের মাঝামাঝি
 কিছু একটা
 যেমন চলছে চলবে।
 বসন্তের কোকিল
 কুহ স্বরে গেয়ে যাবে
 অথবা বর্ষার বারি ধারা
 অঞ্চ হ'য়ে বরে পড়বে
 কিংবা এ দু'য়ের
 মাঝামাঝি কিছু একটা—
 যেমন চলছে, চলবো
 তুব যেতে হবে
 কালের নিয়মে ভবিতবৈ।

এই শশানে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

নির্ণিষ্ঠ হয়ে আছে এই শশান,
 চিতা জলছে লেলিহান শিখায়।
 হয়তো অনেক যন্ত্রণা, না বলা কথা,
 পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আগুনে।
 বুকের পাঁজর ফুঁড়ে কেউ দেখেনি কখনো
 সেই বন্দী হয়ে থাকা কথা।
 অনেক বছর ধরে, হয়তো বা অনেক যুগ ধরে
 এইভাবেই কালো ধোঁয়ায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে
 অনেক কথা অনেক কাহিনী।
 ওই কালো ধোঁয়ায় লেখা গল্প কেউ কি পড়েছে
 কিংবা পাঠ করেছে কবিতা?
 কালো ধোঁয়ায় কেউ কি খুঁজেছে
 জমাট বাঁধা অন্ধকার?
 বিষাঙ্গ ছোবলগুলির খবর কেই বা রাখে?
 এক মুঠো গরম চিতাভস্ম কি
 শীতল হয়েছে ওই নীরব কানায়?
 সব ক্ষোভ বিক্ষোভ ঢেকে আছে
 জমাট বাঁধা নীরবতার অন্ধকারে।
 এই ভাবেই কত মানুষ শেষ হয়ে যায়,
 হাদয়ে অন্ধকার জমাট বাঁধা অনেক কথা নিয়ে।

শব্দরা ঝ'রে যায়

কিশোর বিশ্বাস

ঠাকুর্দার আমলের ভাঙা চৌকিতে শুয়ে থাকি
রাতের ডাহুকের ডাকে শরীর কেঁপে ওঠে
চৌকির সমস্ত কাঠ জুড়ে উইপোকাদের বীভৎস উলঙ্গ ন্তৃত্য
উই-খাওয়া জানলা দিয়ে ফুরফুরে বসন্তের মাতাল হাওয়া
ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়
বালিখসা দেওয়াল মরচে-ধরা শিকের দিকে তাকাতে একদ্বয়েমি যাতনা
সূতির ক্যামেরায় ভেসে ওঠে
ভাঙা চাময়ের কাপে সুখের রাত মুছে যায়
মা সরস্বতী ভর করে না আমার কলমে
মগজে ঠেসে দেয় না বিদ্যা
বুকে জ্বলে না জ্বানের আলো
চোখের সামনেই শব্দের দ্রণরা মরে যায়
কবিতা লেখার ক্ষমতা ক্রমশঃ হারিয়ে যায়
ক্লাস্ট বিষম কলমটা চেয়ে থাকে সমবেদনায়
বাসরঘরে রাতজাগা গ্রাম্য মেয়েটার মতো
তোমার অবয়ব রোজ-রোজ হারিয়ে যায়
কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো মেঠো পথে॥

*লেখক: প্রবীণ নাট্যকর্মী। কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাক্তনী।

অভিশপ্তু কোহিনুর মুকুট

পরেশ চন্দ্র রায়

কোহিনুর অর্ধ আলোর পাহাড়—

বহুবার তা ঠিকানা পাল্টায়।

অন্ধ থেকে কাকতীয় সাম্রাজ্য—

পরে আলাউদ্দিনের অধীনতায়।

খিলজি থেকে মুঘলের কাছে

আসে পরে বাবরে,

নাদিরশাহের হাতে ইরানে আসে

পরে আফগানিস্তান আমিরে।

আমির থেকে দুরগী আসে

রঞ্জিত সিংহের আমলে।

পাঞ্চাব থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোহিনুর যায় দখলে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া থেকে রাণী ভিক্টোরিয়া

মাথার মুকুটে শোভা পায়,

ইংল্যান্ডের রাজপুরুষদের মতে

এ যে দুর্ভাগ্যের প্রতীক হয়।

রাণীদেরই কেবল মাথায় ওঠে

রাজারা তো একে বর্জন করে,

শতাধিক বছরের রাজরাজড়াদের

দুর্ভাগ্য বহন তরে।

ভারতের কোহিনুর ভারতে ফেরা—

এটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এই রত্নকে ভারতে ফিরাতে

চুপ করে থাকা—এটা কি ঠিক?

ভারতে এনে যদি ক্ষমতাটা যায়

বুরি আশঙ্কা তার তরে,

এ জন্যই কি ভারত সরকার

আর দাবী করে না এ রত্নের।

*লেখক: কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রাচীনী।

স্বপ্ন—বাস্তব স্বপ্ন

দীপঙ্কর দাস

স্বপ্ন, তোমার কাছে আমার তো খণের কোনও শেষ নেই,
ছোট থেকে শুরু পথচলা—সেও তো তোমাকে নিয়েই—
নীরবে হৃদয়ের এই মগ্ন আকাশ জুড়ে মেঘ হয়ে ভাসো,
কখনও সূর্য হয়ে ওঠো, কখনও পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে হাসো।
জীবনের প্রতি পদে দেখি হিমগিরির সে অচেনা দিগন্তে
লীলাখেলা তোমার, ভালোবাসার চিরচেনা নির্মল বসন্তে
প্রেমিক মনের নিভৃতে যতনে উড়ত তোমার প্রেমপতাকা—
তোমারই সে রঙীন তরীর পাল তুলে ধরে দুরত বলাকা;
তবুও, যখন দেখি বাস্তব নির্ম বড়ো, তোমাকে হারায়
তোমার স্বপ্নিল সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়ে চির অশ্বান বাস্তবতায়—
তখন করুণা হয় তোমার উপর, তোমার রঙীন ফুল
ছিড়ে পাড়ে মাটিতে লুটায়, মন বলে, এ তো সবই ভুল;
হয়তো, এ সবই ঠিক, এই পৃথিবীর চেনা কঠিন মাটিতো।
তবুও স্বপ্ন, তুমি আছো তাই, পারি আমি হেঁটে যেতে
ভবিষ্যতের সেই অচেনা জগতে কোনও অদেখা পাহাড়ে
বাস্তবতার সুরে সুরে মিলিয়ে দুঃখ সুখের সেই রাগ বাহারে।

*লেখক: বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, ও কবি। কৃষ্ণনগর গভর্নেমেন্ট কলেজের প্রাক্তনী।

Statement of Income and Expenditure during the period between 13.11.2022 to 31.03.2023

Income

Previous Balance as on 13.11.2022

To K.K. Datta (in lieu of Cheque) Rs.8729.00

Cash in hand with Treasurer Rs.6256.00

Cash in hand with Secretary Rs.308.00

Bank Balance Rs.21936.00

Collection Subscription with

Delegation Fee Rs.19960.00

Legal Battle Rs.2100.00

Advertisement Rs.12000.00

Amount Lent personally

by Dipankar Das

(to be adjusted) Rs.7085.00

Total Rs.69645.00

Expenditure

Entertainment Rs.7470.00

Labour Charge Rs.500.00

Postal Charges Rs.872.00

Cultural Expenses Rs.600.00

Souvenir Rs.12000.00

ABP Advertisement Rs.4500.00

Closing Balance

Bank Account Balance Rs.34666.00

Cash with Secretary Rs.308.00

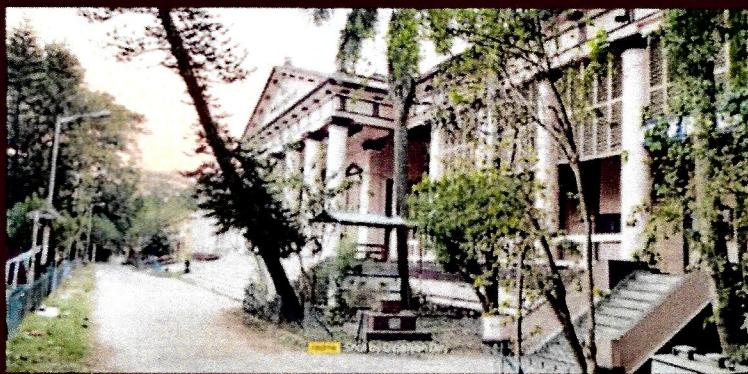
Total Rs.69645.00

Sd/- Khagendra Kumar Datta
Secretary

Sd/- Dipankar Das
Treasurer

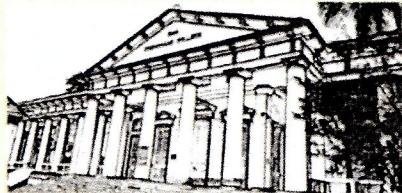
Sd/- Sankareswar Datta
President

Krishnagar Govt. College Alumni Association



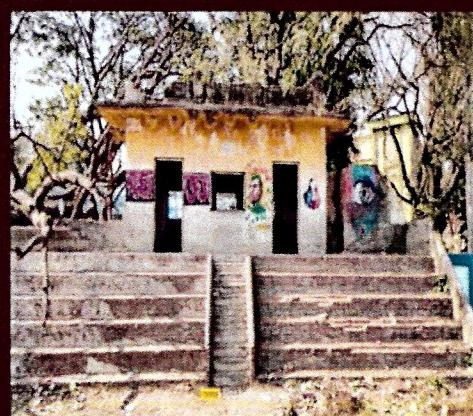
চতুর্দশ তম পুনমিলন উৎসব

১ এপ্রিল, ২০২৩ (রবিবার)
কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ
কৃষ্ণনগর, নদিয়া

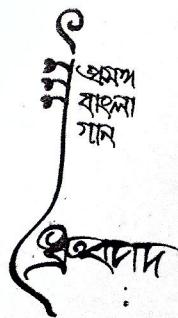


কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ প্রাচীন মহান্দ

e-mail: kgc.alumni.association@gmail.com
M: 94344 51786 / 77971 07847 / 97340 67466



বার্ষিক
সংকলন
১৯৯৯



প্রক্ষেপ
প্রকাশনা
গুরুব
প্রতি ২৫
১৩-১১-১১



Fax No ০৩৪৯৬২০১/৫৩৯৮৬ ৫১৭০১

অন্তর্বর্তী

'রিতুপন'-এই জন প্রেমিক একজি নিম্ন
মেঝে অন্তর্বর্তী ছিল। তিনি: 'প্রকাশনা'। প্রকাশনা
৫০০-৯০০ ইতি প্রতিমন। প্রতি সপ্তাহেও প্রকা
শন। এখন কেন্দ্র কিম্বা কোথুনে?

চার্চ প্রকাশন প্রতিমন নং ১২
লিঙ্গ প্রেস Attention R.P. PAUL
Fax No ০৩৩-৯১-৩৩৭৪২৫৯
E. Mail No. rituparna_paul@hotmail.com
প্রক্ষেপ ৩ ওয়ারোর নং।

প্রক্ষেপ
১৩-১১-১১

৭০ -এর রক্ত ঝারা সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজ-এ^১
শ্যাম, শান্তি, বিশ্ব, পার্থ, কবীন্দ্র'র

প্রোথিত বীজ-এর
শিল্প • গল্প • কবিতা

M. 7797163209 □ Email : shigak09@gmail.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু স্মৃতি ও কিছু বিশ্লেষণ

- অবনী জোয়ারদার (প্রাঞ্জনচৌহাত্র) *

মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বেদিন আমি কলেজের গভীরে প্রবেশ করার অধিকারপ্ত পেলাম, সেদিনের দেই সময়টা আজও বড় বেশী মনে পড়ে। বঙ্গুবাঙ্গবরা সবাই এক হয়ে নানা আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় জীবনের ভাল নাগা, নানা ভালবাসার বিষয়গুলির আলোচনার ফাঁকে প্রায় সবাই আমরা চোখের জল ফেলেছিলাম। বিচ্ছিন্নতা যে বেদনার জন্ম দেয় সেদিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। আজ এত বছর পরেও যখন আমরা স্কুলের সামনে দিয়ে যাই, বদ্বু বাকবাদের সঙ্গে দেখা হলেই সেদিনকার কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে। মনে পড়ে শিক্ষকমশাইদের কঠোর অনুশাসন, অকৃপণ প্রীতি ও অনুরাগের নানা ঘটনাকে।

প্রত্যন্ত গ্রামের এক ছেলে হিনাবে বেদিন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেদিন অন্য কিছু নয়, শুধু কলেজ অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বৃহদাকার স্কুলগুলি, মহাবিদ্যালয়ের বিশাল উচ্চতার ঘরগুলি এবং সমগ্র কলেজ ভবনটার বিশালত্ব ও স্থাপত্য বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে অধ্যক্ষ মহাশয়, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকমস্তুলী এবং উচ্চতর ক্লাসে পাঠ্যত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে পড়ি। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্রকঠোর অনুশাসন, অধ্যাপকমস্তুলীর সহনযোগ ভালবাসা এবং উচ্চতর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনের সংক্ষয়ের ভাস্তবকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

আজ আমার মনে হয় বিশালাকার কলেজ ভবনের বিশালত্বের অভ্যন্তরে শুধু ভবনটাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টাই ছিল না, ছিল ছোট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক অতি সাধারণ ছাত্রের মানসিকতার উন্নৰণ ঘটানোরও প্রয়াস। আজকের দিনের নতুন নতুন কলেজভবনগুলোকে দেখলে মনে হয় দেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানভাব মেটানোর চেষ্টা আছে, তাদের মনের প্রদারতা বাড়িয়ে বিশালত্বকে অনুভব করার কোনো চেষ্টাই নেই।

আমার কলেজ- জীবনের একটা ঘটনার কথা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারিনা। ঘটনাটি হচ্ছে এই রকম—তৎকালীন অধ্যক্ষ ফণীভূবন মুখ্যপাঠ্যায়; কলেজের সামনের ফুলের বাগান থেকে একটি ছাত্র একটি পাতা ছিঁড়েছিল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রটিকে মশটাকা জরিমানা করেন এবং তার জরিমানার নির্দেশপত্রটি সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে শোনানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছিল কলেজ ভবনটি এবং কলেজের গাছপালার প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অংশীয়ন ভালবাসা এবং তার সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন মমত্বোধ ছিল। এই ধরনের ঘটনা এবং এই ধরনের পদক্ষেপ আজকের দিনে প্রায় অকল্পনীয়।

শিক্ষাজগতের নানা অবক্ষয়ের কথা আমরা প্রায়শই শুনি। কথাটির ভিত্তিতে যে অনেক পরিমাণে সত্যতা আছে সে সম্বন্ধে অনেকেই নি: সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে অবক্ষয়টা সবথেকে বেশী প্রতীয়মান— সেটা হল ছাত্র মানসিকতা। আজকের দিনে যথেষ্ট বিজ্ঞ অধ্যাপকমস্তুলীর অভাব নেই। অভাব আছে শুধু উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু জানার, নতুন কিছু করার এবং প্রচলিত পথে সমাধান না করে সমাধ্যনের নতুন পথ অব্যবহোর চেষ্টার। যেদিন আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ওৎসুক্য, নতুন ভাবনার এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সন্ধান পাব-সেদিন থেকেই ছাত্র মানসিকতার পরিবর্তন আসবে।

দিশাহীন ছাত্রসমাজ অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকমস্তুলীর দিশা দেখানোর প্রয়াসকে অবজ্ঞা করে নিজেরা একরকম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং সহপাঠিনীদের মধ্যে একধরনের বীরত্ব প্রকাশের

২৩/৩/১৯৮৪

অপচ্ছে করে। এ জিনিসটাকে দূর করে যতদিন না ওদের আমরা সুস্থ মনের ছাত্র করে গড়ে তুলতে পারি, ততদিন আমাদের ভুগতেই হবে। আমাদের সময়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না যে নানা অসুস্থির অবস্থান করে— এমনকি অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃন্দি ঘট্টনা হব। এইসব করে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ভাবীকালের নাগরিকদেরও বিকৃতমনস্ক করে তোলা হচ্ছে।

এখনকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য আগেকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং আমি বলব এটাকে বাস্তবমূর্তী করার চেষ্টা হচ্ছে। অধীন বিধয়ের উপর ব্যুৎপত্তি লাভই আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার শেষ কথা নয়। লক্ষ জ্ঞানের প্রয়োগকৌশলটাও জন্ম জরুরী। তার খেকেও বেশী জরুরী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরী করা যাতে তারা লক্ষজ্ঞানের প্রয়োগ কৃশলতায় আরও শ্রীবৃন্দি ঘটাতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের চাহিদা বাঢ়াতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ফসল। এই ফসল যদি বিশ্বের দরবারে অবহয়েগ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরে এবং শিক্ষাব্যবস্থাতে কোনো গলদ আছে। যত দ্রুত আমরা গলদগুলো দূর করতে পারবো ততই মঙ্গল আমাদের।

[*লেখক বর্তমানে কৃষ্ণনগর উন্নত বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক]



KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE

P.O. - KRISHNAGAR, Dist. - NADIA,
Pin. - 741 101

Code No. : 953472

Office : 252863

Resi : 252810

Memo No.

Date.....

FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL

I feel extremely honoured to convey my sincere thanks to the members of the Alumni Association of the College for the sense of cohesion and camaraderie that they have shown and also for their sincere effort towards ensuring the physical and intellectual well being of the college. Without the enterprise and unrelenting support of the Alumni Association it would not have been possible for the college to achieve the present status. I am confident that it is a great occasion which has brought all of us together today. This occasion offers an important opportunity for renewal in commitment, for gratitude, for reunion and reconciliation. We are glad to have you back amongst us.

Since its inception in 1846, Krishnagar Government College has always had a vision to impart higher education to people of this part of the country and to ensure accountability to the society and create accountability at all levels. During its one-hundred-and-sixty-four years journey it has witnessed numerous chapters that have unfolded in the history of the nation, and of the world, and finally emerged as a major center of learning, imparting modern education of an indisputably high quality. With the concentrated effort of all the stakeholders, the college has touched a milestone in the immediate past. The college is the only institution in Nadia district, and the only college under Kalyani University which has earned recognition as an 'A' grade institution after assessment by NAAC (National Assessment and Accreditation Council), an autonomous body under the Ministry of Higher Education, Government of India.

Presently, the higher education in India is in a state of flux due to the increasing need of specialization, expanding access to higher education, impact of technology on education, and impact of globalization. Foreign and private investment in education is gradually changing the scenario in higher education. More and more engineering and technological institutions are coming up and meritorious students are constantly looking for opportunities to switch over to professional courses from the conventional degree courses. If this continues, that day is not very far off when there will be a dearth of good teachers and researchers this will affect the moral uplift of the society.

In this current scenario, it is a great challenge before us to maintain and further enhance the academic performance of the institution. So it is my earnest appeal to all the alumni of our prestigious institution to come forward with their suggestions for the improvement of the college. I do not know how far my appeal may touch your hearts but I strongly believe that, as on earlier occasions, all of you will come forward and exert your heartiest effort by joining hands with me. If you do this, we may one day definitely achieve the 'goal'.

I am confident that the past generations of academicians of our college and their brilliant performance will be a source of inspiration to the dynamic and enthusiastic present generation for the further enhancement of the glory of the college.

It makes me happy to learn that on this occasion you are going to publish a colourful souvenir which will mirror the glorious achievements and aspirations of our prestigious institution.

Finally, I convey my best wishes for the success of the 2nd Annual Reunion of the Alumni Association of our college and I am confident that the exchange of ideas generated by the reunion will permeate to the future and will act as a catalyst for the future progress of the college.

Nimai Chandra Saha

(Dr. Nimai Chandra Saha)
Principal
Krishnagar Govt. College

Dr. Pijush K. Tarafder
Secretary

Welcome Address to all members of KGC Alumni Association

Professor Jayasri Ray Chaudhuri, Principal,
Krishnagar Government College

One year has passed and like all cycles the day for reunion of alumni members of Krishnagar Government College Alumni Association has arrived again. My hearty welcome to all the members who have once been the inmates of this one hundred and sixty seven years old heritage institute, so very renowned in the education scenario of Nadia district. Over the years, this college bearing the legacy of expansion of education under British rule has evolved into a nodal centre of learning at both undergraduate and post-graduate levels. Apart from day scholars, the institute provides distant education through its affiliation to Netaji Subhas Open University. Moreover, it has emerged as an important venue for educational exhibitions and public examinations. Today it has approximately 3000 day scholars and many of the students have made their mark at higher educational levels. The college has nurtured great poets and scholars. Last year, it marked the 150th birth anniversary of the renowned Bengali poet Dwijendralal Roy and the Alumni Association recalled with nostalgia the famous poet's memories in a two day celebration when the foundation stone of an umbrella over the poet's statue in the garden was unveiled by the Hon'ble Minister-in-charge of Higher Education, Sri Bratya Basu.

The institute's pride as a centre of learning was enhanced when it was proclaimed as 'A' Grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and was subsequently selected for the status of 'Centre with Potential for Excellence'. Currently the education system of India, both at the national and state level, has been experiencing a transitional phase as it is striving to adjust itself to the process of globalisation and economic reforms. Hence two concepts viz. universalisation of education and globalisation of education have been injected into the domain of policymaking and planning. While universalisation is expected to bring about inclusive development by encouraging the under-privileged segments of the society to participate in the formal learning process, globalisation is attempting to integrate the flow of knowledge in the global space. This institute performs the dual role of catering to the demands of universalisation of education on the one hand and globalisation of education on the other. Universalisation of higher education is being promoted through the General Courses offered at the undergraduate level. Simultaneously, Globalisation is being ushered in through the expansion of post-graduate courses and promotion of research by the faculty members with the funding from various sources like UGC, DST etc.

The alumni association has a very important role to play in coordinating the old and new and it did play a vital role during the phase when assessment was being made by the NAAC peer team. The dedication and contribution of those who have passed through the college (as students, teachers or non-teaching staff) for more than hundred years have to be honoured and remembered with respect, not only today, but for years to come.

WELCOME ADDRESS

*** Professor Jayasri Ray Chaudhuri, Principal,
Krishnagar Government College**

One year has passed and like all cycles the day for reunion of alumni members of Krishnagar Government College Alumni Association has arrived again. My hearty welcome to all the members who have once been the inmates of this one hundred and sixty eight years old heritage institute, so very renowned in the education scenario of Nadia district. This institute has been playing a very important role in disseminating education to students of both the genders and to all economic sections of the society. Its contribution in female education, particularly at the higher - post-graduate level, deserves appreciation. At the undergraduate level, a large number of applicants come from the BPL economic group. Both the points highlight the role of the institute in the process of 'inclusive development'.

The most significant trend revealed by data analysis is the improvement in the result structure of post-graduate students – especially, among the female post-graduate students. Moreover, the teaching faculties are making significant contributions in higher level research, as revealed by the increasing number of publications in the refereed journals - both at the National and International levels. The encouragement of University Grants Commission is revealed by the increasing number and amount of research grants being received by the teaching staff. These facts indicate the gradual shift of the institute towards higher education i.e., post-graduation. Change of status of an institute to a post-graduate based research level implies greater participation in academic globalization. However, it must be remembered that such a shift probably and automatically heralds lesser emphasis on universalization of education, which usually takes place in the form of general level or pass courses in colleges.

Nadia district is likely to have additional colleges in the near future to cater to a larger population - which may ease the pressure on this college and is on the way to an upgraded status. **Such an upgraded status needs a peaceful and an academic atmosphere** so that the institute can successfully function as a Centre of Excellence. Faculty researchers and learners must be able to concentrate in a disciplined manner in order to contribute to innovations and new knowledge. I hope and appeal to all to cooperate and help the institute to fulfil its aspirations for higher status.

***(Patron-in-chief, KGC Alumni Association)**

ভাবনা এলোমেলো (২০১৫সালের স্বত্ত্বাকার প্রকল্পিত রচনা)

চন্দন সান্ধাল

কলেজ নিয়ে এলোমেলো ভাবনা ছাড়া সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নিতে সেই বিশিষ্ট আমল থেকে আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। কলেজের বে এবং মধ্যে শিক্ষা নিয়ে উচ্চমহালের সিদ্ধান্ত বদল হয়েছে তার সীমা নেই। কখনও নামকরণ নিয়ে, কখন আবার শিক্ষাবর্ষ নিয়ে এবং সেই সঙ্গে প্রার্থীদের ভর্তি ইউনিয়ন নির্মলীভূত বে কলেজ দফতর পাঠেছে তার ইতিবাচক দুর্ভাব।

শিক্ষার্থীদের জীবনে আকৃতিক ভাবেই দিন আসে, মিন থায়। বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসা ছবি ছবীর দল কলেজের করতে করতে চলে থায়। এই আসা যাওয়ার মাঝে কলেজের পঠন এক অন্য সময়ের ভূমি। বড় ইয়েরাত গড়তে যেমন কাঠামো লাগে, বড় মাসের মানুষ হওয়ার অপ্র সফল করতেও তাই। সে কাঠামো কিছুটা গড়ে দেয় পরিবার, কিছুটা পরিবেশ আর কিছুটা বিদ্যালয়। কলেজ মানে তো মহাবিদ্যালয়। তার মেয়াদ কিছু সাকুলে চার বছরের বেশি নয়। একজন মানুষের জীবনের গোটা পরিসরে চার বছর আর কতটুকু?

আবার যারা বিদ্যার্জন ছাড়াও খেলাধূলা শরীর ঢাঠা ইত্যাদিতে নাম মাঝে বয়সের বেশি নয়। একমাত্র পেশাগত ভবে যারা বিদ্যাকে উপজীব্য করতে যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক অভিজ্ঞীনী এবের ক্ষেত্রে সারা জীবন বলতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝতে হবে। দেখা যায় সারাজীবনটি পেশার নামেই জনসমক্ষে সংবর্ধিত হয়। যেমন শিক্ষক অনুকূল বা অধ্যাপক অনুকূল কিন্তু ডাক্তার সে। এদের মধ্যে আবার ডাক্তারি এমনই পেশা যে সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে সাকার আর বিভাগটি নিরাকার। প্রথমটি উচ্চতর শিক্ষার ফসল আর বিভাগটি উচ্চতর শিক্ষা অন্তে গবেষণার ফসল। কিছু আলোচ্য কোনটির প্রেরণেই কলেজের চারবছরের সময়সীমার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্তএব দেখা যাচ্ছে যে উচ্চতর শিক্ষার কোনটিই এ কলেজ থেকে পাওয়া নয়।

নামের সঙ্গে পদবি যেমন লেপ্টে থাকে শেষ দিন অবধি, তেমনই ডাঃ অর্থাৎ ডাঃ যাই হোননা কেন সেটাও থাকে কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষা নিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সোশান মাঝ হয়, তাহলে কলেজকে স্মরণ করার মত আবেগের অভাবের দরুণ আমরা অন্যোগ করতে পারি কি?

এতক্ষণ যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি তার প্রয়োগ তো আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে। ধরুণ তুষারদার কথা। আজকের তুষারদাকে বের্কেট নয়, বেলার জগতের বু বের্কেট তাঁর বুড়িতে রয়েছে। আবার বিশুল্ব ভাবাবিদ কুম্ভায় দাখ যে শেষ জীবন অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দকূলে গবেষণা মূলক লেখা লিখে গেছেন, বা আমরাই সহপাঠী অভিজ্ঞ শিক্ষক ডঃ বাসুদেব সাহা যে শেষ নির্বাস পূর্ণত গবেষণা মূলক অভিযান রচনা করছে এটিও সত্য।

অক্ষয় বয়স এখন ৭৫ বছর। পায় ১৬-১৭ বছর আগে এক মাসুলি পেশা থেকে অবসর নিয়ে আর বিস্ময়সের ক্ষেত্র কুরুক্ষু। কিন্তু আমার চেয়েও বয়সে প্রবীপ ধীরেশ্বর, ভালসদা বা সুরীলুম উচ্চতর শিক্ষার যে জগতের কথা আগে চলছি সে জগতে কৃতী হয়ে তখ ডক্টরেট পেয়েছেন তাই না, এরা আজও জনসমক্ষে অধ্যাপক পেশার শীকৃতি সহ সর্বিক হন। আজকের আর এক সহপাঠী বাসুদেব মহল বিলেত থেকে ডাক্তারিতে কৃতী হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই শীকৃতি প্রকৃতে।

অক্ষ করে অন্তর্বিত্তের মাঝ দুবছরে মহ কৃতির দেখিরে শিখান্ত বা যানবপ্নুর থেকে পাশ করে বাস্তবার হয়ে অসম নিয়েছে, তাহের কিন্তু সে কৃতিত্বের শীকৃতি সামাজিক ভূমি নেই।

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟସୀମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାର ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯାରା କୃତିତ୍ତ ଦେଖିଯେଛେ ତାରା ଦୂରଚର ବାଦେଇ ଡାଙ୍କାରି ବା ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଙ୍ ପଡ଼ତେ ଗେଛେ। ଅତେବେ ମେସବ କୃତୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇ କଲେଜେର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଧ୍ୟୋଗ ମାତ୍ର ଦୂରଚରର। ଯାରା ଜୀବନେର ମଧ୍ୟେ ଦୂରଚରକେ ଶ୍ଵରପେ ରୋଖେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖ୍ୟାର ଯାନୁସ ପାଓଯା ଭାର। ମେ କାରଣେଇ ଆମରା ସେଇ ମେ କୃତୀଦେର ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ପାଇନି। ସତି ବଲତେ କୃଷନଗରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ରାୟକେ ଆମାଦେର କଲେଜ ପେରେଛେ ମାତ୍ର ଦୂରଚରର ଜନ୍ୟେ। ତିନି ପ୍ରାତିକ ହେଲେଛିଲେନ ହଙ୍ଗମୀ ମହିନୀ କଲେଜ ଥେକେ। କାଜେଇ ତୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ କଲେଜ ହଲେ ହେତୁ ପାଥରେ ଖୋଦାଇ କରେ ତୀର କଥା ଲିଖେ ଆମରା ତାକେ ସଞ୍ଚାନ ଦିଯେଛି ନା ନିଜେରାଇ ସମ୍ମାନିତ ହେଯି ସେଟାଇ ଭାବି। ବିଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲେର ଚର୍ଯ୍ୟେ ସୁପତ୍ରିତ ରାମତୁଳ ଲାହିଟୀର ସଙ୍ଗେ କୃଷନଗର କଲେଜେର ଯୋଗାଧ୍ୟୋଗ ବେଶି ଛିଲ। ତବେ ପ୍ରଥମ ଜନ ହିନ୍ଦୁମେ ଛାତ୍ର ଆର ଦ୍ଵିତୀୟଜନ ଶିକ୍ଷକ ! ବିଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲେର ମହ ଅଭ୍ୟବତ୍ତ ମାପେର ସାହିତ୍ୟକ ମା ହୁଲେ ଆମାର କାକା ନାରାୟଣ ସାନ୍ତ୍ୟମ୍ ପ୍ରାତିକ ଏଇ କଲେଜେ ପଠନ ଆମେ ଆତକ ହୁଁ ଶିବପୁର କମେଜ ଥେକେ ବାସ୍ତକାର ହନ।

କାଜେଇ ମନେ ହୁଁ ଆମାଦେର କଲେଜ ପ୍ରାକ୍ତନୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଯତେ କ୍ଷେତ୍ର ଥାକ ଜୀବନେର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥେକେ ତାର ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀତ ମହିନାରେ ପରିପାଦନ କରିବାର ମଧ୍ୟେ କମ।

କଥାଯ ବଲେ – ବଲେ ମୋତ ଭାଙ୍ଗନୋ । ସର ସଂସାର ଛେଡେ କଲକତା ଥେକେ ନିଜେର ପରସାର କୃଷନଗରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାକ୍ତନୀର କାଜ କରତେ ଆସା ପୌଷ୍ଟରେ ମତୋ ଅଥବା ସେଟ ବ୍ୟାକେର ଚାକରି ଥେକେ ଅବସର ନିଯେ ଅନ୍ୟ କାଜ କାମ ଲାଟେ ତୁଲେ ପ୍ରାକ୍ତନୀର ଜନ୍ୟେ ଥଗେନେର ମତୋ ମାନୁସ ତୋ ଆର ଗନ୍ଧାର ଗନ୍ଧାର ମିଲବେନା । ସଦିଓ ବା ଦୁଚାର ପିସ ପାଓଯା ଯାଯ, ତା ଆମାର ମତୋ ଗରେ ଗନ୍ଦେ ମାନୁସ ।

ଆମାର ବିଦ୍ୟା ବଲତେ ଦାପଟ । କଲେଜେର ଚାରବର୍ଷ ବଢ଼ ଛୋଟ ସମ୍ବରସୀ ନିର୍ବିଶେଷେ ସେ ଦାପଟ ଚାଲିଯେ ଗେଛି । କଲେଜ ଇଉନିୟନେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବେ ଚଲେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ଆଗେର କୋନ ଲାଭ ହୁଯାନି । ବସ୍ତୁ ବାନ୍ଧବ ଚେଳା ପରିଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନକାଳ ଗିଯେ ଏକକାଳେ ଟେକ୍ ମାନୁସେର ଦାପଟ ବସନ୍ତ କରିଲି । ତବେ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ ଏଟ୍ରକୁ ସେ ପଡ଼ଭାବ ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗେର ସବ ଅଧ୍ୟାପକରାଇ ନାମେ ଚିନିତେନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୋ ବେଟେ । ଲାସ୍ଟ ବେଷ୍ଟର ଛେଲେଦେର ଏମନ ଶୀକ୍ତି ଅସାଭାବିକ ନୟ କି ?

ଦେଢ଼ଶ ବର୍ଷ ପାର କରେ ଦେଓଯା କଲେଜେ ପ୍ରାକ୍ତନୀ ସମ୍ମେଲନେ ମମ ଜାଗେ

ରଥ୍ୟାଜ୍ଞା ଲୋକରଖ୍ୟ ମହାୟମ୍ବାଦ, / ଭକ୍ତେରା ଲୁଟୋରେ ପଥେ କରିଛେ ପ୍ରଣାମ ।

ରଥ ଭାବେ ଆମି ଦେବ, ପଥ ଭାବେ ଆସି, / ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଆମି ଦେବ, ହାସେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ।

କେଉ ଭାବରେ କଲେଜେ ଟେକାର ମୂଳ ଫଟକେ ପାଥରେ ଖୋଦାଇ କରା ନାମ ଲିଖେଛି । କେଉଁବା ଭାବରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲେର ମୂର୍ତ୍ତି ବିମିଶେ ଦିଯେଛି, କେଉ କେଉ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମାଥାଯ ଛାତା, ସାମନେ ତୋରପ କରେ ଦିଯେଛି, ଏକଦିନ ଭାବରେ କଲେଜ ବାଗାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯେଛି, ଜଙ୍ଗଳ ଝାଫ କରିଯେଛି ଆବାର ଏକଦିନ ଭାବରେ ରାଜବାଟେ ଦୌଡ଼େ ଗିଯେ ଟାକା ଏନେହି କଲେଜ ଭବନ ସଂକ୍ଷାର କରତେ, କେଉ ଭାବରେ ଖେଳାଖୁଲାର ଉପରି କରତେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରୀକ କରଛି । ଅତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହ ଉପକୃତ । ଏହିକେ ସାର୍ଥଶତବର୍ଷ ଉତ୍ୱାର୍ଥ କଲେଜ ସନ ସନ ମାଧ୍ୟ ମାଡ଼େ ଆର ବୁଲେ –

ହେଥା ନର, ହେଥା ନର ଅନ୍ୟ ବେଳ୍ପା

ଅନ୍ୟ କୋନଥାନେ

ଚଲ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ସର୍ବାନେ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ବର୍ଗ ବଲେହେ – ଏଥି ଯାର ସବେ ନେଇ ତାର ବୃଥାଇ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ତନୀ ସମିତିର ବଡ଼ୋଇ କଦର ଆମାଦେର ଅନେକେର ଭାବନାର ଆମରା ଦେବତା ହୁଁ ଗେଛି ।

ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ କେଉ ବା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚମ୍ବନୀ ସାନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମୁଖ୍ୟମ୍ବନୀକେ ଧରେ କଲେଜକେ ଉଚ୍ଚତରଆସନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯା ଗୌରବେର ଅଧିକାରୀ ହତେ ପାରଲେ ଆମରା ଦେବତା ହୁଁ ଯାବେ ।

এবার আদি একটু অন্য কথায়। এই কৃষ্ণনগর শহরে পদার্পণ করেছেন দাক্ষিণাত্যের সিরগিরি মঠের জগৎকুল শৎকর্মচার্য। তিনি উঠেছিলেন ঘূর্ণির সুরেন্দ্র ভবনে। তিনি কৃষ্ণনগর এ.ভি. হাইস্কুলের মাঠে বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণনগরিকরা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। শ্রীশ্রীঁরী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরে পদ, গঁ করেন যুগাবতার ঠাকুর ওঁকার নাথ। গোয়াড়ী বাজারে রয়েছে গোড়ীয় মঠ। ঘূর্ণিতে রয়েছে জগৎবন্ধু মঠের প্রধান কেন্দ্রটি। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নাম সংকীর্তন হয়ে চলেছে। বাংসরিক অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে আসে ভক্তবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমক পূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হয়। এটি একটি আন্তর্জার্তিক ধর্মীয় অঙ্গন হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

‘নীলদর্পণ’ খ্যাত লেখক দীনবন্ধু মিত্র, কবি ও নাট্যকার বিজেন্দ্র লাল রায়, বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক রামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক ও লেখক সুধীর প্রসাদ চক্ৰবৰ্তীর পদস্পর্শে স্মেহধন্য এই শহর। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই শহরে থেকেছেন। প্রায় আড়াই বছর। লিখেছেন বহু কবিতা ও গান। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই শহরে এসেছেন। যুবকদের নিয়ে সভা করেছেন। বক্তৃতা দিয়েছেন। সময়াভাবে ও স্থানাভাবে অনেক কথায় লেখা হল না। যথা সময়ে স্মরণে না আসায় যাঁদের বায়ে প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ গেল তারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

List of Members of Krishnagar Govt. College Alumni Association as on 25.03.2023 (subject to payment of subscription) (Please inform us any mistake detected by you)					
Sl. No.	Name of Member	Address	Phone No.	Member-ship year	e-mail address
1	Achintya Saha	North Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9734333938	2008	
2	Adreeja Basu	85, Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	9002573662	2009	
3	Aindrila Roy Chatterjee	D/o Sudip Chatterjee, Hatarpara Bank Lane, Near High School (Primary), Krishnagar, Nadia			
4	Ajay Kumar Singhary	S/o Late Jnanada kumar, Violi & P.O. Bohar, Bardwan (Purba)	9477131760	2018	
5	Ajit Kumar Basu	Chowdhuripara, J.P. Lahiri Road, Krishnagar, Nadia	03472-224340	2009	
6	Ajit Kumar Mukherjee	Chasapara, Krishnagar, Nadia	9475148393	2009	
7	Ajit Nath Ganguly	T.P. Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia.		2008	
8	Alaktika Mukhopadhyay	Block A-II, Flat-204, Prasadnagar, 27,B.T.Rd, Kamarhati, Kolkata - 700058	9830574027	2008	
9	Aloke Sanyal	S/O Late Dhirendranath Sanyal, Raypara, Krishnagar, Nadia	9434206561	2012	
10	Alok Kanti Bhaumik	S/o Late Rakhal Chandra Bhaumik, "Om Apartment", Flta 6, 13, RBC Road, Dum Dum, Kolkata- 700028	9830188765	2023	alokcon@rediffmail.com
11	Alpana Basu	10/1, B.L.Chatterjee Road, Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9333171996	2009	
12	Amal Biswas	S/o Late Gopal Chandra , T.P.Banerjee Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9735477280	2017	amal68biswas@gmail.com
13	Amar Singha Roy	A/9, Sarada Abasan, Congresspara, P.O. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur- 733161	9832580852	2012	
14	Amarendra Nath Biswas	Ekta Heights,Block IV,Flat-10A, 56,Raja S.C Mullik Rd. Kolkata- 700032	9874835273	2009	
15	Amarendra Nath Sanyal	B-G/1, Aditi Apartment, D-1, Janakpuri, New Delhi - 110058	7709636897		amrendra.sanyal@yahoo.com
16	Amit Kumar Maulik	D.N.Roy Road, Krishnagar, Nadia	9434450959	2008	
17	Amitava Mukherjee	S/o Late Ramakrishna, Dr. sachin Sen Road, Krishnagar, Nadia	9332349400	2018	mukherjeeunitdhan15@gmail.com
18	Amitava Roy	421, DumDum Park,Kolkata - 700074	9831342015	2009	
19	Amrita Sarkar	D/o Dr. Ramwendranath Sarkar, 25, Pandit L.K.Moitra Road, Krishnagar, Nadia	9434245225	2020	
20	Anandamoyee Raha	"Anamika", 1/67 M.M.Ghosh Road, Kolkata - 700074	9748791203/ 8902589241	2013	
21	Ananta Bandyopadhyay	Bank Lane , Krishnagar, , Nadia	9434322823	2008	
22	Anil Kumar Mondal	A 28/227 Kalyani, Nadia	033-25820052	2009	
23	Anil Kumar Nandi	S/o Late Haralal, Sandhyapara, Ghurni, Nadia	9433258890	2017	
24	Anil Kumar Roy	R.N.Tagore Rd. High St. Krishnagar , Nadia	9232604899	2009	
25	Anil Kumar Sarkar	162, College Street, Krishnagar, Nadia		2009	
26	Anindya Sarkar	S/o Amalenduath, Bhakat Singh Ropad, Saktinagar, Nadia	7001849601	2018	anindya.sarkar1976@gmail.com
27	Azizban Dhar	37, Anantabari Mitra Rd. Krishnagar, , Nadia	9474338900	2009	

Sheet1

28	Aniruddha Palchowdhury	M.G.Road, Krishnagar , Nadia	03472-252036	2009	
29	Anju Biswas	Vill. Simultala, P.O.Krishnagar, Nadia	03472-271343	2009	
30	Apurba Bag	Radhanagar South, P.O.Ghurni Nadia	9733709344	2009	
31	Apurba Kumar Chatterjee	17, P.L.Chatterjee lane, Krishnagar, Nadia	9474677145/254032	2008	
32	Archana Ghosh Sarkar	8/1, PLK Mitra Lane, Krishnagar, Nadia	03472252474/9800251314	2008	
33	Ardhendu Bhusan Kundu	Chasapara, T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia	03472-252483	2008	
34	Arobindu Kumar Roy	S/o Adhir, 34/A, P.C. Bose Lane, Ukilpara, Krishnagar, Nadia	9232746716	2017	royacobinda1979@gmail.com
35	Arun Kumar Bhaduri	Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar , Nadia	03472-224770	2008	
36	Arup Kumar Ghosh	S/o Bisweswar Ghosh, 34, Sukanta Sarani, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	9475178949	2020	
37	Ashim Ranjan Bagchi	S/o Late Anil Kumar Bagchi, 10/11, College Street, Krishnagar , Nadia	9432000103	2014	
38	Asim Kumar Pramanik	Baxipara, P.O. Ghurni, Nadia			
39	Asim Kumar Saha	Ghurni, Krishnagar , Nadia	9434105358	2009	
40	Asim Kumar Sinha	A-1 Gobinda Sarak (Rajbari Lane), Krishnagar , Nadia	9474608769		
41	Asimananda Majumder	M.M.Ghosh Lane, Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	9434742091	2013	
42	Asis Mukhopadhyay	"Anamika", 1/67 M.M.Ghosh Road, Kolkata - 700074	9433020681	2013	
43	Asit Kumar Roy	Tilak Road, P.O. Saktinagar, Nadia	03472224249/9475601972	2008	
44	Asok Ghosh	Dhubulia, Nadia, PIN-741140	9475110799	2013	
45	Asok Kumar Saha Dr.	323 Nabapally Bidhannagar, Kolkata - 700105			
46	Asoke Kumar Das	S/o Late Mohitosh Kumar , Ghurni Anandanagar, Ghurni, Nadia	8927402268	2016	
47	Banani Datta	20, R.K.Mitra Lane, Krishnagar , Nadia	03472-251133		
48	Banibrata Sanyal	Flat-9,Block II,H.S.IV(S), 103, Ultadanga Main Rd, Cal-67	9433728900	2009	
49	Banimanjori Ghosh (Das)	Mukundapur, Calcutta		2009	
50	Basudev Mondal Dr.	Central Nursing Home ,-26, B.L.Chatterjee Rd.Krishnagar, , Nadia	03472-252888	2009	
51	Basudev Saha Dr.	Barnipara Bye lane, Krishnagar.	9832276558	2008	
52	Basudev Sarkar	26, M.M.Ghosh Rd. CMS Gate, Krishnagar, Nadia	9474593228	2009	
53	Bhabani Pramanik	Judge Court Para, Krishnagar , Nadia	03472-657664	2009	
54	Bhairab Sarkar	Gumtipara, P.O.Birnagar, Nadia.	03473-26171	2008	
55	Bhaktadas Biswas	S/o Jagatbandhu Biswas, A2/13, Kalyani, Nadia	9143211964	2014	
56	Bhaktadas Mukherjee	Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9332112314	2016	
57	Bharati Das Bagchi	11/B, S.K.Basu Rd Krishnagar., Nadia	03472253160/9475032636	2008	
58	Bholanath Swarnakar	7,M.M.Ghosh Lane,Patra Bazar, Krishnagar., Nadia	9474740222	2008	

59	Bhudeb Biswas	B-9/142, Kalyani, Nadia	03325823098/ 8013622131	2009	
60	Bibekananda Sen	BL-239, Sector-II, Salt Lake, Kol- 700091	9435531603		
61	Bidesh Ch. Roy	High Street, Krishnagar, Nadia	9733294848	2013	
62	Bidyut Kumar Sen	11/2 M.M.Ghosh Road Krishnagar, Nadia	9474678247	2008	
63	Bijan Kumar Saha	Bejikhali, Krishnagar, Nadia	94345536787	2009	
64	Bijon Ghosh	24.H.C.Sarkar Rd., Krishnagar, Nadia.	9810090664	2008	
65	Bijoy Kumar Dutta	I, Anchalpara, P.O. Bethuadahari, Nadia	9434124535	2009	
66	Bimalendu Singha Roy	55/5 D.L.Roy Road, Gupta Nibas, Krishnagar, Nadia		2012	
67	Binayendu Debnath	Bhalka, Joania Bhalka, Nadia	9082515763	2010	
68	Birendra Kumar Das	S/o Late Nityananda , Swapnaneer Abasan, Flat No.401, Patrabazar, Krishnagar, Nadia	9434144625	2017	
69	Bishnu Gopal Biswas	31,Amulya Kanan Co-Op Housg Soc Ltd, Serampore, Hoogly	9231509470	2008	
70	Biswajit Adhikari	S/o Gopal Adhikari, Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9475109784/ 9851237214	2020	
71	Biswanath Kundu	Parbatipur, P.O. Pritinagar, Nadia	9474480374		
72	Bisweswar Dutta	S/o Late (Dr.) Narendranath Dutta, Palpara, Bhattinga, Nadia	7797107847	2016	
73	Bithika Mukherjee	P-48, Meghnad Abason, Prafulla Kanan, Kolkata - 700101	9830198372	2013	
74	Byomkesh Sarkar	T.D.Banerjee Rd,Simantapally, Krishnagar., Nadia	03472-224979	2008	
75	Chand Gopal Mondal	"Srian Abasan", Dr. Sachin Sen Road, P.O.Ghurni, Nadia	9733609846	2013	
76	Chandan Mondal	27, B.L.Chatterjee Rd, Krishnagar, Nadia	9434112120	2009	
77	Chittaranjan Roy	Bethuadahari Station Para, P.O. Bethuadahari, Nadia	x947407299	2009	
78	Dayanarayan Banerjee Dr.	S/o Late Nripendranarayan Amina Apartment (3rd Floor), 47, New GT Road, P.O. Uttarpara, Hoogly 712258	9433094354	2017	
79	Debal Kanti Ray	46, R.N.Tagore Road (Chewrasta), Krishnagar, Nadia	03472-254254		
80	Debdas Acharya	11, Aurobinda Sarani (Near Womens College) Krishnagar	03472-256152	2009	
81	Debjoyti Dey	61/4, Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Nadia	9474740225		
82	Devashis Mandal	Gupta Nivas, Hooglytala, Krishnagar, Nadia	8900185868/ 9232499219		
83	Dhirendranath Biswas	6, R.K.Mitra Lane, Krishnagar Nadia	03472-253466	2008	
84	Dhrubajyoti Datta	S/o Khagendra Kumar Datta, Nagendranagar, Krishnagar, Nadia	9474019543	2018	
85	Dibyendu Saha	Saktinagar Baganpara, Krishnagar, Nadia	9832276576	2009	
86	Nilip Kumar Biswas	Raja Road, Chaudhuripara, Krishnagar, Nadia			
87	Nilip Kumar Guha	34,Harimohan Mukherjee Rd, Kathuriapara, Krishnagar, Nadia	9932742957/ 03472254055	2008	
88	Nilip Kumar Kirtanya	S/o Shri Shubnath , B.G. Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9932572280	2017	

Sheet1

89	Dilip Mukherjee	15, J.K.Saha Lane, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	9434821791	2008	
90	Dinabandhu Mandol	Vill+P.O. Bhimpur, Nadia	9732554498	2009	
91	Dipak Das	Radhanagar (NearSBI) P.O.Gharni, Nadia	9434324568	2009	
92	Dipak Dasgupta	Manirampur, Barrackpore, 24-Parganas(N)	033-25920905	2009	
93	Dipak Kumar Biswas	14/9,P.K.Bhattacharya Lane,Krishnagar, Nadia	9564040961/03472254213	2008	
94	Dipak Kumar Ghosh	Srijani Abasan,Sachin Sarkar Rd, Ghurni,Nadia	9434825048	2008	
95	Dipak Kumar Sanyal	Kabiguru Rd. Saktinagar, Krishnagar, Nadia	03472-224095	2009	
96	Dipanjan Dey	S/o Dibakar Dey, Nagendranagar, Krishnagar, Nadia	7001337714	2022	ddey2917@gmail.com
97	Dipali Sanyal	Radhanagar Gangalibagan, Ghurni, Nadia	03472-226076	2008	
98	Dipan Mukherjee	Nediarpara, Krishnagar., Nadia	9932325736	2009	
99	Dipanjan Lahiri	1/15, College, Krishnagar, Nadia	9476191292	2008	
100	Dipankar Das	3/1, Chunaripara Lane, Krishnagar, Nadia	9434552005	2008	
101	Dipti Prakash Pal (Prof)	B-2/349, Kalyani, Nadia	033-25826446	2009	
102	Durga Shankar Shovakar	43, Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia	9475822543	2008	
103	Francis Gomes	S/o Late Joseph Gomes, "Moon Plaza", 62, Lenin Sarani, Kolkata - 700013	8617293374	2020	incisgomes2911@gmail.co
104	Gaurpada Das	Bowbazar, Baishnabpara, Krishnagar, Nadia	03472258984/9474611339	2008	
105	Gautam Malakar	Darjeepara, Krishnagar., Nadia	9932378790	2009	
106	Gita Biswas	C/O P.N.Biswas,Block S, No.S.SM Nagar Govt. Housing Phase-I, Sarkarpool, 24-Pgs(S)	033-24934850	2009	
107	Gobinda Chandra Sengupta	54, Nandipara RD, Nabadwip, Nadia	03472-244157	2009	
108	Gokul Chandra Das	Houston, Texas, U.S.A.	+ (832) 971-5461	2020	
109	Gopal Biswas	Kayakalpa Sadan, 9/1A, P.I.K.Moitra Rd, Krishnagar, Nadia	8001169356	2009	
110	Gopal Biswas	Bangaon, North 24-parganas	9002259635	2015	
111	Gopal Sinha	Sukanta Sarani, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	7001280474	2019	
112	Gour Mohan Banerjee	21,T.P.Banerjee Lane Chasapara , Krishnagar, Nadia		2009	
113	Gour Sundar Rakshit	S/o Binod Behari Rakshit, Shyampur, Amghata, Nadia	9474740482	2014	
114	Goutam Chattopadhyay	S/o Late Khagendranath Chatterjee, B.D.Mukherjee Lanwe, Krishnagar, Nadia	9434822139	2020	
115	Harisankar Das	B-2/354, Kalyani, Nadia	9339739556	2009	
116	Himansu Ranjan Das	P-242, Lake Town, Block B, Kolkata - 700089	9339092993	2009	
117	Hiranmoy Pal	South Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434884314	2015	
118	Indira Saha	D/o Late Rameswar Saha, Turapara, Nabadwip, Nadia	8642043938	2015	
119	Indrani Sen (Sarkar)	66/2A, Haramohan Ghosh Lane, Phoolbagan, Kol-700085	9903972702	2009	

120	Indranil Biswas	Kadamtala, Krishnagar, Nadia	9732727048		
121	Indranil Chatterjee	P.L.Chatterjee Rd, Nediarpura, Krishnagar, Nadia	974675633	2008	
122	Jahar Mazumdar	CDAC Computer Centre, Roypara, Krishnagar, Nadia	9874660169	2009	
123	Jayanta Khan	7/2, J.N.Biswas Lane,CMS Para, Krishnagar, Nadia	9434856857	2009	
124	Jayanta Paul	Near Brahma Samaj, Krishnagar, Nadia	9474595903	2008	
125	Jibon Ratan Bhattacharya	17, Natundighi Lane, Nederpara, Krishnagar, Nadia	9475111212	2009	
126	Jitebda nath Roy	S/o Late Dwijendra Nath Roy, Bejikhali Road, Krishnagar, Nadia	9832830991	2018	
127	Jyotirao Ghosh	S/o Jamini Mohan Ghosh, "Pearl Residency", Flat-B, 2, Dr. Sachin Sen Road, Krishnagar, Nadia	8926423515	2022	irmoy1967new@gmail.com
128	Kalyan Kumar Biswas	S/o Late Sudhangshu Mohan Biswas, Ghurni Azad Sarak, Ghurni, Nadia	9434555121	2018	
129	Kalyanbrata Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	03472-255271	2008	
130	Kalyaniprosad Chakraborty	Kolkata	9143319219	2022	
131	Kamakshya Kr Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	03472-255271	2008	
132	Kanailal Biswas	Hatarpura 2nd Lane, Krishnagar, Nadia	9434451802	2008	
133	Keka Sen	D/o Late Mamindra Bhutan Sen, Charabag	9475924917	2019	
134	Khagendra Kumar Datta	150, Nagendranagar, 4th Lane, P.O. Krishnagar, Nadia	8001100925/9434454786	2008	datkhagen@gmail.com
135	Kishore Biswas	L.N.Halder Lane, College Street, Krishnagar, Nadia	9434112120/8145517426	2009	
136	Kripanarayan Banerjee	S/o Late Nripendranarayan , Hatarpura, Krishnagar, Nadia	9474187591	2017	
137	Krishna Gopal Biswas	Farm More, Karimpur, Nadia	3471255590	2008	
138	Krishna Kumar Joardar	C-2/24 Kendriyo Vihar, VIP Road Kol-700052 ,	9810341263	2009	
139	Kunal Ghosh	College Street, Krishnagar, Nadia	9434302334	2011	
140	Lipika Roy	1/20, Bangur Avenue, Super Market, Block- C, Flat 1/3, 1st Floor. Kolkata-700055,	9433010981	2009	
141	Madan Mohan Mallick	Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9476260896	2017	
142	Mahasweta Banerjee	329, Bangur Avenue, Block-A, Kolkata - 700055	9433058746	2013	
143	Maitreyi Chandra	Golapati, Krishnagar, , Nadia	03472-254922	2008	
144	Malin Kanti Roy	Vill & P.O. Garapota, Dist. Nadia	9933962689	2009	
145	Manashi De Pal	Hatarpura Bank Lane, Krishnagar, , Nadia	9474042073	2008	
146	Manik Kumar Halder	S/o Late Atul Chandra, Dearapara Bye Lane, P.O. Nabadwip, Nadia	9434505856	2017	
147	Manoranjan Biswas	S/o Late Marari Mohan Biswas, Dr. Sachin Sen Road, Vivekananda Abasan, Radhanagar, Ghurni, Nadia	9474812479	2015	
148	Manotosh Chakraborty	Saktimagar Krishnagar, Nadia	9434467027	2009	
149	Marjana Ghosh Guha	Kathuriapara, Krishnagar, Nadia	9434551980	2008	
150	Mina Pal	Najirapara, Krishnagar, , Nadia		2008	
151	Minat Kumar Mondal	B-14/42, Kalyani, Nadia	03332570649/9830350006	2009	

152	Mita De Dr.	Hatarpara Bank Lane, Krishnagar., Nadia	9434451715	2008	
153	Monoranjan Datta	27, Swarnamoyee Lane, Krishnagar, Nadia	9814402347	2017	
154	Mrinal Kanti Bhattacharya	Sastitala, Krishnagar., Nadia	9434505008	2008	
155	Mrinal Kumar Roy	554, Vivekananda Road, P.O. & Dist. Hooghly	9830720290	2018	
156	Nabendu Kumar Sarkar	10/1, Cinema House Lane, Krishagar, Nadia	9332327970	2009	
157	Narayan Biswas	1/13, Suryanagar, Kolkata-700040	033-24996055	2009	
158	Narayan Chandra Biswas	Malipara, Krishnagar, Nadia	9475032727	2009	
159	Nayan Chandra Acharya	Vill+P.O. Jalaghata via Singur, Dt. Hooghly	033-26300912	2008	
160	Nemai Chandra Das	Nagendranagar, Krishnagar, Nadia	9474478773	2010	
161	Nirmal Sanyal	Mahendra Bhavan, Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	03472-253295/ 9732735470	2009	
162	Nirmalendu Halder	S/o Nemai Chandra Halder, Vill. Maniknagar, P.O. Char Maniknagar, P.S. Shantipur, Nadia - 713519	9734511695/ 8641842687	2019	
163	Pabitra Kumar Sarkar	B-14/6091 - A/1, Kalyani, Nadia	9830699549	2017	
164	Panchanan Majumder	Shimultala, Krishnagar, Nadia	9153579235	2018	
165	Papia Sen Dutta	14/1, Fakirpara, Chandsarak, Krishnagar, Nadia	9323663623	2008	
166	Pares Chandra Biswas	B-6/228, Kalyani, Nadia	033-25826192	2009	
167	Parimal Kumar Nandi	11, Kathuriapara Lane, Krishnagar,	9434890788	2009	
168	Parimal Pramanick	Ghurni Halderpara Azad Hind Sarak, Ghurni, Nadia	9933680499	2019	
169	Paritosh Kumar Mitra	S/o Late Ranjit Kumar Mitra, 3/1, Keranipara Lane, Saktinagar, Krishnagar, Nadia	9933981348	2014	
170	Paritosh Kumar Samaddar	Flat 3/4, Elemenlo Co-op Hou. Soc Ltd, Dashdron,, R.Gopalpur, 24-Pgs - 700136	9830350824	2009	
171	Partha Mukherjee	S/o Late Biswarup Mukherjee, 30, Raamsay Road, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9434552555	2015	
172	Pijus Kumar Tarafder	Prafulla Abasan, 219, Santipally, Kol 700042	9474479472	2008	
173	Prabir Kumar Basu	10/1, B.L.Chatterjee Road, Talpukur Road, Krishnagar, Nadia	9434231460	2009	
174	Pradip Kumar Bhattacharya	18, Sikshak Sarani, Krishnagar., Nadia	03472-224439	2009	
175	Pares Chandra Roy	Radhanagar, Dr. Sachin Sen Road, Srijani Abasan, Krishnagar, Nadia	8900410220	2018	
176	Pralay Choudhury	S/o Late Gopal, Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434240809	2018	
177	Pranab Kumar Kar	Natunpally, Krishnagar, Nadia	9434709556	2010	
178	Pranesh Kumar Sarkar	North Suravisthan, P.O. Badkulla, Nadia	03473-271411	2009	
179	Prasanta Kumar Basu	S/o Late kali Prasad basu, Shibtala Lane, P.O. Ghurni, Nadia	9474423496	2015	
180	Prasanta Kumar Bhowmik	AF-144, Meghnad Abasan, Plot-4, Prafulla Kanan, Kolkata-700161	9434193877	2009	

181	Prasanta Kumar Das	J.N.Chatterjee Lane, Krishnagar, Nadia	9475436231/ 03472228401	2010	
182	Prasanta Mallick	S/o Late Prafulla, Ghurni J. N. Pal Lane, P.O. Ghurni, Nadia	9851043107	2016	
183	Prasanta Saha	S/o Pramod Saha, S, P.K. Bhattacharya Lane, Nediarpara, Krishnagar, Nadia	9434553279	2015	
184	Pratap Ghosh	S/o Krishna Ghosh, Chhoto Shimulia, P.O. Uttarbahirgachhi, Nakashipara, Nadia	89343831764	2015	prasantasaha2013@live.com
185	Pratap Narayan Biswas	C/O P.N.Biswas,Block S, No.5,SM Nagar Govt. Housing Phase-I, Sarkarpool, 24-Pgs(S)		2009	
186	Pratima Roy Mukherjee	Nagendranagar, 3rd Lane, Krishnagar, Nadia	9474760901		
187	Pratyusha De	38, Kanti Kuri Lane, Nazirapara, Krishnagar, Nadia	9232571623	2013	
188	Pravash Ranjan Biswas	B.D.Mukherjee Road, Krishnagar, Nadia	9153552142	2010	
189	Priyogopal Biswas	Uditi Housing A-5, Kalyani,Nadia	033-27075853	2009	
190	Priyonkar Santra	S/o Sumit, Bhaduri Bari Lane, P.O. Krishnagar, Nadia	9126313038	2018	
191	Proiti Biswas	14/9, P.K.Bhattacharyo Rd. Krishnagar, Nadia		2008	
192	Prosenjit Biswas	Kalicharan Lahiri Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia		2009	
193	Rabin Kumar Sain	166, G.T. Road, Uttarpara, Hooghly, PIN-712258	9434322726	2014	
194	Rabindranath Chakraborty	S/O Late Shri Satilal Chakraborty, B-7/241, Kalyani, PIN-741235	033-25809916	2014	
195	Rajat Kumar Chatterjee	S/o Late Nalini Ranjan Chatterjee, Kadamtala, KRISHNAGAR , Nadia	9434371235	2014	
196	Rama Biswas	Krishnagar, Nadia	9434056299/ 7797680380	2017	
197	Rama Prasad Pal	UCCO,111J, Ujjala Condovalley,MIG Appitt, Newtown, Rajarhat, Kol-700157	8961884113/ 9433045452	2009	
198	Ramendranath Mukherjee	Narahari Mukherjee Lane, Krishnagar., Nadia	03472-252657	2009	
199	Rana Sinha	2, Acharyya Lane, College St, Krishnagar, Nadia	9734522007	2009	
200	Ranjan Majumder	57/25, Malpara 2nd Bye Lane, / P.O.Danesh Sk. Lane, Howrah -9	9432336146/ 03326886146	2009	
201	Ranjit Kumar Bhanmik	Tower-3, Flat No.23E, South City, 375 P.A. Ghosh Road, Kolkata - 700068	9433255070	2013	
202	Ranjit Kumar Mondal	S/o Rajendra Nath Mondal, Raghadanga, Krishnagar, Nadia	9733368359	2020	
203	Rasamay Datta	B-7/284, Kalyani, Nadia W.B. PIN-741235	3325825898/ 9883696889	2013	
204	Ratna Goswami Das	3/1, Chunarpara Lane, Krishnagar., Nadia	03472-254646	2008	
205	Raul Guha	Patra Bazar, Krishnagar. , Nadia	03472-259477	2009	
206	Sabita Sen (Roy)	5G, Krishnamoyee Apartment, 23/C, Panchanantala Road, Kal - 700029	033-24611844	2009	
207	Sabyasachi Das	S/o Late Prof Sreepada Das, 1, Church Road, Krishnagar, Nadia	9477740897	2020	sabd das88@gmail.com

208	Sachindra Nath Chakraborty	A-9/481 Kalyani, Nadia	9433043860	2009	
209	Saikat Kundu	48, Ramsay Rd. Chasapara, Krishnagar, Nadia		2009	
210	Sailen Sinha	Patra Market, Krishnagar, Nadia	9474477175	2009	
211	Sailendra Kumar Datta	P-132, Dakshini Co-op Hou. Soc. Ltd, Canal South, Rd Cal -105	9432207018	2009	
212	Samarendra Nath Mondal	Ghurni Gangalipara lane, Ghurni, Nadia	8967734271	2019	
213	Sambunath Biswas	9A, M.M.Ghosh Road, Krishnagar Nadia	03472-320296	2008	
214	Samir Kumar Bej	A-8/504, Kalyani, Nadia	9433876698	2009	
215	Samir Kumar Halder	65, D.L.Roy Road, Krishnagar	03472-252514	2008	
216	Sampad Narayan Dhar	7, Anantahari Mitra Lane, Krishnagar, Nadia	9433350604/ 03472253490	2008	
217	Sanak Ghosh	S/o Uday Chandra Ghosh, Vill & O.O. Bara Andulia, P.S. Chapra, Nadia	8536869240/ 8513086146	2014	
218	Sandipta Sanyal	Suresh Ch. Abasika, Kanthalpota, Krishnagar	9434219093/ 03472250611	2009	sanakghosh@rocketmail.co m
219	Sanjib Biswas	Nagendranagar, Krishnagar	9434962376	2010	
220	Sanjit Kumar Chowdhury	23, R.N.Tegore Rd. Sonadangamath, Krishnagar	9434706109	2009	
221	Sanjoy Ghosh	J.N.Biswas Lane, Patrabazar, Krishnagar	9434185941	2009	
222	Sankareswar Datta	69/12,B.B.Sengupta Rd.Calcutta-700034 / S.M.Seva Pratisthan, Gobrapota, Nadia	9339757442	2008	
223	Sankha Subhra Sarkar	S/o Late Sachindra Kumar Sarkar, Uma Charan Mukherjee Lane, Chhutarpara, Krishnagar, Nadia	9434252539	2020	
224	Santi Ram Sarkar	S/o Late Manindra Nath , 34, T.P. Banerjee Lane, Chasapara, Krishnagar, Nadia	9733875644	2017	
225	Santosh Kumar Biswas	Chowdhurypara Bhattacharya Lane, Krishnagar, Nadia		2008	
226	Santwana Chakraborty	W/o Amit, 36, D.L.Roy Road, Krishnagar, Nadia	9332132472	2016	
227	Sayan Chatterjee	S/o Subhasish , Aminbazar, Krishnagar, Nadia	9474422165	2016	
228	Sekhar Banerjee	7B.Matijhil Avenue, DumDum, Cal 700074		2009	
229	Shamsul Islam Mollah	29, Ramkumar Mitra Lane, Krishnagar, Nadia	9434054946	2008	
230	Shyama (Dey) Das	Chasapara Ramsey Rd, Krishnagar, Nadia	8343874718	2008	
231	Shyama Prasad Sinha Roy	Vill+P.O.Sondanga, P.S.Dhubulia, Nadia		2009	
232	Shyama Prasad Biswas	Natunpally, Krishnagar, Nadia	9474336571	2008	
233	Shyamal Kumar Datta	Goari Bazar, Krishnagar, Nadia	7501121541	2015	
234	Shyamapada Mukhopadhyay	6,Bowbazar Jugipara Lane, Bejjkhali, Krishnagar, Nadia	03472-258457	2009	
235	Sibani De	Golapatti, Krishnagar, Nadia	9333210366	2009	
236	Sibnath Choudhury	Kalinagar, Krishnagar, Nadia	9434191207	2008	
237	Sikha Sanyal	Patra Bazar, Krishnagar, Nadia	03472-253295	2009	
238	Silva Saha	D/o Asim Kumar Saha, Ghurni Bazar, P.O. Ghurni, Nadia	9434440022	2014	
239	Simli Raha	Biswambhar Roy Road, Ukiipara, Krishnagar, Nadia	9474788478	2013	

240	Sirajul Islam	College St Church Road, Krishnagar., Nadia	9434371084	2008	
241	Sita Chandra Saha	Rana Pratap Road, Saktinagar, Nadia	8436010309	2008	
242	Smarajit Chakraborty	S/o Late Rajat Prosad Chakraborty, 48, Kabi Nabim Sen Road, DumDum, Kol- 700028	9830413450	2015	
243	Snigdha Sarkar	W/o Dr. Swapan Sarkar, Sukul Road, Chaurasta, Krishnagar	9434555284	2014	
244	Somnath Datta	7/1 Ram Ch Mukherjee lane, Krishnagar, Nadia	9474018450	2014	
245	Soumendra Mohan Sanyal	Kanthalpota Lane, Krishnagar, Nadia	9474017727	2009	
246	Sourendra Lal De	Station Approach Road, Krishnagar, Nadia	9830282105 / 9475822304	2016	
247	Sriparna Sinha (De)	2, Acharyya Lane, College St, Krishnagar, Nadia	9474339767	2009	
248	Subhankar Sanyal	"Gupta Nivas", D.L.Roy Road, Krishnagar	9474766187	2019	sannalsubhankar.omp16@
249	Subhranath Mukhopadhyay (Dr.)	251-A/41, N.S.C. Bos. Rd., Kol-700047	9903889145	2010	
250	Subimal Chandra	Deshbandhu palli (Bowbazar), Hoognytala, P.O. Krishnagar, Nadia	03472-254481	2008	
251	Subodh Chandra Paul	32/Z, Mahitosh Biswas Street, Krishnagar, Nadia	9474423904	2009	
252	Suchisnigdha Swarnakar	D/o Late Shibnarayan Swarnakar, Ghurni Kumarpara, Ghat lane, Ghurni, Nadia	9475696049	2016	
253	Sudhakar Biswas	222/22, M.C Garden Road, Kolkata- 700030	9830852325/ 9123669787	2009	
254	Sudipta Pramanik	Baksipara, P.O. Ghurni, Nadia	9434419951	2008	
255	Suhas Chandra Mitra	S/o Late Benoy Krishna Mitra, Whispering Willows, Rajarhat, Salua More, Kolkata - 700136	9874881202	2014	
256	Sujata Chakraborty	B-7/241,Kalyani, Nadia	033-25809916	2009	
257	Sujit Kumar Biswas	Nagendranagar 3rd Lane, Krishnagar	03472255590/ 9434302319	2009	
258	Sukesh Kundu	Radhanagar lane, Ghurni, Nadia	9434193877		
259	Sukumar Mondal	11, College Street, Krishnagar, Nadia	9002120920		
260	Sukumar Mukhopadhyay	Golapati, Krishnagar., Nadia	9666783064/ 03472256200	2009	
261	Sulagna Adhikary	D/o Satya Kumar Adhikary, 11/3 B, Narendra Nath Sarkar Lane, Segun Bagan, Krishnagar	9476438156	2014	
262	Sumita Mukherjee	D/o Dr. Arpan Mukherjee, Nediarpara Barowari, Krishnagar, Nadia	9153027207	2016	
263	Sunil Kumar Biswas	Chasapara, Krishnagar, Nadia	9932967525	2014	
264	Sutapa Biswas	Nagendranagar, B.D.Mukherjee lane, Krishnagar, Nadia	9476440472	2009	
265	Sutapan Saha	C/o Ajoy Pramanik, High Street, Krishnagar, Nadia			
266	Suvangkar Sanyal	Kanthalpota, Krishnagar., Nadia		2019	
267	Swadesh Roy	Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia	9932377420	2008	
268	Swagata Dey	12, Ananta Hari Mitra Road, Krishnagar, Nadia			
269	Swapan Banik	N.C.Paichowdhury Lane, Nuripara, Krishnagar, Nadia	9474132824	2008	

270	Swapan Kumar Bagchi	Nediarpara, Near Matrisadan , Krishnagar , Nadia	9434450489	2009	
271	Swapan Kumar Bandyopadhyay	P.K.Bhattacharya Lane, Nediar Para, Krishnagar , Nadia	9434505834	2009	
272	Swapan Kumar Chakraborty	Bowbazar , Malipara, Krishnagar , Nadia		2009	
273	Swapan Kumar Datta	Nagendranagar 3rd Lane, Krishnagar, Nadia	9732517681	2013	
274	Swapan Kumar Misra	Kanthalpota, Krishnagar., Nadia	9434506119	2009	
275	Swapan Kumar Pal Choudhury	Baranashi Roy Road, Krishnagar, Nadia	9609494769/ 9463807382	2009	
276	Swapna Bhowmik	C/o Santosh Adhikary, Sapuriapara, Krishnagar, Nadia	03472-254208	2008	
277	Tapan Krishna Saha	S/o Late Bimal Krishna Saha, Dakshini co-op , T.D. Banerjee Road, Krishnagar, Nadia	9800250780	2015	
278	Tapan Kumar Ghosh	Hatarpara 6th Lane, Krishnagar , Nadia	9832881075	2009	
279	Tapas Ray	S/o Latew Ranjit Kumar Ray, Block-CE1, Plot C70, Street No.202, New Town, PIN-700156	8617210593	2019	tray195@yahoocom.in
280	Tapolabdhা Bhattacharya	Chowdhuripara, Krishnagar , Nadia.	9474381044	2008	
281	Tarun Kumar Chaudhuri	J.N.Roy Bahadur Roy Rd, Raypara, Krishnagar, Nadia	9434419740	2009	
282	Tushar Chattopadhyay	S/o Late Suryapada Chattopadhyay, D.M.Sanyal Road, Chaspura, Krishnagar, Nadia	9933891704	2008	
283	Tushar Kanti Trivedi	S/o Late Tarit Kanti Trivedi, Swarnamoyee Lane, Ukilpara, Krishnagar, Nadia	8900026397	2019	
284	Uday Sankar Chattopadhyay	8, Natundighi Lane, Nediarpara, Krishnagar, Nadia	9002069149	2009	
285	Ujjwal Kumar Modak	Cinema House Lane, Krishnagar, Nadia	9434056783	2008	

List of Distinguished Members who have left us for ever

1	Abani Mohan Joarder	HB-318, Sector III, Salt Lake, Kolkata - 7000176	9339209745	2011
2	Ambuj Maulik	D.N.Roy Rd, Krishnagar. , Nadia	9232315652	2008
3	Amitava Mukherjee	10, College Street, Krishnagar, Nadia	03472-255143	2008
4	Asesh Kumar Das	B-10/88,Kalyani, Nadia, West Bengal	9831251120/ 03325827329	2009
5	Ashoke Kr. Bhaduri	Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar , Nadia	03472224770/ 9475704060	2008
6	Bidyut Bhusan Sengupta	20, D.N. Roy Road Krishnagar, Nadia	9434826097	2009
7	Brajendra Narayan Dutta	14/1, Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	9232663623	2008
8	Biswanath Bhowmick	Raypara- Malipara, Krishnagar, Nadia	9679208011	
9	Chandan Kanti Sanyal	17, R.N.Tagore Rd. Krishnagar., Nadia	9232467217	2009
10	Chinmoy Bhattacharya	Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	8918724093/ 9474482559	2008
11	Deb Kumar Roy	S/o Premendra Chandra, 7A, Mahitosh Biswas St. Krishnagar	03472-256700	2008
12	Dilip Kumar Gupta	42,Mitrapara Rd. Sailendra Appit, BARASAT (Shyama Sp), Nadia	9434054936	2009

13	Dinesh Chandra Majumder	Pallysree, Krishnagar.,Nadia	9434324568/ 03472255646	2008
14	Dipak Kumar Moitra	Chowrasta Sukul Road, Krishnagar, Nadia (deceased)	9434320243/ 740707667	2008
15	Gautam Ghoshal	16, Nediarpara, Krishnagar, Nadia (deceased)	03472-251914	
16	Gokul Chandra Biswas	S/O Late Shridhar, 28, Sukanta Sarani, Krishnagar	9232367988	2009
17	Jatindra Mohan Dutta	107, Gait Road, Krishnagar, Nadia (deceased)	9832267952	2008
18	Joydev Karmakar	Bowbazar, Krishnagar., Nadia	03472-252248	2008
19	Kajal Bikas Bhadar	Kalyani, Nadia (deceased)	9339092993?	2009
20	Karunamoy Biswas	Vill.+P.O. Bhimpur, Dt. Nadia (deceased)	9732821900	2009
21	Kashikanta Moitra	323, Nabapally, P.O. Bidhannagar, P.S. Chingrighata, Kolkata - 700105	033-3370854	2008
22	Manjuliika Sarkar	Kadamtalia, Krishnagar., Nadia (deceased)	03472-254738	2008
23	Nihar Ranjan Das	6, D.N.Roy Road, Reypara, Krishnagar, Nadia	03472-256596	2009
24	Nirmal Kumar Biswas	157, Barnandas Mukherjee Lane,Nagendranagar, Krishnagar	9434586170	2009
25	Prasanta Mukherjee	T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia	9434553274	2009
26	Pravat Kumar Roy	Gokhale Road,P.O. Saktinagar, Nadia		2009
27	Pravat Ranjan Mondal	16/1, Station Approach Rd. Krishnagar, Nadia	03472-252986	2009
28	Rabindra Nath Saha	S/o Ramranjan , 43/A, J.K.Dsaha Lane, Kanthalpota, Krishnagar, Nadia	03472253021/ 9474594109	2017
29	Rabindranath Modak	M.M.Ghosh Street, Krishnagar, Nadia	03472-251365	2014
30	Raghubir Narayan Dey	S/o Sudhir Kumar, 16, Anantahari Mitra Lane, P.o. Krishnagar, Nadia	9933101145	SNP
31	Runu Bhattacharya	81/1, Baburani Para, P.O. Bhatpara, 24-Pgs(S)	9433792801	2009
32	Samiran Kumar Pal	K.K.Tala lane, Kalinagar, Nadia.	9474783354	2008
33	S. M. Badaruddin	4,Kurchipota Lane, Krishnagar., Nadia	9434555035	2008
34	Salil Kumar Ghosh	13, R.N.Tagore Rd, Krishnagar., Nadia	9333215172	2009
35	Samir Kumar Chatterjee	Khidirpur Madhyapara, P.O. Bethuadahari, Nadia	9433235801	2009
36	Sibnath Halder	Patrabazar, Krishnagar, Nadia	03472-254136	2008
37	Sudhir Kumar Saha	Jatin Saha Rd.,Saktinagar, Krishnagar. Nadia	9434951990	2008
38	Suruchi Dutta	Radhanagar, Near SBI,Ghurni, Nadia		2009
39	Tapas Kumar Modak	College Street, Krishnagar., Nadia	9831064820	2008
40	Tapogopal Pal	Chasapara,T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia	03472-254018	2009
41	Tushar Kr. Choudhury	C/O Madhusudan Garai, College Street, Krishnagar, Nadia	9735951520	2012

©

West Bengal Act XIII of 1962¹

THE WEST BENGAL PUBLIC LAND (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1962.

[14th December, 1962.]

AMENDED

[West Ben. Act XXXVI of 1963.

[West Ben. Act XLIX of 1976.

An Act to provide for the speedy eviction of unauthorised occupants from public lands.

WHEREAS it is expedient to provide for the speedy eviction of unauthorised occupants from public lands;

It is hereby enacted in the Thirteenth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows:—

1. (1) This Act may be called the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupations) Act, 1962.

Short title
and extent.

(2) It extends to the whole of West Bengal.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions.

(1) "Collector" means—

(a) in Calcutta, the Land Acquisition Collector, Calcutta, and

(b) elsewhere, the Chief Officer in charge of the revenue administration of the district, and includes [an Additional District Magistrate, a Subdivisional Magistrate, and] any [Executive Magistrate], specially appointed by the State Government to perform all or any of the functions of a Collector under this Act;

Explanation.—In this clause "Calcutta" has the same meaning as in the Calcutta Municipal Act, 1951.

(2) "land" includes buildings and other things attached to the earth or permanently fastened to things attached to the earth;

(3) "notification" means a notification published in the *Official Gazette*;

¹For Statement of Objects and Reasons, see the *Calcutta Gazette, Extraordinary* of the 5th November, 1962, Part IV A, page 3225; for proceedings of the West Bengal Legislative Assembly, see the proceedings of the meeting of that Assembly held on the 20th November, 1962; and for proceedings of the West Bengal Legislative Council, see the proceedings of the meeting of that Council held on the 22nd November, 1962.

²These words within the square brackets were inserted by s. 2(1) of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1963 (West Ben. Act XXXVI of 1963).

³The words within the square brackets were substituted for the words "Officer, not below the rank of a Magistrate of the first class," by s. 2 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

[West Ben. Act]

(Section 3.)

(4) "owner" means—

- (a) in relation to any land belonging to, or taken on lease by, or requisitioned by or on behalf of, the State Government, that Government, and
- (b) in relation to any land belonging to, or taken on lease by, a local authority, company or corporation, such local authority, company or corporation, as the case may be;

(5) "person concerned" in relation to any public land, means any person who is in the use or occupation of the public land;

(6) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(7) "public land" means any land belonging to, or taken on lease by, the State Government, a local authority, a Government company or a corporation owned or controlled by the Central or the State Government and includes any land requisitioned by, or on behalf of the State Government, but does not include a Government road or a highway within the meaning of the Bengal Highways Act, 1925, or any other law for the time being in force on the subject;

Ben. Act III
of 1925.

Explanation.—In this clause "Government company" means a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956.

Act I of
1956.(8) "unauthorised occupation", in relation to any public land means the use or occupation by any person of the public land without authority in writing by or on behalf of the owner thereof¹ [and includes the continued use or occupation of any such land on the expiry or termination of such authority.]

Issue of
notice to
show cause
against order
for eviction
of
unauthorised
occupant
from public
land.

3. (1) If, in respect of any public land, the Collector is of opinion, upon application made by an officer of the owner of the public land authorised in this behalf by such owner or upon information received otherwise, that the public land is in the unauthorised occupation of any person or persons, the Collector shall issue² [a notice in such form and containing such particulars as may be prescribed calling upon all persons concerned] to show cause before such date, not being less than fifteen days after the date of the notice, as may be specified

¹Substituted for the existing clause (4) by s. 2(2) of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupant) (Amendment) Act, 1963 (West Ben. Act XXXVI of 1963).

²Substituted for the existing clause (7) by s. 2(3), *ibid.*

³These words were added by s. 2(4), *ibid.*

⁴Substituted for the words "a notice calling upon all persons concerned" by s. 3, *ibid.*

XIII of 1962.]

(Sections 4, 4A.)

in the notice why an order under * * * * sub-section (1) of section 4 should not be made, and shall cause it to be served in the manner referred to in sub-section (2). Intimation of the date so specified shall be given to the owner of the public land and to its officer authorised under this sub-section.

(2) A notice issued under sub-section (1) shall be served by affixing it on a conspicuous part of the public land concerned and in such other manner as may be prescribed.

(3) A notice served in the manner referred to in sub-section (2) shall be deemed to have been duly served.

24. (1) If after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice issued under section 3 and any evidence he may produce in support of the same and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Collector is satisfied that the public land is in unauthorised occupation, he shall make an order of eviction directing all persons in such unauthorised occupation to vacate the public land and deliver possession thereof to the owner within such time as may be specified in the order.

(2) The Collector shall cause a copy of the order made under sub-section (1) to be served in the manner referred to in sub-section (2) of section 3.

4A. When an order of eviction has been made under sub-section (1) of section 4 in respect of any public land, the Collector may, upon application made by an officer of the owner of the public land authorised in this behalf by the owner, make an order directing any person who is, or has at any time been, in unauthorised occupation of the public land to pay for the period during which he has or had been in such occupation, damages at such rate not exceeding *per annum*—

- (i) in the case of agricultural land, twenty-five *per centum* of the money value of the gross annual produce of such land, and

Order of eviction of persons in unauthorised occupation from public land.

Power to recover damages.

*The words, brackets and letter "clause (a) of" were omitted by s. 3 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

*Section 4 was first substituted by s. 4 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1963. (West Ben. Act XXXVI of 1963). Thereafter, the same was resubstituted by s. 4 of the West Bengal Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

*Section 4A was first substituted by s. 4 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1963 (West Ben. Act XXXVI of 1963). Thereafter, the same was resubstituted by s. 5 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

[West Ben. Act]

(Sections 5-7.)

- (ii) in any other case, ten *per centum* of the market value of the land,

within such time as may be specified in the order:

Provided that no such order shall be made against any person without giving him an opportunity of showing cause against the order proposed to be made.

Collector's power to enforce delivery of possession by evicting unauthorised occupants.

15. (1) If, in respect of any public land or part thereof, any person concerned refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1) of section 4 within the time specified in the order, the Collector shall enforce delivery of possession of such public land or part thereof to the owner after evicting the person concerned and for this purpose the Collector, or any officer authorised by him, may take such steps or use such force as may be necessary.

(2) The costs of enforcing such delivery of possession after evicting the person concerned shall be payable by the person concerned within such time as the Collector may, by order, direct.

Damages and costs recoverable as public demand.

6. Any sums payable by any person as damages or costs under an order of the Collector under this Act shall be recoverable as a public demand.

Disposal of property left on public land by unauthorised occupants.

16A. (1) Where any person has been evicted from any public land under section 4, the Collector may, after giving fourteen days' notice to the person from whom possession of the land has been taken, remove or cause to be removed or dispose of by public auction any property remaining on such land.

(2) Where any property is sold under sub-section (1), the sale proceeds thereof shall, after deducting the expenses of the sale and the amount, if any, due to the Collector or to the owner of the public land on account of arrears of rent or damages or costs, be paid to such person as may appear to the Collector to be entitled to the same.

Appeal and review.

17. (1) An appeal from an order made under this Act shall lie to—

(a) the Commissioner of the Division, where the order is made by the Collector, and

(b) the Collector, where the order is made by an officer specially appointed under sub-clause (b) of clause (1) of section 2,

if preferred within fifteen days from the date of the order appealed against and the decision of the Commissioner or the Collector, as the case may be, on such appeal shall, subject to the provisions of sub-section (2), be final:

¹Section 5 was substituted for the original section by s. 6 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

²Section 6A was inserted by s. 7, *ibid.*

³Section 7 was substituted for the original by s. 8, *ibid.*

XIII of 1962.]

(Sections 7A-9.)

Provided that the appellate authority on being satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time may entertain the appeal even after the expiry of the said period of fifteen days.

(2) The State Government may, of its own motion or on an application made to it by any person aggrieved against the order of the appellate authority within thirty days from the date of such order, on grounds of gross error of facts or of law or of both facts and law, call for and examine the record of the appeal and may make such orders thereon as it thinks fit.

Explanation.—In this section 'Collector' does not include an officer specially appointed under sub-clause (b) of clause (1) of section 2.

^{17A} ^{(1)} Whoever wilfully obstructs the Collector, or any person authorised by him, in discharging his duties under the provisions of this Act, shall, on conviction before a Judicial Magistrate, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Penalty for
obstructing
Collector or
person
authorised
by Collector.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable and bailable.

8. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

Indemnity.

^{18A.} No civil court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which is by or under this Act required to be decided or dealt with under the provisions of this Act.

Bar to
jurisdiction
of civil
courts.

9. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to
make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power the State Government may make rules with respect to all or any of the following matters, namely:—

- (a) the forms and the manner of service of notices under this Act;
- (b) the procedure to be followed and the fees, if any, payable in appeals under section 7;

¹Section 7A was inserted by s. 5 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1963 (West Ben. Act XXXVI of 1963).

²Sub-section (1) was substituted for the original sub-section by s. 9 of the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 1976 (West Ben. Act XLIX of 1976).

³Section 8A was inserted by s. 10, *ibid.*

⁴For the West Bengal Public Land (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1963, see notification No 3666-L, Ref., dated the 7th March, 1963, published in the *Calcutta Gazette Extraordinary*, of 1963, Part I, pages 539-540, as subsequently amended.

Chapter-8

CONSERVATION OF HERITAGE SITES INCLUDING HERITAGE BUILDINGS, HERITAGE PRECINCTS AND NATURAL FEATURE AREAS

Conservation of heritage sites shall include buildings, artifacts, structures, areas and precincts of historic, aesthetic, architectural, cultural or environmentally significant nature (heritage buildings and heritage precincts), natural feature areas of environmental significance or sites of scenic beauty.

8.1 APPLICABILITY

This regulation shall apply to heritage sites which shall include those buildings, artifacts, structures, streets, areas and precincts of historic, architectural, aesthetic, cultural or environmental value (hereinafter referred to as Listed Heritage Buildings / Listed Heritage Precincts) and those natural feature areas of environmental significance or of scenic beauty including, but not restricted to, sacred groves, hills, hillocks, water bodies (and the areas adjoining the same), open areas, wooded areas, points, walks, rides, bridle paths (hereinafter referred to as 'listed natural feature areas') which shall be listed in notification(s) to be issued by the State Government / identified in Master Plan.

8.1.1 Definitions

- a) "Heritage building" means and includes any building of one or more premises or any part thereof and/or structure and/or artifact which requires conservation and / or preservation for historical and / or architectural and / or artisanary and /or aesthetic and/or cultural and/or environmental and/or ecological purpose and includes such portion of land adjoining such building or part thereof as may be required for fencing or covering or in

- any manner preserving the historical and/or architectural and/or aesthetic and/or cultural value of such building.
- b) “Heritage Precincts” means and includes any space that requires conservation and /or preservation for historical and / or architectural and/or aesthetic and/or cultural and/or environmental and/or ecological purpose. Walls or other boundaries of a particular area or place or building or may enclose such space by an imaginary line drawn around it.
 - c) “Conservation” means all the processes of looking after a place so as to retain its historical and/or architectural and/or aesthetic and/or cultural significance and includes maintenance, preservation, restoration, reconstruction and adoption or a combination of more than one of these.
 - d) “Preservation” means and includes maintaining the fabric of a place in its existing state and retarding deterioration.
 - e) “Restoration” means and includes returning the existing fabric of a place to a known earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without introducing new materials.
 - f) “Reconstruction” means and includes returning a place as nearly as possible to a known earlier state and distinguished by the introduction of materials (new or old) into the fabric. This shall not include either recreation or conjectural reconstruction.

8.2 RESPONSIBILITY OF THE OWNERS OF HERITAGE BUILDINGS

It shall be the duty of the owners of heritage buildings and buildings in heritage precincts or in heritage streets to carry out regular repairs and maintenance of the buildings. The State Government, the Municipal Corporation or the Local Bodies and Authorities concerned shall not be responsible for such repair and maintenance except for the buildings owned by the Government, the Municipal Corporation or the other local bodies.

8.3 RESTRICTIONS ON DEVELOPMENT / RE-DEVELOPMENT / REPAIRS**ETC.**

- (i) No development or redevelopment or engineering operation or additions / alterations, repairs, renovations including painting of the building, replacement of special features or plastering or demolition of any part thereof of the said listed buildings or listed precincts or listed natural feature areas shall be allowed except with the prior permission of Commissioner, Municipal Corporation /Vice Chairman, Development Authority. Before granting such permission, the agency concerned shall consult the Heritage Conservation Committee to be appointed by the State Government and shall act in according with the advice of the Heritage Conservation Committee.
- (ii) Provided that, before granting any permission for demolition or major alterations / additions to listed buildings (or buildings within listed streets or precincts), or construction at any listed natural features, or alteration of boundaries of any listed natural feature areas, objections and suggestions from the public shall be invited and shall be considered by the Heritage Conservation Committee.
- (iii) Provided that, only in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, Municipal Corporation/ Vice Chairman, Development Authority may refer the matter back to the Heritage Conservation Committee for reconsideration.

However, the decision of the Heritage Conservation Committee after such reconsideration shall be final and binding.

8.4 PENALTIES

Violation of the regulations shall be punishable under the provisions regarding unauthorized development. In case of proved deliberate neglect of and/or damage to Heritage Buildings and Heritage Precincts, or if the building is allowed to be damaged or destroyed due to neglect or any other reason, in addition to penal action provided under

the concerned Act, no permission to construct any new building shall be granted on the site if a Heritage Building or Building in a Heritage Precinct is damaged or pulled down without appropriate permission from Commissioner, Municipal Corporation/ Vice Chairman, Development Authority.

It shall be open to the Heritage Conservation Committee to consider a request for re-building/reconstruction of a Heritage Building that was unauthorizedly demolished or damaged, provided that the total built-up area in all floors put together in such new construction is not in excess of the total built-up area in all floors put together in the original Heritage Building in the same form and style in addition to other controls that may be specified.

8.5 PREPARATION OF LIST OF HERITAGE SITES INCLUDING HERITAGE BUILDINGS, HERITAGE PRECINCTS AND LISTED NATURAL FEATURE AREAS

The list of heritage sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts and listed Natural Features Areas is to be prepared and supplemented by the Commissioner, Municipal Corporation / Vice- Chairman, Development Authority on the advice of the Heritage Conservation Committee. Before being finalized, objections and suggestions of the public are to be invited and considered. The said list to which the regulation applies shall not form part of this regulation for the purpose of Building Bye-laws. The list may be supplemented from time to time by Government on receipt of proposal from the agency concerned or by Government *suo moto* provided that before the list is supplemented, objections and suggestions from the public be invited and duly considered by the Commissioner, Municipal Corporation/Vice- Chairman Development Authority/and/or State Government and / or the Heritage Conservation Committee.

When a building or group of buildings or natural feature areas are listed it would automatically mean (unless otherwise indicated) that the entire property including its entire compound / plot boundary along with all the subsidiary structures and artifacts, etc. within the compound/plot boundary, etc. shall form part of list.

8.6 ALTERATION / MODIFICATION / RELAXATION IN DEVELOPMENT NORMS

On the advice of the said Heritage Conservation Committee to be appointed by the Government and for reasons to be recorded in writing, the Commissioner, Municipal Corporation / Vice Chairman, Development Authority shall follow the procedure as per Development Authority Act, to alter, modify or relax the Development Control Norms prescribed in the Master Plan, if required, for the conservation or preservation or retention of historic or aesthetic or cultural or architectural or environmental quality of any heritage site.

8.7 HERITAGE PRECINCTS / NATURAL FEATURE AREAS

In cases of streets, precincts, areas and (where deemed necessary by the Heritage Conservation Committee) natural feature areas notified, development permissions shall be granted in accordance with the special separate regulation prescribed for respective streets, precincts / natural feature areas which shall be framed by the Commissioner Municipal Corporation/ Vice- Chairman, Development Authority on the advice of the Heritage Conservation Committee.

Before finalizing the special separate regulations for precincts, streets, natural features, areas, the draft of the same shall be published in the official gazette and in leading newspapers for the purpose of inviting objections and suggestions from the public. All objections and suggestions received within a period of 30 days from the date of publication in the official gazette shall be considered by the Commissioner, Municipal Corporation / Vice- Chairman, Development Authority / Heritage Conservation Committee.

After consideration of the above suggestions and objections, the agency concerned, acting on the advice of the Heritage Conservation Committee shall modify (if

necessary) the aforesaid draft separate regulations for streets, precincts, areas and natural features and forward the same to Government for notification.

8.8 ROAD WIDENING

Widening of the existing roads under the Master Plan of the City or Town / Zonal Development Plan or in the Layout Plan shall be carried out considering the existing heritage buildings (even if they are not included in a Heritage Precinct) or which may affect listed natural features areas.

8.9 INCENTIVE USES FOR HERITAGE BUILDINGS

In cases of buildings located in non-commercial use zones included in the Heritage Conservation List, if the owner / owners agree to maintain the listed heritage building as it is in the existing state and to preserve its heritage state with due repairs and the owner / owners / lessees give a written undertaking to that effect, the owner / owners / lessees may be allowed with the approval of the Heritage Conservation Committee within permissible use zone to convert part or whole thereof of the non-commercial area within such a heritage building to commercial/office use/hotel. Provided that if the heritage building is not maintained suitably or if the heritage value of the building is spoiled in any manner, the commercial / office / hotel use shall be disallowed.

8.10 MAINTAINING SKYLINE AND ARCHITECTURAL HARMONY

After the guidelines are framed, buildings within heritage precincts or in the vicinity of heritage sites shall maintain the skyline in the precinct and follow the architectural style (without any high-rise or multi-storeyed development) as may be existing in the surrounding area, so as not to diminish or destroy the value and beauty of or the view from the said heritage sites. The development within the precinct or in the vicinity of heritage sites shall be in accordance with the guidelines framed by the Commissioner, Municipal Corporation / Vice- Chairman, Development Authority on the

advice of the Heritage Conservation Committee or separate regulations / guidelines, if any, prescribed for respective zones by Municipal Corporation / Development Authority.

8.11 RESTRICTIVE COVENANTS

Restrictions existing as imposed under covenants, terms and conditions on the leasehold plots either by the State Government or by Municipal Corporation of the city/town or by Development Authority shall continue to be imposed in addition to Development Control Regulations. However, in case of any conflict with the heritage preservation interest/environmental conservation, this Heritage Regulation shall prevail.

8.12 GRADING OF THE LISTED BUILDINGS / LISTED PRECINCTS

Listed Heritage Buildings / Listed Heritage Precincts may be graded into three categories. The definition of these and basic guidelines for development permissions are as follows:

Listing does not prevent change of ownership or usage. However, change of use of such Listed Heritage Building / Listed Precincts is not permitted without the prior approval of the Heritage Conservation Committee. Use should be in harmony with the said listed heritage site.

Grade-I	Grade-II	Grade-III
(A) Definition Heritage Grade-I comprises buildings and precincts of national or historic importance, embodying excellence in architectural style, design, technology and material usage and/or	Heritage Grade-II (A&B) comprises of buildings and precincts of regional or local importance possessing special architectural or aesthetic merit, or cultural or historical significance	Heritage Grade-III comprises building and precincts of importance for townscape; that evoke architectural, aesthetic, or sociological interest through not as much as in Heritage

<p>aesthetics; they may be associated with a great historic event, personality, movement or institution. They have been and are the prime landmarks of the region.</p> <p>All natural sites shall fall within Grade-I.</p>	<p>though of a lower scale than Heritage Grade-I. They are local landmarks, which contribute to the image and identity of the region. They may be the work of master craftsmen or may be models of proportion and ornamentation or designed to suit a particular climate.</p>	<p>Grade-II. These contribute to determine the character of the locality and can be representative of lifestyle of a particular community or region and may also be distinguished by setting , or special character of the façade and uniformity of height, width and scale.</p>
<p>(B) Objective:</p> <p>Heritage Grade-I richly deserves careful preservation.</p>	<p>Heritage Grade-II deserves intelligent conservation.</p>	<p>Heritage Grade-II deserves intelligent conservation (though on a lesser scale than Grade-II and special protection to unique features and attributes).</p>
<p>(C) Scope for Changes:</p> <p>No interventions be permitted either on exterior or interior of the heritage building or natural features unless it is necessary in the interest of strengthening and prolonging the life of the buildings/or precincts or any part or features thereof. For this purpose, absolutely essential and minimum changes would be allowed and they must be in</p>	<p>.</p> <p><u>Grade-II(A):</u> Internal changes and adaptive re-use may by and large be allowed but subject to strict scrutiny. Care would be taken to ensure the conservation of all special aspects for which it is included in Heritage Grade-II.</p> <p><u>Grade-II(B):</u> In addition to the above, extension or additional building in the</p>	<p>Internal changes and adaptive re-use may by and large be allowed. Changes can include extensions and additional buildings in the same plot or compound. However, any changes should be such that they are in harmony with and should be such that they do not detract from the existing heritage building/precinct.</p>

conformity with the original.	same plot or compound could in certain circumstances, be allowed provided that the extension / additional building is in harmony with (and does not detract from) the existing heritage building(s) or precincts especially in terms of height and façade.	
(D) Procedure: Development permission for the changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.	Development permission for the changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.	Development permission for changes would be given on the advice of the Heritage Conservation Committee.
(E) Vistas / Surrounding Development: All development in areas surrounding Heritage Grade-I shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-I.	All development in areas surrounding Heritage Grade-II shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-II.	All development in areas surrounding Heritage Grade-III shall be regulated and controlled, ensuring that it does not mar the grandeur of, or view from Heritage Grade-III.

8.13 OPINION OF THE HERITAGE CONSERVATION COMMITTEE

Nothing mentioned above should be deemed to confer a right on the owner / occupier of the plot to demolish or reconstruct or make alterations to his heritage building / buildings in a heritage precinct or on a natural heritage site if in the

opinion of the Heritage Conservation Committee, such demolition / reconstruction /alteration is undesirable.

8.14 APPROVAL TO PRESEVE THE BEAUTY OF THE AREA

The Heritage Conservation Committee shall have the power to direct, especially in areas designated by them, that the exterior design and height of buildings should have their approval to preserve the beauty of the area.

8.15 SIGNS AND OUTDOOR DISPLAY STRUCTURES / INCLUDING STREET FURNITURE ON HERITAGE SITES

Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman, Development Authority on the advice of the Heritage Conservation Committee shall frame regulations or guidelines to regulate signs, outdoor display structures and street furniture on heritage sites.

8.16 COMPOSITION OF HERITAGE CONSERVATION COMMITTEE

The Heritage Conservation Committee shall be appointed by the State Government comprising of:

- | | | |
|-------|---|-----------------|
| (i) | Secretary (UD) | Chairman |
| (ii) | In charge Architecture, State PWD | Member |
| (iii) | Structural Engineer having experience of ten years in the field and membership of the Institution of Engineers, India
Architect having 10 years experience | Member |
| A) | Urban Designer | Member |
| B) | Conservation Architect | Member |
| (iv) | Environmentalist having in-depth knowledge and experience of 10 years of the subject . | Member |
| (v) | Historian having knowledge of the region having 10 years experience in the field | Member |

(vi)	Natural historian having 10 years experience in the field	Member
(vii)	Chief Town Planner, Municipal Corporation	Member
(viii)	Chief Town Planner, Development Authority	Member
(ix)	Chief Architect, Development Authority	Member
(x)	Representative of State Archeological Department	Member
(xi)	Chief Town Planner, State Town & Country Planning Department	Member-Secretary

- (a) The Committee shall have the powers to co-opt upto three additional members who may have related experience.
- (b) The tenure of the Chairman and Members of other than Government Department / Local Bodies shall be three years.

The terms of reference of the Committee shall inter alia be:

- (i) to advise the Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman, Development Authority whether development permission is to be granted under Building Bye-Laws No.8.3 and the conditions of permission (vide BBL No. 8);
- (ii) to prepare a supplementary list of heritage sites, which include buildings artifacts, structures, streets, areas, precincts of historic, aesthetic, architectural, cultural, or environmental significance and a supplementary list of natural feature areas of environmental significance, scenic beauty including but not restricted to sacred groves, hills, hillocks, water bodies (and the areas adjoining the same), open areas, wooded areas, points, walks, rides, bridle paths etc. to which this Building Bye-Law would apply.
- (iii) To advise whether any relaxation, modification, alteration, or variance of any of the Building Bye-laws;
- (iv) To frame special regulations / guidelines for precincts and if necessary for natural feature areas to advise the Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman, Development Authority regarding the same;

-
- (v) To advise whether to allow commercial / office/ hotel use in the (name the areas) and when to terminate the same;
 - (vi) To advise the Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman, Development Authority in the operation of this Building Bye-law to regulate or eliminate/erection of outside advertisements/bill boards/street furniture;
 - (vii) To recommend to the Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman Development Authority guidelines to be adopted by those private parties or public / government agencies who sponsor beautification schemes at heritage sites;
 - (viii) To prepare special designs and guidelines / publications for listed buildings, control of height and essential façade characteristics such as maintenance of special types of balconies and other heritage items of the buildings and to suggest suitable designs adopting appropriate materials for replacement keeping the old form intact to the extent possible.
 - (ix) To prepare guidelines relating to design elements and conservation principles to be adhered to and to prepare other guidelines for the purposes of this Regulation;
 - (x) To advise the Commissioner, Municipal Corporation / Vice- Chairman, Development Authority/ on any other issues as may be required from time to time during course of scrutiny of development permissions and in overall interest of heritage / conservation;
 - (xi) To appear before the Government either independently or through or on behalf of the Commissioner, Municipal Corporation / Vice-Chairman, Development Authority in cases of Appeals under Development Authority/Municipal Corporation Act in cases of listed buildings / heritage buildings and listed precincts / heritage precincts and listed natural feature areas.

8.17 IMPLICATIONS OF LISTING AS HERITAGE BUILDINGS

The Regulations do not amount to any blanket prevention of demolition or of changes to Heritage Buildings. The only requirement is to obtain clearance from Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman Development, Authority and Heritage Conservation Committee from heritage point of view.

8.18 OWNERSHIP NOT AFFECTED

Sale and purchase of Heritage Buildings does not require any permission from Municipal Corporation of the city/town/ Development Authority/or Heritage Conservation Committee. The Regulations do not affect the ownership or usage. However, such usage should be in harmony with the said listed precincts / buildings. Care will be taken to ensure that the development permission relating to these buildings is given within 60 days.

8.17 IMPLICATIONS OF LISTING AS HERITAGE BUILDINGS

The Regulations do not amount to any blanket prevention of demolition or of changes to Heritage Buildings. The only requirement is to obtain clearance from Commissioner, Municipal Corporation/ Vice- Chairman Development, Authority and Heritage Conservation Committee from heritage point of view.

8.18 OWNERSHIP NOT AFFECTED

Sale and purchase of Heritage Buildings does not require any permission from Municipal Corporation of the city/town/ Development Authority/or Heritage Conservation Committee. The Regulations do not affect the ownership or usage. However, such usage should be in harmony with the said listed precincts / buildings. Care will be taken to ensure that the development permission relating to these buildings is given within 60 days.

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৫

ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করিবেন না।

(১) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করিবেন না।

(২) কোন নাগরিক কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে, অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে, নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন নির্যোগ্যতা, দায়িতা, সঙ্কোচন বা শর্তের অধীন হইবেন না—

(ক) দোকানে, সার্বজনিক ভোজনালয়ে, হোটেলে ও সার্বজনিক প্রমোদস্থলে প্রবেশ; অথবা

(খ) রাজ্যনির্ধি হইতে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পোষিত বা জনসাধারণের ব্যবহারার্থে সমর্পিত কৃপ, পুষ্টিরণী, স্নানঘাট, সড়ক ও সার্বজনিক সমাগমস্থল ব্যবহার।

(৩) নারী ও শিশুদের জন্য রাজ্য কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।

[(৪) সমাজে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের উন্নতিসাধনের জন্য বা তফসিলী জাতিসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য রাজ্য কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কিংবা ২৯ অনুচ্ছেদের

(২) প্রকরণের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।]

[(৫) সমাজে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের উন্নতিসাধনের জন্য বা তফসিলী জাতিসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধি দ্বারা কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কিংবা ১৯ অনুচ্ছেদের
(১) প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই, যতদূর পর্যন্ত এরাপ বিশেষ বিধানাবলী ৩০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিন্ন অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাহা রাজ্য কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হউক বা সাহায্যপ্রাপ্ত না হউক, তৎসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহাদের ভর্তির সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, অন্তরায় হইবে না।]

(৬) এই অনুচ্ছেদে অথবা ১৯ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণের (ছ) উপপ্রকরণে বা ২৯ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে কোন কিছুই, রাষ্ট্রকে,—

(ক) (৪) ও (৫) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের অগ্রগতির জন্য কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না; এবং

(খ) (৪) ও (৫) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যতীত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৫-১৬

অগ্রগতির জন্য তত্ত্ব পর্যন্ত কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না যত্নের পর্যন্ত ঐ বিশেষ বিধানসমূহ, ৩০ অনুচ্ছেদের (১) প্রকরণে উল্লিখিত সংখ্যালঘুগণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উহা রাষ্ট্রের দ্বারা সহায়তাপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, সমেত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহাদের ভূতির সহিত সম্পর্কিত হয়, যাহা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান সংরক্ষণের অতিরিক্তরাপে হইবে এবং প্রত্যেক প্রবর্গের জন্য সর্বমোট আসনের সর্বোচ্চ দশ শতাংশের সাপেক্ষ হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদ ও ১৬ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে “অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণী” সেরাপ হইবে, পারিবারিক আয় ও অর্থনৈতিক অসুবিধার অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে রাজ্য কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হইবে।

১৬। (১) রাজ্যের অধীনে চাকরি বা কোন পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে।

সরকারী চাকরির
বিষয়ে সুযোগের
সমতা।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ, উচ্চব, জন্মস্থান, বাসস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে কোন নাগরিক রাজ্যের অধীনে কোন চাকরি বা পদের জন্য অযোগ্য হইবেন না অথবা তৎসম্পর্কে তাঁহার প্রতিকূলে বিভেদ করা চলিবে না।

(৩) [কোন রাজ্য সরকারের' বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সরকারের, অথবা কোন রাজ্যের বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ কোনও স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারীর অধীনে,] কোন এক বা একাধিক শ্রেণীর চাকরি অথবা পদবিশেষে নিয়োগ সম্পর্কে ঐরূপ চাকরি বা নিয়োগের পূর্বে [ঐ রাজ্য বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বসবাসের কোনরূপ আবশ্যকতা] বিহিত করিয়া কোন বিধি প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সংসদকে নিবারিত করিবে না।

(৪) রাজ্যের অভিমতে উহার অধীন কৃত্যকসমূহে যে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নাই, তাঁহাদের অনুকূলে নিয়োজনে বা পদসমূহে সংরক্ষণের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে নিবারিত করিবে না।

(৪ক) রাজ্যের অভিমতে রাজ্যের অধীনস্থ কৃত্যকসমূহে যে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নাই, তাঁহাদের অনুকূলে রাজ্যের অধীনস্থ কৃত্যকসমূহের কোন শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের পদে পারিগামিক জের্স্টতাসহ পদোন্তির বিষয়ে সংরক্ষণের জন্য বিধান প্রণয়ন করিতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাজ্যকে নিবারিত করিবে না।

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৩—গৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৬-১৮

(৪খ) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে কোন বৎসরের এরূপ কোন অ-পুরিত শূন্যপদ যাহা ৪ প্রকরণ অথবা ৪(ক) প্রকরণ অনুযায়ী সংরক্ষণের কোন বিধানে ঐ বৎসরে পূরণ করা হইবে বলিয়া সংরক্ষিত ছিল তাহাকে পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে পূরণীয় পৃথক শ্রেণীর শূন্যপদসমূহাপে বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে নিবারিত করিবে না ও যে বৎসরে ঐ শূন্যপদসমূহ পূরণ করা হইবে সেই বৎসরের সর্বমোট শূন্যপদের পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণকালে, ঐ শ্রেণীর শূন্যপদকে ঐ বৎসরের অন্যান্য শূন্যপদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে না।

(৫) কোন ধর্মীয় বা ধর্মসম্প্রদায়মূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কিত পদে আসীন ব্যক্তিকে অথবা উহার পরিচালকবর্গের কোন সদস্যকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হইতে হইবে বা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে বলিয়া যে বিধি দ্বারা বিধান করা হয়, সেই বিধির ক্রিয়াকে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

(৬) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্যকে, বিদ্যমান সংরক্ষণের অতিরিক্ত রাপে এবং প্রত্যেক প্রবর্গের জন্য সর্বমোট আসন্নের সর্বোচ্চ দশ শতাংশের সাপেক্ষে, (৪) প্রকরণে উল্লিখিত শ্রেণীবিশেষ ব্যক্তিত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর কোন শ্রেণীর নাগরিকগণের অনুকূলে নিযুক্তি বা পদসমূহ সংরক্ষণের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করিতে নিবারিত করিবে না।

অস্পৃশ্যতা বিলোপন।

১৭। “অস্পৃশ্যতা” বিলোপ করা হইল এবং যেকোন প্রকারে উহার আচরণ নিষিদ্ধ হইল। “অস্পৃশ্যতা” হইতে উদ্ভৃত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ রাখা বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

উপাধি বিলোপন।

১৮। (১) সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নহে এরূপ কোন উপাধি রাজ্য কর্তৃক অর্পিত হইবে না।

(২) ভারতের কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৩) ভারতের নাগরিক নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৪) রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে বা উহার অধীনে কোন উপহার, উপলভ্য বা কোন প্রকার পদ গ্রহণ করিবেন না।

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯

স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) সকল নাগরিকের—

- (ক) বাক্যের ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার;
- (খ) শাস্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার;
- (গ) পরিমেল বা সংঘ বা সমবায় সমিতি গঠন করিবার;
- (ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার;
- (ঙ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যেকোন ভাগে বসবাস করিবার ও স্থায়ীভাবে নিবাস করিবার; [এবং]

বাক্ষব্ধীনতা ইত্যাদি
সম্পর্কিত কয়েকটি
অধিকার রক্ষণ।

* * * *

- (ছ) যেকোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যেকোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার;

অধিকার থাকিবে।

(২) (১) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নের অন্তরায় হইবে না যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ বিধি [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার] রাজ্যের নিরাপত্তার, বিদেশী রাষ্ট্রের সাহিত মেঝী সম্পর্কের, জনশৃঙ্খলার, সুরক্ষির বা সুনীতির স্বার্থে অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোন অপরাধের প্রয়োচন সম্পর্কিত বিষয়ে, উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে।

(৩) উক্ত প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান বিধি [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার অথবা] জনশৃঙ্খলার স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৪) উক্ত প্রকরণের (গ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত [ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার অথবা] জনশৃঙ্খলার বা সুনীতির স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সঙ্কোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ১৯-২০

(৫) উক্ত প্রকরণের [(ঘ) ও (ঙ) উপ-প্রকরণের] কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান বিধি জনসাধারণের স্বার্থে, অথবা কোন তফসিলী জনজাতির স্বার্থ রক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যে, উক্ত উপ-প্রকরণসমূহ দ্বারা অর্পিত অধিকারের যেকোনটির প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ঐরূপ সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অস্তরায় হইবে না।

(৬) উক্ত প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত জনসাধারণের স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক বিধি প্রণয়নে অস্তরায় হইবে না এবং বিশেষতঃ [উক্ত উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত—

(i) কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিবিষয়ক বা প্রায়োগিক যোগ্যতা সম্পর্কে হয়, অথবা

(ii) নাগরিকগণকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিয়াই হটক বা অন্যথাই হটক, রাজ্য অথবা রাজ্যের নিজস্ব বা নিয়ন্ত্রণাধীন • কোন নিগম কর্তৃক কোন ব্যবসায়, কারবার, শিল্প বা সেবাব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে হয়,]

ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐ বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অস্তরায় হইবে না।

অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ে রক্ষণ।

২০। (১) যে কার্য করিবার জন্য অপরাধ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় সেই কার্য করিবার সময় বলবৎ কোন বিধির লজ্জন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, এবং অপরাধ করিবার সময় বলবৎ বিধি অনুযায়ী যে দণ্ড দেওয়া যাইত তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবেন না।

(৩) কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ২১-২২

২১। বিধি দ্বারা স্থাপিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতা
বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।
রক্ষণ।

[২১ক। রাজ্য, বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ প্রণালীতে, ছয় শিক্ষার অধিকার।
হইতে চোদ্দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর আবেতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার
ব্যবস্থা করিবেন।]

২২। (১) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রেপ্তারের কোন কোন ক্ষেত্রে
কারণ যথাসম্ভব শীঘ্ৰ না জানিয়া হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার ও আটক হইতে
মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামৰ্শ করিবার ও তৎকর্তৃক সমর্থিত হইবার
অধিকার হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না।
রক্ষণ।

(২) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং হেফাজতে আটক রাখা হইয়াছে এরূপ
প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের স্থান হইতে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত
যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া গ্রেপ্তার হইতে চৰিষণ ঘণ্টা সময়সীমার
মধ্যে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত
প্রাধিকার ব্যতিরেকে উক্ত সময়সীমার পর তাঁহাকে হেফাজতে আটক রাখা যাইবে
না।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণের কোন কিছুই—

(ক) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি তৎকালে একজন বিদেশী
শক্র; অথবা

(খ) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটক
বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা বা আটক রাখা
হইয়াছে

প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি কোন ব্যক্তিকে তিন মাস
সময়সীমার অধিককাল আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবে না, যদি না—

(ক) কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন আছেন বা ছিলেন
অথবা ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন, এরূপ
ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত কোন মন্ত্রণাপর্যবেক্ষণ উক্ত তিন মাস
সময়সীমা অবসিত হইবার পূর্বে প্রতিবেদন করিয়া থাকেন যে
তদীয় অভিমতে ঐরূপ আটকের যথেষ্ট কারণ আছে:

তবে, এই উপ-প্রকরণের কোন কিছুই সংসদ কর্তৃক

(৭) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ২২-২৩

দ্বারা যে সর্বাধিক সময়সীমা বিহিত হয়, তাহার অধিককালের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবেন না; অথবা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে সংসদ কর্তৃক (৭) প্রকরণের (ক) এবং (খ) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধির বিধান অনুসারে আটক রাখা হয়।

(৫) নির্বর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারী, যথাসম্ভব শীত্র, যেসকল হেতুতে আদেশ করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ আদেশের বিরলদে প্রতিনিবেদন করিবার শীত্রাতিশীত্র সুযোগ দিবেন।

(৬) (৫) প্রকরণের কোন কিছুই, ঐ প্রকরণে উল্লিখিত কোন আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারীকে, ঐ প্রাধিকারী যেসকল তথ্য প্রকাশ করা জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না।

(৭) সংসদ বিধি দ্বারা বিহিত করিতে পারেন—

(ক) যে অবস্থায় এবং যে প্রকার বা যে প্রকার ক্ষেত্রে নির্বর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে (৪) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের বিধান অনুসারে মন্ত্রণাপর্যদ্দের অভিমত গ্রহণ না করিয়া তিন মাসের অধিক সময়সীমার জন্য আটক রাখা যাইতে পারে;

(খ) সর্বাধিক যে সময়সীমার জন্য, নির্বর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে যে প্রকার বা যে প্রকার ক্ষেত্রে আটক রাখা যাইতে পারে; এবং

(গ) ***[(৪) প্রকরণের (ক) উপপ্রকরণ] অনুযায়ী কোন অনুসন্ধানকালে মন্ত্রণাপর্যদ্দ কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া।

শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার

মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়ার প্রতিবেদ্ধ।

২৩। (১) মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বেগোর খাটোন এবং অনুরূপ অন্য কোন প্রকারে বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়া প্রতিষিদ্ধ হইল এবং এই বিধানের যেকোন লঙ্ঘন বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্য কর্তৃক সার্বজনিক উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক কর্ম আরোপণে অস্তরায় হইবে না এবং ঐন্দ্রপ কর্ম আরোপ করিতে

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ২৩-২৬

কাহারও প্রতি কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি বা শ্রেণীর হেতুতে, অথবা তন্মধ্যে যেকোন একটিরও হেতুতে, রাজ্য কোন বিভেদ করিবেন না।

২৪। চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোন কারখানায় বা খনিতে কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা কোন সংকটজনক কর্মে ব্যাপ্ত করা যাইবে না।

কারখানা ইত্যাদিতে
শিশু নিয়োগের
প্রতিবেদ।

ধর্মস্বাধীনতার অধিকার

২৫। (১) জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার এবং স্বাধীনতাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার সম্ভাবন থাকিবে।

বিবেকের স্বাধীনতা
এবং স্বাধীনতাবে ধর্ম
স্বীকার, আচরণ ও
প্রচার।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই একাপ কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক একাপ কোন বিধি প্রশংসনে অন্তরায় হইবে না, যাহা—

(ক) ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আর্থনীতিক, বিভায়, রাজনৈতিক বা অন্য প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা প্রণিয়ন্ত্রিত বা সঞ্চুচিত করে;

(খ) সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের, অথবা সার্বজনিক প্রকৃতির হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব শ্রেণীর ও সর্ব বিভাগের হিন্দুগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার, ব্যবস্থা করে।

ব্যাখ্যা ১।—কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্ম স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২।—(২) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণে হিন্দুগণের উল্লেখ শিখ, জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অর্থ করিতে হইবে এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখের অর্থ তদনুসারে করিতে হইবে।

২৬। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের সাপেক্ষে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের অথবা উহার যেকোন বিভাগের—

ধর্মবিষয়ক কার্যাবলী
পরিচালনার স্বাধীনতা।

(ক) ধর্মীয় ও দানবিষয়ক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও পোষণ করিবার;

(খ) ধর্মবিষয়ে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করিবার;

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বান হইবার ও তাহা অর্জন করিবার; এবং

(ঘ) ঐরূপ সম্পত্তি বিধি অনুসারে পরিচালনা করিবার; অধিকার থাকিবে।

কোন বিশেষ ধর্মের প্রোগ্রামের জন্য করদান সম্পর্কে স্বাধীনতা।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদানে বা ধর্মীয় উপাসনায় উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা।

২৭। যে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কোন বিশেষ ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রোগ্রামের বা পোষণের ব্যয়নির্বাহের জন্য বিশেষভাবে উপযোজিত, তাহা প্রদান করিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না।

২৮। (১) রাজ্যনির্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পোষিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) (১) প্রকরণের কোন কিছুই ঐরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে না যাহা রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত কিন্ত এরূপ কোন উৎসর্জন বা ন্যাস অনুযায়ী স্থাপিত যাহা এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যিক করে।

(৩) রাজ্য হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা রাজ্যনির্ধি হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি থাকেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে এ প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হয় তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে, অথবা এ প্রতিষ্ঠানে বা এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোন গৃহাদিপরিসরে যে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উপস্থিতি থাকিতে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না তিনি স্বয়ং, বা তিনি নাবালক হইলে তাহার অভিভাবক, তাহাতে সম্মতি দেন।

কৃষ্ণি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

সংখ্যালঘুবর্গের স্বার্থ
রক্ষণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন
ও পরিচালনে
সংখ্যালঘুবর্গের
অধিকার।

২৯। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোন ভাগে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিভাগের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা কৃষ্ণি থাকিলে, সেই বিভাগের তাহা পরিবর্ষণ করার অধিকার থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, ভাষা বা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে, রাজ্য কর্তৃক পোষিত বা রাজ্যনির্ধি হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিককে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৩০। (১) সকল সংখ্যালঘুবর্গের, ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক, তাহাদের পছন্দগ্রহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করিবার অধিকার থাকিবে।

[(১ক) (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যধিতামূলকভাবে অর্জন করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন কালে রাজ্য ইহা সুনির্ণিত করিবেন যে, ঐরূপ সম্পত্তি অর্জনের জন্য ঐরূপ বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত বা তদনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ এরূপ হয় যেন উহা এ প্রকরণ অনুযায়ী প্রত্যাভৃত অধিকার সঙ্কুচিত বা রদ না করে।]

ভাগ ৩—মৌলিক অধিকারসমূহ—অনুচ্ছেদ ৩০-৩১ক

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানে রাজ্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এই হেতুতে বিভেদ করিবেন না যে উহা কোন সংখ্যালঘুবর্গের পরিচালনাধীনে আছে, এই সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক।

* * * *

৩১। [সম্পত্তির আবশ্যক অর্জন]। সংবিধান (চতুর্চত্বারিংশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৮, ৬ ধারা দ্বারা (২০.৬.১৯৭৯ হইতে কার্যকারিতাসহ) বাদ দিয়াছে।

[কোন কোন বিধির ব্যাবৃত্তি]

[৩১ক। [(১) ১৩ অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এরূপ কোন বিধি, ভূসম্পত্তি ইত্যাদির অর্জন বিধানকারী বিধির ব্যাবৃত্তি।

- (ক) রাজ্য কর্তৃক কোন ভূসম্পত্তি বা তন্মধ্যে কোন অধিকার অর্জন অথবা ঐরূপ কোন অধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন, অথবা
- (খ) কোন সম্পত্তির পরিচালনার ভার, হয় জনস্বার্থে অথবা ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত পরিচালনা সুনির্ণিত করিবার উদ্দেশ্যে, সীমাবদ্ধ কালের জন্য রাজ্য কর্তৃক গ্রহণ, অথবা
- (গ) দুই বা ততোধিক নিগম, হয় জনস্বার্থে অথবা উহাদের মধ্যে যে কোনটির উপযুক্ত পরিচালনা সুনির্ণিত করিবার উদ্দেশ্যে, একত্রীকরণ, অথবা
- (ঘ) নিগমসমূহের ম্যানেজিং এজেন্ট, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, ম্যানেজিং ডি঱েক্টর, ডি঱েক্টর বা পরিচালকগণের কোন অধিকার অথবা উহাদের অংশীদারগণের কোন ভোটাধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন, অথবা
- (ঙ) কোন খনিজ বা খনিজ তৈল অনুসন্ধান বা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের বলে প্রাপ্ত কোন অধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন অথবা ঐরূপ চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের অপূর্ণকালিক অবসান বা রান্দকরণ

সম্পর্কে বিধান করে, তাহা এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না যে তাহা [১৪ অনুচ্ছেদ বা ১৯ অনুচ্ছেদে] সহিত অসমঞ্জস অথবা উক্ত কোন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সন্তুষ্টিত করে]:

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী উহাতে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না ঐরূপ বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি পাইয়া থাকে:

ভাগ ৪

রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ

সংজ্ঞার্থ।

৩৬। এই ভাগে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যিক না হইলে, “রাজ্য” শব্দের যে অর্থ ভাগ ৩-এ আছে সেই অর্থই হইবে।

এই ভাগের অস্তর্ভুক্ত
নীতিসমূহের প্রয়োগ।

৩৭। এই ভাগের অস্তর্ভুক্ত বিধানবলী কোন আদালত কর্তৃক বলবৎকরণযোগ্য হইবে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাতে নিবন্ধ নীতিসমূহ দেশশাসন বিষয়ে মৌলিক হইবে, এবং বিধি প্রণয়নে ঐ নীতিসমূহ প্রয়োগ করা রাজ্যের কর্তব্য হইবে।

জনকল্যাণ
প্রোগ্রামের জন্য
রাজ্য কর্তৃক
সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন।
সংক্ষিপ্ত নীতি।

৩৮। [(১)] জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা দান করে এরাপ একটি সমাজব্যবস্থা যথাসাধ্য কার্যকরভাবে প্রবর্তন ও রক্ষণ করিয়া রাজ্য জনকল্যাণ প্রোগ্রামের প্রয়াস করিবেন।

[(২) রাজ্য, কেবল ব্যক্তিগণের মধ্যেই নহে, বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বা বিভিন্ন বৃন্তিতে নিযুক্ত জনসমষ্টির মধ্যেও, বিশেষতঃ, আয়ের অসমতা হ্রাস করিবার জন্য প্রয়াস করিবেন এবং প্রতিষ্ঠা, সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।]

রাজ্য কর্তৃক অনুসরণীয়
কর্মকৃতি কর্মপদ্ধতি
সংক্ষিপ্ত নীতি।

৩৯। রাজ্য, বিশেষতঃ, স্থীয় কর্মপদ্ধতি এরাপে চালিত করিবেন যাহাতে—

(ক) নাগরিকগণ, পুরুষ ও নারী সমভাবে, যেন পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রাপ্ত হন;

(খ) জনসমাজের পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এরাপে বন্ধিত হয় যেন সর্বোভূমভাবে সাধারণের হিত সাধিত হয়;

(গ) আর্থনীতিক ব্যবস্থার ত্রিলোক পরিণতি এরাপ না হয় যে সাধারণের ক্ষতিসাধন করিয়া ধন ও উৎপাদনের উপায়সমূহের সংকেতন ঘটে;

(ঘ) সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান বেতন হয়;

(ঙ) পুরুষ ও নারী শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং শিশুগণের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার যেন করা না হয় এবং আর্থিক প্রয়োজনে নাগরিকগণ তাঁহাদের বয়স বা শক্তির অনুপযোগী কোন পেশায় প্রবৃত্ত হইতে যেন বাধ্য না হন;

ভাগ ৪—রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ—অনুচ্ছেদ ৩৯-৪৩ক

[চ) শিশুদের সুস্থুভাবে এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও সুবিধা প্রদত্ত হয় এবং শৈশব্যবস্থা ও ঘুৰাবস্থা শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও বৈষয়িক অবহেলা হইতে রক্ষিত হয়।]

[৩৯ক। রাজ্য, বৈধিক ব্যবস্থার ব্যবহার যাহাতে সমসুযোগের ভিত্তিতে সম-ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচারের সুবদ্ধেবস্ত করে, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন এবং বিশেষতঃ আধিক বিনা খরচে বৈধিক সহায়তা।
বা অন্যান্য অক্ষমতার কারণে কোন নাগরিক যাহাতে ন্যায়বিচার লাভ করিবার সুযোগ হইতে বধিত না হন তাহা নিশ্চিত করিতে, যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন বা প্রকল্পের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, বিনা খরচে বৈধিক সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন।]

৪০। রাজ্য, প্রাম পঞ্চায়তসমূহ সংগঠন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন প্রাম পঞ্চায়ত সংগঠন।
এবং স্বায়ভাসনের এককরাগে উহারা যাহাতে কার্য করিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ ক্ষমতা ও প্রাধিকার উহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৪১। কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির এবং কোন কোন ছলে অসুস্থুভায়, কর্মক্ষমতানাশে এবং অনুচিত অভাবের অন্য স্থলসমূহে সরকারী সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার যাহাতে সুনিশ্চিত হয় তজ্জন্য রাজ্য সীয় আখন্নীতিক অধিকার।
সামর্থ্য ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে কার্যকর বিধান করিবেন।

৪২। রাজ্য, কর্মের শর্তাবলী যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় তাহা কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রসূতি সহায়তার জন্য, বিধান করিবেন।
এবং প্রসূতি সহায়তার বিধান।

৪৩। রাজ্য, যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন বা আখন্নীতিক সংগঠন দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, কৃষি, শিল্প বা অন্যবিধ কার্যে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য কর্ম, শ্রমিকগণের জন্য জীবনধারনোপযোগী মজুরি এবং যে শর্তাবলীর অধীনে কর্ম করিলে ভদ্রভাবে জীবনযাত্রার মান এবং পূর্ণমাত্রায় অবসর এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসমূহের উপভোগ অব্যাহত থাকে তাহা, সুনিশ্চিত করিতে প্রয়াস করিবেন
এবং রাজ্য, বিশেষতঃ, প্রামাণ্যে ব্যক্তিভিত্তিক বা সমবায়ভিত্তিক কুটীর শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে প্রয়াস করিবেন।

[৪৩ক। রাজ্য যথোপযোগী বিধিপ্রণয়ন দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে, কোন শিল্প-পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মিগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা করিবেন।]

ভাগ ৪—রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ—অনুচ্ছেদ ৪৩খ-৫০

সমবায় সমিতি
প্রোগ্রাম।

[৪৩খ। রাজ্য, সমবায় সমিতির স্বেচ্ছা গঠন, স্বাসন ভিত্তিক কৃত্যকরণ,
গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পেশাদারি পরিচালনব্যবস্থার প্রোগ্রামের প্রয়াস
করিবেন।]

নাগরিকগণের জন্য
একই প্রকার দেওয়ানী
সংহিতা।

প্রাক শৈশবাবস্থা
পরিচর্যা এবং ছয়
বৎসরের নিম্ন বয়সের
শিশুর শিক্ষা।

তফসিলী জাতি,
তফসিলী জনজাতি
এবং অন্যান্য দুর্বলতর
বিভাগের শিক্ষাবিষয়ক
ও আধুনিক স্বার্থ
প্রোগ্রাম।

৪৪। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র নাগরিকগণের জন্য একই প্রকারের
দেওয়ানী সংহিতা প্রবর্তন করিতে রাজ্য প্রয়াস করিবেন।

[৪৫। রাজ্য সকল শিশুর জন্য প্রাক শৈশবাবস্থা পরিচর্যার এবং ছয় বৎসর
পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস করিবেন।]

৪৬। রাজ্য, বিশেষ যত্নসহকারে, জনগণের দুর্বলতর বিভাগের, এবং
বিশেষতঃ তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের, শিক্ষাবিষয়ক ও
আধুনিক স্বার্থ প্রোগ্রাম করিবেন এবং তাঁহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও
সর্বপ্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিবেন।

খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও
জীবনধারণের মানের
উন্নয়ন এবং
জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ
রাজ্যের কর্তব্য।

কৃষি ও পশুপালনের
সংগঠন।

৪৭। রাজ্য খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও তদীয় জনগণের জীবনধারণের মানের
উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ স্থীয় প্রধান কর্তব্যসমূহের অন্যতম মনে
করিবেন এবং বিশেষতঃ মাদক পানীয় ও যে ভেজজ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর,
ঔষধীয় প্রয়োজনে ভিন্ন, অন্য প্রকারে তাহার সেবন প্রতিযোগি করিতে প্রয়াস
করিবেন।

৪৮। রাজ্য আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন
করিতে প্রয়াস করিবেন এবং বিশেষতঃ, গাড়ী, গোবৎস ও অন্যান্য দুর্ঘটনাতী ও
ভারবাহী গবাদি পশুবৎসের পরিরক্ষণ ও উন্নতি করিতে এবং ঐরূপ পশুসমূহের
হত্যা প্রতিযোগি করিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পরিবেশের রক্ষণ ও
উন্নতিবিধান এবং বন
ও বন্য প্রাণীর
সংরক্ষণ।

[৪৮ক। রাজ্য দেশের পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতিবিধান করিতে এবং বন ও
বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ করিতে প্রয়াস করিবেন।]

জাতীয় গুরুত্বের
স্মারক ও হান ও
বস্তসমূহের রক্ষণ।

৪৯। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী] জাতীয় গুরুত্বের
বলিয়া ঘোষিত, কলাত্মক বা ঐতিহাসিক কারণে চিন্তাকর্ষক, প্রত্যেক স্মারক বা
স্থান বা বস্ত, ক্ষেত্রানুযায়ী, লুঁষ্টন, বিকৃতি, ধ্বংস, অপসারণ, হস্তান্তরণ বা রপ্তানি
হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাজ্যের থাকিবে।

নির্বাহিকবর্গ হইতে
বিচারপত্রবর্গের
পৃথক্করণ।

৫০। রাজ্যের সরকারী কৃত্যকসমূহে নির্বাহিকবর্গ হইতে বিচারপত্রবর্গকে
পৃথক করিতে রাজ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ভাগ ৪—রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ—অনুচ্ছেদ ৪৪-৫১

৫১। রাজ্য প্রয়াস করিবেন—

- (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রোগ্রাম করিতে;
- (খ) জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রাখিতে;
- (গ) সংগঠিত জনসমূহের মধ্যে পরম্পরারের সহিত ব্যবহারে আন্তর্জাতিক বিধি ও সংবিহনের প্রতি শুদ্ধা পোষণ করিতে; এবং
- (ঘ) সালিসী দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের মীমাংসায় উৎসাহ প্রদান করিতে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও
নিরাপত্তা প্রোগ্রাম।

[ভাগ ৪ক]

মৌলিক কর্তব্যসমূহ

মৌলিক কর্তব্যসমূহ।

৫১ক। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে—

- (ক) সংবিধান মানিয়া চলা এবং উহার সকল আদর্শ ও সংস্থা এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা করা;
- (খ) যে মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা পোষণ ও অনুসরণ করা;
- (গ) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা;
- (ঘ) আহুত হইলে দেশের প্রতিরক্ষা করা ও জাতীয় সেবাকার্য সম্পাদন করা;
- (ঙ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রমপূর্বক ভারতের জনগণের সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সাধারণ আতুত্ববোধ প্রোশ্পত করা; নারীজাতির মর্যাদার হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা;
- (চ) আমাদের সংমিশ্র কৃষির সমৃদ্ধ উন্নয়নিকারের সম্মাননা ও রক্ষণ করা;
- (ছ) বন, হ্রদ, নদী ও বন্য প্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও উহার উন্নতিসাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া;
- (জ) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংক্ষারের স্পৃহা বিকশিত করা;
- (ঝ) সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ করা ও হিংসা ত্যাগের শপথ গ্রহণ করা;
- (ঝঃ) জাতি যাহাতে উদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নীত হয়, সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করা।]
- [ট) যিনি পিতা মাতা বা অভিভাবক, তাঁহার, ক্ষেত্রানুযায়ী, ছয় এবং চৌদ্দ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়সের নিজ সঙ্গান বা প্রতিপাল্যকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।]

ভাগ ৫

সংঘ

অধ্যায় ১ — নির্বাহিকবর্গ

রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি

৫২। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি।

৫৩। (১) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে এবং সংঘের নির্বাহিক তিনি উহা স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীন আধিকারিকগণের মাধ্যমে এই সংবিধান ক্ষমতা।
অনুসারে প্রয়োগ করিবেন।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংঘের প্রতিরক্ষা-
বাহিনীর সর্বোচ্চ সমাদেশ রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাইবে এবং উহার প্রয়োগ বিধি
দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই—

- (ক) কোন বিদ্যমান বিধি দ্বারা কোন রাজ্যের সরকার বা অন্য
আধিকারীকে অপর্যাপ্ত কৃত্য রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তরিত
করিল বলিয়া গণ্য হইবে না; অথবা
- (খ) রাষ্ট্রপতি ভিন্ন অন্য আধিকারীকে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা
কৃত্যসমূহ অপর্ণে অন্তরায় হইবে না।

৫৪। রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন।

(ক) সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যগণকে, এবং
(খ) রাজ্যসমূহের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণকে
লইয়া গঠিত একটি নির্বাচক গোষ্ঠীর সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

[ব্যাখ্যা]— এই অনুচ্ছেদে ও ৫৫ অনুচ্ছেদে, “রাজ্য” জাতীয় রাজধানী
রাজ্যক্ষেত্র দিল্লী এবং সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পভিচেরিকে অন্তর্ভুক্ত করে।]

৫৫। (১) যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের
প্রতিনিধিত্বের মানে সমরূপতা থাকিবে।

(২) রাজ্যসমূহের পরম্পরের মধ্যে ঐরূপ সমরূপতা এবং সমগ্রভাবে
রাজ্যসমূহের ও সংঘের মধ্যে তুল্যতা সুনির্ণিত করিবার উদ্দেশ্যে, সংসদের এবং
প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য ঐরূপ নির্বাচনে যে সংখ্যক
ভোট প্রদান করিতে অধিকারী, তাহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে নির্ধারিত হইবে:—

- (ক) কোন রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত
সদস্যগণের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল



শ্রাদ্ধেন্দু মেমোরিয়াল মেধা প্রতিষ্ঠান

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED HOSPITAL

গ্রাম ও পোঃ- গোবরাপোতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন - ৭৪১১০৩

চক্ষু বিভাগ ১- ফেকো সার্জারী (বিনা ইঞ্জেকশনে), মাইক্রোসার্জারী, নেভ্রেনালী, টেরিজিয়াম, প্লুকোমা ক্লিনিক ও মেডিক্যাল রেচিনা।

জেনারেল বিভাগ প্রক্রিয়াজ শোগর্ষ মাস থেকে

অনেক প্রচেষ্টার পর সকল গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে এখন থেকে
জেনারেল/সার্জারী বিভাগ এবং স্পেশালিস্ট ও মায়েদের চিকিৎসার ডাক্তার
নিয়মিত হাসপাতালের আউটেডোরের বসছেন।



ডাঃ অভিষেক দত্ত

Sr. Ophthalmologist & Phaco Surgeon

প্রতি সোমবার

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

ডাঃ সোনালী গঙ্গুলী

MBBS., DGO, MD (MEDICINE)

প্রতি বহুপ্তিবার

সকাল ১২টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত।

ডাঃ অভিজিৎ সাহা

MBBS (Cal), MS-Ophthal (Phaco Surgeon)

প্রতি বহুপ্তিবার

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত

ডাঃ সৌরভ কুমার বোস

MBBS (Cal), MS-Ophthal রেটিনা বিশেষজ্ঞ

প্রতি শুক্রবার

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

আগাম
নাম লেখানোর
ব্যবস্থা আছে।

ডাঃ বিদ্যুৎ বিশ্বাস

MBBS., MS (General Surgeon)

ক্ল্যানী মেডিকেল কলেজ

প্রতি শনিবার, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

শ্রীসমর পরামাণিক
ক্লিনিক্যাল অপ্টোমেট্রিস্ট
প্রতি সোমবার থেকে শনিবার

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মেডিকেল স্কীমে ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

Call : 9733813344, 9830989705

Website : www.smspnadia.in, E-mail : suvendumemorialtrust@yahoo.com



নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজি নং - ৪৬ এন/৬১

মনমোহন ষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিগত কয়েক বছর কাজের স্থীরতি স্বরূপ নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে দুইবার দুটি ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করেছে। ২০১৭ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নের বিচারে সারা ভারতবর্ষে প্রথম স্থান পায়। ২০২০ সালের ডিপোজিট সংগ্রহ এবং সেই অর্থ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার বিচারে সারা ভারতে প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় স্থান পেয়ে, "BANCO BLUE RIBON" পুরস্কার লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতা সারা ভারতে সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর করোনা মহামারি সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের অগ্রগতি অক্ষুণ্ন ছিল। ২০২০-২১ সালে Promoting Achievement Foundation কর্তৃক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শিবনাথ চৌধুরী Best Chairman Award for Co-Operative Bank Development পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০২১ - ২০২২ সালে দিল্লী রাজ্য সরকারের প্রয়োগে Intellectual Peoples Foundation National Achievement Award for Co-Operative Bank Development এর পুরস্কার গত ২৬শে মে, ২০২২ তারিখে দিল্লীর ঐতিহাসিক Constitution Club হলে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শিবনাথ চৌধুরীর হাতে দিল্লী বিধানসভার স্পিকার মেডেল ও ট্রফি তুলে দেন।

২০২১-২২ সালের আর্থিক তিত্রি নিম্নে তুলে দেওয়া হল—

খাত	৩১.০৩.২০২১	৩১.০৩.২০২২
ডিপোজিট	১ হাজার ৮০২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা	১ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা
কর্জ দাদান	১ হাজার ১৩০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা	১ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা
শেয়ার ক্যাপিটাল	৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ	৩৯ কোটি ১০ লক্ষ
লভাশ	১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	১৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা
CRAR	১৪.৫৭%	১৪.৭৯%
NPA	২.২০%	৩.৭১%
CD Ratio	৬২.৮৬%	৫৯.৮১%
SHG Deposit	২০৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা	২২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
SHG কর্জ দাদান	৩৪৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা	৩৮৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা

গত বছরের তুলনায় এবছর বেশী লাভ করে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটি প্রকল্প যেমন কর্মসাধী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং মৎসজীবি কার্ড এর মাধ্যমে কর্জ দাদানের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই তিনটি প্রকল্পেই ব্যাঙ্ক সার্থকভাবে কর্জ দাদান করে শীর্ষ স্থানে আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ব্যাঙ্ক এলাকার বেকারদের কর্ম দেবার স্বার্থে 'কর্মসাধী' প্রকল্পে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দাদান করেছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কর্জ দাদান শুরু হয়েছে ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ৪৬০ জনকে ৬ কোটি টাকা কর্জ মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও মৎসজীবি ক্রেডিটকার্ড এর মাধ্যমে ৬০৩ জনকে ২ কোটি টাকা কর্জ মঞ্জুর করা হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির উন্নয়নের স্বার্থে ২৫২টি সমিতিতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র বা মিনি ব্যাঙ্ক (CSP) গঠিত হয়েছে। নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ৩৭ হাজার ৭৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ লক্ষ ৫ হাজার সদস্য নিজেরা জীবিকা নির্বাহ করে সমাজ গঠনের কাজে আত্মনির্যোগ করেছে।

তাই জানাই এ ব্যাঙ্ক নদীয়া বাসীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির জন্য আসুন সবাই মিলে হাত লাগাই। এই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানটিতে আপনার সম্মত গচ্ছিত রাখুন।

নদীয়া জেলার সমবায় আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে সহযোগিতা করুন।



ধন্যবাদস্তু--

গণপতি মন্ত্রী

সহ-সভাপতি

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

সন্দীপন চক্রবর্তী

মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

শিবনাথ চৌধুরী

সভাপতি

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ